হে মহাজীবন

ধীরেন্দ্রনাথ রায়

মিত্রালয়
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা

তিন টাকা

মিত্রালয়, ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য
কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও গুপ্তপ্রেশ, ৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে
শ্রীফণীভূষণ হাজরা কর্ত্তৃক মুদ্রিত

উৎসর্গ

শ্রীমান সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী
স্নেহাস্পদেষু,

—মাষ্টারমশাই

এই লেখকের আর একখানি উপন্যাস

কো লা হ ল

ঢাকা জেলের ফটক খুলে যেতেই কয়েদী-বোঝাই গাড়ীখানা ভিতরে প্রবেশ করল। ওই গাড়ীর মধ্যে আছে উদয়—উদয় ঘোষ। তার বয়স বড় জোর বাইশ হবে কিন্তু এর মধ্যেই পাঁচ বৎসর তার রাজবন্দী হিসাবে কেটেছে আন্দামানে। আরও পাঁচ বৎসর সেইখানেই তার থাকবার কথা। বিক্ষুব্ধ জনমতের চাপে গবর্ণমেণ্ট বাঙলার ছেলেকে বাঙলায় ফিরিয়ে এনেছেন।

ঢাকা জেলেই আপাততঃ তার বাসস্থান ঠিক হয়েছে। যে ঘরে তাকে ঢুকিয়ে দেওয়া হ'ল—সে ঘরের সকলে একসঙ্গে তাকে এই ব'লে অভ্যর্থনা করলে—কোথা থেকে বন্ধু?

উদয় ঘরের মাঝখানে এসে চারদিক একবার চেয়ে দেখল; তারপর সকলের উদ্দেশে স্যালুটের ভঙ্গিতে নিজের শরীর শক্ত ক'রে দাঁড়াল—এক-দুই। তারপর হেসে বলল—অত্যন্ত পরিশ্রান্ত—আজ মাফ করতে হবে; গল্প-সল্প আজ আর হবে না, আমি আন্দামান ফেরৎ। বলতে বলতেই সে চিৎ হ'য়ে শুয়ে পড়ল এবং নাক ডাকাতে লাগল।

শুতে শুতেই কারো সত্যি নাক ডাকে না। ওটা আলোচনা ভঙ্গের নির্দ্দেশ। সবাই তা মেনে নিল কিন্তু কৌতূহল একেবারে অত্যুগ্র হ'য়ে উঠল।

গভীর রাতে উদয়ের ঘুম ভেঙে গেল। তন্দ্রা কাটতেই উঠে বসল সে, ঘরের চারদিক তাকিয়ে দেখতে লাগল। সকলেই নিদ্রায় আচ্ছন্ন; নাসিকাধ্বনিও শোনা যায়। মাথাটা ঘুরিয়ে অন্যদিকে চোখ ফিরাতে সে অবাক হ'য়ে গেল; ওই কোণে কে একজন ব'সে ব'সে হাসছে—চোখ পড়তেই হাতের ইসারায় সে উদয়কে ডাকল।

উদয় প্রথমে বুঝতে পারেনি। আর কেউ জাগ্রত আছে কিনা প্রথমে তাই দেখে নিল। তারপর নিজের বুকে হাত রেখে মাথাটা হেলিয়ে সে নিঃশব্দে জিজ্ঞেস করল—'আমি?' অপর পক্ষ মাথা নেড়ে তার প্রত্যুত্তর দিল। তখন উদয় ধীরে ধীরে তার কাছে গিয়ে বসল এবং একদৃষ্টে তার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। চোখে চোখে চেয়ে থাকতে তার অদ্ভুত ক্ষমতা।

অপর ব্যক্তি একটু হেসে বিছানার তল থেকে বা'র করল একটা পাউরুটি ও এক মোড়ক চিনি, বলল—খাও।

উদয় চমৎকৃত হ'য়ে গেল। তার প্রচণ্ড ক্ষুধা পেয়েছিল; রাস্তায় ভাল ক'রে খাওয়া জোটে না বন্দীদের; আজ জেলখানার খাবার-ঘণ্টা পড়ার সময় সে জাগেনি। সে ভাল ক'রে অপরিচিত বন্ধুটির প্রতি চাইল, তারপর বিনাবাক্যব্যয়ে আহারে মন দিল।

আহার শেষ হ'লে বন্ধু বলল—এবার তাহলে গল্প আরম্ভ হ'তে পারে।

উদয় উত্তর দিল—একটু জল হলেই—।

বন্ধু জিজ্ঞাসা করলে—পাউরুটি খেয়ে কতক্ষণ তুমি জল না খেয়ে থাকতে পার?

—কোনদিন পরীক্ষা ক'রে দেখিনি।

—আজ পরীক্ষা করতে দোষ কি!

উদয় আর একবার তাকে ভাল ক'রে লক্ষ্য করল, একটু হেসে জিজ্ঞাসা করল—আপনি কতক্ষণ পারেন?

—অন্ততঃ চব্বিশ ঘণ্টা।

—বাপ্‌স্! মরে যাব।

—মরবার জন্যই ত এ পথে পা বাড়িয়েছ।

এরপর আর জল চাইতে পারা যায় না।

—তোমার নাম কি ভাই?

—উদয়—উদয় ঘোষ।

—বল, উদয় বাঙালী।

উদয় তার চোখের দিকে চাইতেই সে হাসল; উদয়ও হেসে বলল—উদয় বাঙালী।

তখন বন্ধু উদয়ের হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল—কবে তুমি এ পথে উদিত হ'লে উদয়?

—সবে মাত্র তখন ম্যাট্রিক দিয়েছি।

—তখন থেকেই কি আন্দামানে?

—হ্যাঁ পাঁচ বছর; মেয়াদ দশবছর।

—তাহ'লে ত অপরাধ গুরুতর?

—হ্যাঁ; একজন দারোগা জখম, একজন পুলিশ খুন।

—জল খাবে?

—জল? না, দেখি কতক্ষণ জল না খেয়ে থাকতে পারি।

—বেশ, তবে আরম্ভ কর।

—ম্যাট্রিক দিয়েই দলে ঢুকে পড়লেম। দেশের জন্য প্রাণ দিতে পারি—ভাবতেই গা শিউরে উঠলো—বিধবা মার দুঃখ আর মনে থাকল

না। সাধারণের চাইতে আমি অনেক বড়—এ ধারণা জন্মাতে বেশী দেরী হ'ল না। তারা হাতে গুজে দিল রিভলবার, বলল—যাও, ডাক লুঠতে। আমরা ছিলেম তিনজন—তিনজনই ছেলেমানুষ—ছেলে-মানুষের মত ডাক লুঠ হ'ল। লুঠের মাল নিয়ে ধান ক্ষেতে নেমে পড়লেম—বিরাট ধানক্ষেতের ওপারে যে রাস্তা—ওই রাস্তা দিয়ে পালাবার নির্দ্দেশ ছিল। ধান ক্ষেতে নেমেই বুঝলেম ভুল হয়েছে—কাদা আর জল ঠেলে এগুতে পারা যায়না। এদিকে গ্রামবাসীদের রাজভক্তি তীব্র হ'য়ে উঠল; তারা হৈ হৈ ক'রে ধান ক্ষেতে নেমে পড়ল—একজন গেল দারোগা আর পুলিশ ডাকতে—সেই দিনই থানার দারোগা পুলিশের দল নিয়ে সেই গ্রামে এসেছিলেন একটা ডাকাতি মামলার তদন্ত করতে।

—ঠিক। মনে পড়েছে, খবরের কাগজে তোমাদের এই মামলা পড়তে পড়তে আমি ব'লে ফেলেছিলেম—বাঙালী এত বোকা হয়!

উদয় বলল—আজ তাই ভাবি, বুদ্ধির চাইতে বাহাদুরীই আমাদের বড় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। দেশকে আমরা বই আর কেউ ভালবাসে না—এই অহঙ্কারেই আমরা ডুবছি।

—জল খাবে?

—বার বার আপনি জলের নাম ক'রে আমার পিপাসা বাড়িয়ে দিচ্ছেন—।

সে হাসল। ধীরে ধীরে বলল—এবার আমার কথা কিছু হোক।—আমার নাম সোমনাথ বাঙালী।

—উপাধি?

—উপাধিও জানতে চাও, দেখো প্রণাম কোরো না যেন—আমি বন্দ্যোপাধ্যায়। আমার বয়স চব্বিশ।

—চব্বিশ! মাত্র? তবে আমায় তুমি" বলছেন যে?

—কি জানি! আমি সহজে কাউকে আপনি বলতে পারিনে। তুমি অনায়াসেই আমাকে 'তুমি' বলতে পার।

—না—আপনার চেহারায় এমন একটা সহজ গম্ভীর সৌন্দর্য্য আছে যে আপনাকে সম্মান করতে ইচ্ছে হয়!

সোমনাথ হাসল; বলল—আমি বাদামতলা বোম্ব কেসের আসামী। এর বেশী জানতে কিছু চেওনা ভাই।

উদয় হাঁ ক'রে চেয়ে রইল! তারপর চারদিকে চোরের মত চেয়ে বলল—আপনি বোমা করতে জানেন?

সোমনাথের মুখে হাসিটা লেগেই রইল; বলল,—জানি; সময় হ'লে তোমাকে শিখিয়ে দেব।

উদয় সহসা বলে উঠল—দাদা, এইবার বোধহয় তোমাকে একটা প্রণাম ক'রে ফেলব।

সোমনাথ হা হা ক'রে হেসে উঠল; তারপর বলল—এস, শুয়ে পড়া যাক।

সোমনাথ শুতেই উদয় তার পাশে শুয়ে পড়ল।

বাহিরে একটা গোঙানি শোনা গেল; উদয় মুহূর্ত্তে উঠে বসল। সোমনাথ বলল—ও কিছুনা, শুয়ে পড়—ও একটা পাগল।

—পাগল!

—হ্যাঁ, আমাদেরই একজন; অল্পদিন হ'ল হতভাগা পাগল হ'য়ে গেছে।

—অত্যাচারে বুঝি!

—অত্যাচার কোথায় নাই বল—জেলখানা ত শ্বশুর বাড়ী নয়। গবর্ণমেণ্টকে দোষ আমি দিই না, দোষ আমাদেরই। নেশায় প'ড়ে জেলে আসি, নিজেকে দুঃখ-কষ্টের মধ্যে মানিয়ে নেবার শিক্ষা নাই, শক্তি নাই। না উদয়, গবর্ণমেণ্টের কোন অপরাধ নেই।

—আজ এই প্রথম শুনলেম; নতুন কথার মত শোনাচ্ছে।

সোমনাথ উঠে বসল। একটু উত্তেজিত হ'য়ে বলল—প্রত্যেক দেশেই জেলখানার ইতিহাস এর চেয়ে ভাল নয়। স্বাধীন ভারতেও এর চেয়ে ভাল হবে না। কিন্তু আমরা কাপুরুষ—তাই কষ্টের ভয়ে আমাদের দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দিই ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অপযশ কীর্ত্তন ক'রে। আসলে আমরা এখনও মানুষ হ'য়ে উঠিনি। দেশভক্তি আমাদের হৃদয়ে নেই—আছে মাথায়—। ও দিয়ে মানুষ ভোলান যায়, দেশকে ভোলান যায় না—আত্মাকে ভোলান যায় না। আত্মা তাই আজ প্রতিশোধ নিচ্ছে।

উদয় একদণ্ড চুপ ক'রে থেকে বলল—কিন্তু ওকে যে বাইরে ছেড়ে রেখেছে?

সোমনাথ ঈষৎ হাস্য ক'রে বলল—গোটা ভারতের লোক চরিয়ে খায় গবর্ণমেণ্ট—গবর্ণমেণ্ট জানে ওকে আর ভয় নেই—।

—কিন্তু যাদের গবর্ণমেণ্ট ভয় করে, তারা ওই পাগলকে অবলম্বন ক'রেই সুযোগ খুঁজে নিতে পারে।

—কি কি—কী বললে?—সোমনাথ পাগলের মত উদয়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, তার বুকের উপর ব'সে ক্রোধান্ধ সোমনাথ যেন চাপা গর্জ্জন করতে লাগল—তুমি কে? সত্যি ক'রে বল নইলে খুন ক'রে ফেলব। আমি সোমনাথ—শক্তি আমার অসাধারণ—অজগরের মত পিষে ফেলতে পারি—তুমি গোয়েন্দা—নিশ্চয়ই গোয়েন্দা—।

উদয় সোমনাথের সর্পের মত ক্রূর চোখের দিকে বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল; কোন কথা উচ্চারণ করল না, জোর প্রকাশও করল না—নিশ্চল নিশ্চিন্তভাবে একদৃষ্টে সোমনাথকে লক্ষ্য করতে লাগল—কেমন ক'রে তার মুখমণ্ডলের পেশীগুলো নিস্তেজ হ'য়ে আসতে লাগল—ক্রূর চাহনি সহজ ও চঞ্চল হ'য়ে এল—।

সোমনাথ উদয়কে ছেড়ে উঠে দাঁড়াল—ঘরের মধ্যে দু'একবার পায়চারী করল; তারপর উদয়ের সম্মুখে ব'সে উদয়ের একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলল—উদয়, আমার মনের কথা কি বুঝতে পেরেছ?

উদয় নিশ্চিন্তভাবে বলল—বোধ হয় পেরেছি। প্রতিজ্ঞা করছি—সর্ব্বতোভাবে আপনাকে সাহায্য করব। আপনি দেশের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সন্তান।

—আঃ বাঁচালে ভাই—বলে সোমনাথ শয়ন করল।

ভোরের দিকে কি একটা দুপ-দাপ শব্দে সোমনাথের তন্দ্রা ছুটে গেল। চোখ মেলে তাকিয়ে সে দেখল, উদয় ব্যায়াম অভ্যাস করছে। সোমনাথ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। ওদিক থেকে কে একজন গজ্‌ গজ্‌ করছে—ভাল আপদ এসে জুটেছে—ভোরের সুখনিদ্রাটা একেবারে মাটি ক'রে দিল।

সোমনাথ শুয়ে শুয়েই জিজ্ঞাসা করল—ভায়ার কি এটা বরাবরকার অভ্যেস?

উদয় হেসে বলল,—না, জেলখানায় এসে অভ্যেস। জেলখানার অন্ন মুখে রুচত না—দিন দিন কাহিল হ'য়ে যেতে লাগলেম। শেষে বুঝলেম, ক্ষুধাই আসল—ক্ষুধা থাকলে অন্নের জাত বিচার থাকে না। তা আমি ভালই আছি।

সোমনাথ উঠে বসল, উদয়কে ইঙ্গিতে কাছে ডেকে বলল—তোমায় আমি চিনতে ভুল করিনি। যে জাত পরিস্থিতিকে মানিয়ে

চলে, দুঃখে অত্যাচারে নেতিয়ে পড়ে না—সে জাতের মৃত্যু নেই। কাল কি বন্ধুর ঘুম হয়নি?

—না, ঘুমাতে সাহস হ'ল না। আপনার এই সৌম্য চেহারার অন্তরালে যে একটা হিংস্র লোক বাস করছে সেটা যদি আবার জেগে উঠে! প্রাণকে বড় ভালবাসি, আপনি ঘুমিয়ে পড়লেই দু' গেলাস জল খেয়ে প্রাণ বাঁচাই।

সোমনাথ অপ্রস্তুত না হ'য়ে বলল—আমার সঙ্কল্পে কেউ বাধা দিলেই ক্ষেপে উঠি—তখন আর আমি মানুষ থাকি না।

—সঙ্কল্প! ঠিক বলেছেন ওই সঙ্কল্পটা প্রথমে ধরতে পারিনি। তাই আপনি ঘুমিয়ে পড়লে ভাবতে লাগলেম কী এমন অন্যায় করলেম যার জন্য সোমনাথবাবু আমার সঙ্গে এমন রূঢ় ব্যবহার করলেন! ভয়ে দূরে সরে গিয়েছিলেম, সঙ্কল্পটা ধরতে পেরেই আবার কাছে এসে বসলেম।

সোমনাথ বলতে লাগল—তোমার মত নিজের মনকে যারা বিশ্লেষণ করতে জানে, যারা এমনি করেই নিজেকে তৈরী করতে শেখে; তারা সামান্য নয়—সাধারণের চাইতে তুমি সত্যি বড়।

দু' একজন ক'রে বন্দীরা ততক্ষণ উঠতে আরম্ভ করেছে। তাই দেখে সোমনাথ কথার মোড় ঘোরাল। বলল—উদয়, তুমি প্রাচীর টপ্‌কাতে পার?

উদয় প্রশ্নের গতিপরিবর্ত্তনের ধারা দেখে অবাক না হয়ে পারল না, জিজ্ঞাসা করল—কত উঁচু?

—অন্ততঃ আট হাত!

—অসম্ভব।

সোমনাথ আবার জিজ্ঞাসা করল—লম্বা লাফ ক'হাত পার?

—কোনদিন চেষ্টা করিনি।

—তবে লাফাও।

সোমনাথ উঠে পড়ল; জোর ক'রে কতকগুলো রাজবন্দীকে উঠিয়ে দিয়ে তাদের কম্বলগুলো সরিয়ে দিল; তারপর মেজের একস্থানে একটা কম্বল সরলরেখায় লম্বা ক'রে ফেলে দিয়ে বলল—লাফাও।

উদয় ইতস্ততঃ ক'রে বলল—এত কম পাল্লায় লাফান যায়!

—তা হোক, তুমি লাফাও।

লাফানো পর্ব্ব শেষ হ'লে দেখা গেল, সোমনাথ এক বাঁদর বিশেষ। প্রশংসমান দৃষ্টিতে চেয়ে উদয় জিজ্ঞাসা করল—আপনি ক'হাত উঁচু প্রাচীর লাফিয়ে পার হ'তে পারেন?

—লাফিয়ে নয়; প্রাচীরের গা বেয়ে টপ্‌কে যাওয়া। সেপাইদের প্রাচীর টপ্‌কাবার শিক্ষা দেখেছ? প্রথমে তড়াক্ ক'রে লাফ দিয়ে প্রাচীরের গায়ে এত উঁচুতে গিয়ে পড়তে হবে যেন প্রাচীরের মাথা হাত দিয়ে ধ'রে ফেলা যায়; তারপর প্রাচীরের মাথায় চেপে অন্যদিকে ঝুলে পড়া। শিখবে?

—শিখব।

মেজে থেকে কম্বলটা তুলে নিতে নিতে সে বলতে লাগল—শেখার কিছু নেই—শুধু অভ্যেস—যত অভ্যেস করবে ততই তাড়াতাড়ি হবে। বলতে বলতেই সে কম্বলটা ছাদ লক্ষ্য ক'রে উপরের দিকে নিক্ষেপ করল। কম্বলটা মাটিতে নেমে এল না, কড়িকাঠের একটা লোহার আংটায় আটকে ঝুলতে লাগল। বলল,—একটু নীচু হ'ল—তা হোক—ওই কম্বলটাকে টেনে নামাও।

—অনেকখানি উঁচু, পারা যাবে না।

ব্যাপার দেখে একে একে অনেকে জুটে গেল; বলাবলি করতে লাগল—এ আর শক্ত কি, এক লাফেই মেরে দেব।

সোমনাথ বলল—দেখছ উদয়, সবাই পারে—চেষ্টা কর।

উদয় লাফ দিয়ে অকৃতকার্য্য হ'ল। আরও কয়েকবার চেষ্টা করেও সে সুবিধা করতে পারল না। তখন একটা প্রতিযোগিতার সাড়া প'ড়ে গেল কিন্তু সকলেই ব্যর্থ হ'ল।

উদয় বলল—সোমনাথবাবু, আপনি?

সোমনাথ মুচকি হাসি হেসে বলল—নিশ্চয়।

অবলীলাক্রমে সোমনাথ কম্বল নামিয়ে আনল।

নিজের অক্ষমতা স্বীকার করায় মনের বিরাটত্ব প্রকাশ পায়—তা সকলের থাকে না। তাই সকলে আলোচনা করতে লাগল—অভ্যেস করলে আমরাও পারি—সোমনাথের অভ্যেস আছে তাই...। উদয় শুধু জিজ্ঞাসা করল—ক'হাত উঁচু প্রাচীর আপনি পার হ'তে পারেন?

—বোধ হয় বার হাত।

—য়্যাঁ—তাহ'লে ত—

উদয় কথা শেষ করতে পারল না, সোমনাথ একেবারে গর্জ্জন ক'রে বলে উঠল—বাস্, চুপ।

সকলে চমকে উঠল, সোমনাথের এ প্রকৃতির সঙ্গে তাদের পরিচয় নেই—তাই তারা বিস্মিত হ'ল। উদয় একেবারে থতমত খেয়ে গেল; নিজের অসাবধানতায় অপ্রস্তুতও হ'ল; তাড়াতাড়ি নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে হেসে বলল—এইরে—ভেতরের মানুষটা বুঝি জেগেছে।

সোমনাথ হা হা ক'রে হেসে উঠল। সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। এক মুহূর্ত্তের মধ্যে যে কারো ভাবপ্রবণতা প্রান্ত হ'তে প্রান্ত অবধি বিদ্যুৎপ্রবাহের মত প্রবাহিত হ'তে পারে তা কল্পনা করা যায় না। প্রচণ্ড ক্রোধ থেকে প্রাণখোলা হাস্যরসে ফিরে যেতে যার একদণ্ড দেরী হয় না—মনের উপর এই অসামান্য প্রভুত্বে উদয় একেবারে বিমুগ্ধ হ'য়ে গেল।

সোমনাথ উদয়ের পিঠ চাপড়ে বলল—বাহিরে রক্ষীদল এসেছে—

আমাদের তদারক করতে। যে যার নিজের কাজে যাওয়া যা'ক।

এরপর সোমনাথের কাছে উদয়ের শিক্ষা আরম্ভ হ'ল—। মন দিয়ে শিখছে সে, কেমন ক'রে প্রাচীরের গা বেয়ে পার হওয়া যায়। লাফ দিয়ে সে দেওয়ালের গায়ে প'ড়ে সঙ্গে সঙ্গে হাতদুটো উঁচু ক'রে দেওয়ালে নখের আঁচড় দিয়ে চিহ্ন রাখে; সেই চিহ্ন রোজ মিলিয়ে দেখে উন্নতি হচ্ছে কিনা। লম্বা লাফ দিতে অভ্যেস করছে। আজকাল এই ব্যায়াম নিয়েই সে আছে—ডন্ বঠকি একদম ছেড়ে দিয়েছে। রাত্রে সকলে ঘুমালে তার মানসিক শিক্ষা আরম্ভ হয়। কত আলোচনা, কত উত্তেজনা, কত আশা, কত মধুর কল্পনা-বিলাস। দেশকে সে আর কিইবা ভালবাসত—সে ভালবাসায় দানা বাঁধেনি—শুধু একটা আল্‌গা হাল্‌কা আনন্দ সে অনুভব করত। আজ সে বুঝেছে, দেশের জন্য মরতে পাওয়ায় কত আনন্দ, মরা কত সহজ! দেশকে ভালবাসায় কত তৃপ্তি, কত উন্মাদনা! এক এক সময় দেশের জন্য তার কান্না আসে—বিকলাঙ্গ অসহায় সন্তানের জন্য মা যেমন কাঁদে।

উদয়ের ভারি আশ্চর্য্য লাগে সোমনাথের ইংরাজ-প্রীতি দেখে। সোমনাথ কখন ইংরাজদের নিন্দা করে না অথচ সোমনাথের মত এত বড় শত্রু ইংরাজগবর্ণমেণ্টের আর কটাই বা আছে! কথায় কথায় ইংরাজদের উপর তার শ্রদ্ধা ঝ'রে পড়ে। সোমনাথ বলে—ইংরাজদের ছোট ক'রে, তাদের অপমান ক'রে নিজেদের বড় করা যায় না। ইতিহাস আলোচনা ক'রে দেখ—দেশপ্রেম ব'লে কোন কথা ভারতবাসী জানত না। ইংরাজ আসবার আগে মাত্র দুটি দেশপ্রেমিক ভারতবর্ষে জন্মেছিলেন—প্রতাপসিংহ ও শিবাজী। বাংলা-দেশে বার ভূঁইয়াদের কয়েকজনের মধ্যে বরং দেশপ্রেমের অঙ্কুর দেখা যায়। মীরজাফরকে ছোট করবার জন্য সিরাজদ্দৌল্লার দেশ-

প্রেমের পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা বাতুলতা। আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতা পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কিছু নতুন নয় কিন্তু সেই অপরাধে কখন কোন দেশ স্বাধীনতা হারিয়েছে এমন কথা শুনেছ কি? ইংরাজের শক্তি তখন কতটুকু। মীরজাফরের সৈন্যবলের কাছে ইংরাজ ফুৎকারে উড়ে যায়। আসলে দেশপ্রেম সম্বন্ধে কারো কোন ধারণা ছিল না। বাঙালীর সেটা নৈতিক, মানসিক, শারীরিক, জ্ঞান ও বুদ্ধির চরম অবনতির যুগ। দেশপ্রেমের স্বরূপ, তার মর্য্যাদা, আমরা বুঝতে শিখেছি উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরাজের কাছ হ'তে—সে জাত আমার নমস্য।

উদয়েরও কিছু পড়াশুনা আছে। কিন্তু যা সে পড়েছে সোমনাথ একেবারে তার বিপরীত কথা বলে—তার যুক্তির কাছে উদয়ের বিদ্যা থই পায় না। আন্দামানে বহু রাজবন্দীর সাথে তার আলাপ হয়েছে—ইংরাজের প্রতি তাদের সকলের কী আন্তরিক ঘৃণা! সোমনাথ বলে—বাহুবলে বুদ্ধিবলে ইংরাজ যা অধিকার করেছে—তা শাসন করবার ন্যায্য দাবী ইংরাজদেরই—শাসনপদ্ধতি যতই আপত্তিজনক হোক না কেন। ক্ষমতা থাকে ভারতবাসী তা পুনরুদ্ধার করুক। ইংরাজদের ঘৃণা ক'রে মনের তৃপ্তি আসতে পারে কিন্তু দেশ স্বাধীন কোনকালে হবে না। দেশকে স্বাধীন করতে হলে নিজেদের তৈরী করতে হবে ইংরাজকেই আদর্শ ক'রে।

উদয় এতদিন যত্ন ক'রে ইংরাজদের ঘৃণা করতে শিখেছে। আবার সে ভাল ক'রে বিচার করতে বসল—কৈ তাদের ত কোন গুণই নেই—তুলনায় ইংরাজদের চাইতে তারা কত নগণ্য। এই যে এখানে এতগুলো রাজবন্দী আছে—আন্দামানে যারা ছিল—তাদের ক'জনাই বা দেশকে সত্যিকার ভালবাসে! দেশের জন্য সত্যিকার দরদ কয়জনেরই বা আছে? বেশীর ভাগ ছেলেই তো খেয়ালের বশে,

যশের লোভে হৈ হৈ করেছে। সোমনাথ বলে—সত্যিকার দেশপ্রেমে কারাবরণ করলে কারো মন ভাঙে না, প্রাণ কাঁদে না; বরং অপরূপ তৃপ্তিতে প্রাণ মন ভ'রে যায়—যা এখন কংগ্রেস-সেবকদের হয়। রাজবন্দীদের অধিকাংশ জেলে এসে আরামপ্রিয়, অকর্ম্মণ্য ও আড্ডাপ্রিয় হয়; কয়েকজন একেবারে আশাশূন্য হতাশ নির্জ্জীব জরাজীর্ণ নতুবা উন্মাদ হ'য়ে যায়। আর কিছু মেধাবী ছেলে পাণ্ডিত্য অর্জ্জন ক'রে, হয় সন্ন্যাসী নয় বশিষ্ঠ হয়। জ্ঞান উদয়, জেলখানা হচ্ছে আমাদের সাধনার স্থান, ভবিষ্যতের জন্য শক্তি সঞ্চয়ের আখড়া—অত্যাচার অবিচার স'য়ে স'য়ে কঠোর ও রুদ্র হওয়ার পীঠস্থান। উদয়, আমরা অল্পেতে ভেঙে পড়ি—শান্তিপ্রিয়তা আমাদের হাড়ের মজ্জা দূষিত ক'রে দিল।

উদয় সোমনাথের কথার প্রতিধ্বনি করতে থাকে—ইংরাজদের ভালবাসতে হবে, তবেই তাদের গুণগুলো আমাদের চোখে পড়বে—তবেই আমরা তাদের আদর্শে ধীরে ধীরে মানুষ হ'য়ে উঠব।

ভাবতে ভাবতে রাত্রিশেষে উদয় ঘুমিয়ে পড়ে।

তিন

শ্যামবাজারের দিকে সুমথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরাট বাড়ী। অবস্থা এত ভাল যে তিনি নিজেই রসিকতা ক'রে বলেন—টাকাগুলোয় ঘুণ ধ'রে যাচ্ছে—শীগ্‌গীরই উড়তে শিখতে হবে। অবশ্য এসব কথা তাঁর স্ত্রী সবিতাকে চটাবার জন্য বলেন। সবিতা উত্তরে বলেন—শিখে দেখ না—বাড়ীতে ঢুকতে দেব না।

বেশী বয়সে সবিতার এক পুত্র হয়; বেশী বয়সের পুত্র ব'লেই হোক, কি একমাত্র সন্তান ব'লেই হোক সোমনাথের আদরের সীমা থাকল না। পিতার বংশধারা অক্ষুণ্ণ থাকল ব'লে সুমথবাবুর বিধবা দিদি পূজা পর্ব্বাদির অনুষ্ঠানে সীমা ছাড়িয়ে গেলেন। সোমনাথের আদর-যত্ন নিয়ে তার মা ও পিসীর ভিতর পাল্লাপাল্লি চলতে লাগল—ক্রমে তা রেষারেষি ও মন কষাকষিতে দাঁড়িয়ে গেল। সবিতা সোমনাথকে এমনভাবে আঁকড়ে ধরলেন যে কেউ আর তার ধারের কাছে এগুতে পারল না। আনন্দ ও নিরানন্দ এমনি পাশাপাশি বাস করে।

সুমথবাবু স্ত্রীকে বলেন—ছেলেকে নিয়ে এত মেতে রয়েছ, তোমার যে পাত্তা পাবার উপায় নেই। আমি বানের জলে ভেসে এসেছি নাকি?

সবিতা বলেন—ছেলেকে হিংসা করছ—তোমার লজ্জা করে না! তারপর স্বামীর গলা জড়িয়ে ধ'রে বলেন—ছেলেকে আদর করি—সে তোমার ভালবাসারই রূপান্তর!

সুমথবাবু হেসে বলেন—বটে, আজকাল নভেল পড়ছ নাকি?

সবিতা বলেন—তা পড়তে হয় বৈকি। ছেলে যখন বড় হবে, মানুষ হবে, তখন যে ভাববে মা আমার একেবারে গো-মুখ্য—তা সহ্য হবে না।

সুমথবাবু ঠাট্টা ক'রে বলেন—ছেলে বড় হবে সন্দেহ নাই, কিন্তু মানুষ হবে কিনা সন্দেহ। যে আদরের ঘটা তাতে মানুষ আর হতে হবে না—হবে অমানুষ, হবে নাড়ুগোপাল।

সবিতার প্রায় কান্না আসে, বলেন—তুমি আশীর্ব্বাদ কর—দেখ, আমি ঠিক তাকে মানুষ ক'রে তুলব। আমার ছেলে অমানুষ হবে—এ আমার সইবে না।

সোমনাথের বয়স এখন গোটা একুশ—ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীতে ইংরাজী ভাষা নিয়ে পড়ছে। ভাল ছেলে ব'লে বিশ্ববিদ্যালয়ে তার সুনাম

যথেষ্ট। এদিক থেকে সে মানুষ হয়েছে সত্য কিন্তু সংসারের দিক থেকে বিচার করলে সুমথবাবুর ভাষায় তাকে নাড়ুগোপাল ভিন্ন অন্য আখ্যা দেওয়া যায় না। নেহাৎ গোবেচারী মুখচোরা সরল ভাল ছেলে—সিনেমা দেখে না, মিথ্যা কথা বলে না, ঠাট্টা করতে পারে না, কেউ তাকে ঠাট্টা করলে হয় অভিমান করে, নয় তার কান্না পায়। শৈশব পার হ'ল, কৈশোর পার হ'ল—এত যে চিত্তচাঞ্চল্য যৌবন এল, তবু কোন খেলাধূলা রঙ্গরসে সে যোগদান করেনি। মা পিসি ছাড়া অন্য নারী দেখলে সে সাহস ক'রে চোখে চোখে চাইতে পারে না। সোমনাথের কাছে গোটা জগতই হচ্ছে তার মা—মাই তাঁর নিকট জগৎ।

সেদিন সুমথবাবু দুপুরের নিদ্রা শেষ ক'রে মাত্র উঠে বসেছেন, সবিতা এসে কাছে বসলেন। সুমথবাবু একটু বিস্মিত হ'য়ে বললেন—হঠাৎ! তারপরই বলে উঠলেন—মুখটা ভার ভার লাগছে যেন!

সবিতা বললেন—খোকা এখনও কলেজ থেকে ফেরেনি—এত দেরী ত করে না কোনদিন!

—তার জন্য অত ভাবনা কেন—বোধ হয় সিনেমায় গেছে।

সবিতা বললেন—সিনেমায় সে কখন যায় না।

সুমথবাবু বিস্মিত হ'য়ে বললেন—বল কি! আমি যে এখনও সপ্তাহে অন্ততঃ একবার সিনেমায় না গিয়ে পারি না। তুমিও ত আমার সঙ্গে ছবি না দেখেছ এমন নয়।

—সেইজন্যই বারণ করেছি—মেয়ে পুরুষে জড়াজড়ি, চুমু খাওয়া-খাওয়ি—ছিঃ। বিয়ে হ'লে ওসব দেখবে।

—তুমি ঠিক জান ও তোমার বারণ শোনে?

—নিশ্চয়; খোকা কখন মিথ্যে কথা বলে না।

—কী সর্ব্বনাশ! তবে ত ও ছেলেকে দিয়ে আমার কোন কাজ হবে না!

—কেন ?

—আমি গবর্ণমেণ্ট কনট্রাক্টার—নানা প্রকৃতির লোক আমার হাতে রাখতে হয়—ঘুষ দিতে হয়, ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে বলতে হয়, পার্টিতে মেয়ে আমদানী করতে হয়, মদে চুমুক দিতে হয়, গান শোনার নাম ক'রে বাইজী বাড়ী যেতে হয়—আরও কত কি !

—তা খোকাও শিখবে—। তুমি যেমন সবেতেই আছ অথচ কোনতেই জড়াও না—চরিত্রের সে দৃঢ়তা খোকা তোমার কাছে শিখবে।

—চরিত্রের দৃঢ়তা ! আমার ! সেত তোমার কাছে পাওয়া। যেখানেই যাই, সব সময় তোমার কথা মনে পড়ে—ঘরে তুমি আছ—পবিত্রতার দিকে তোমার ভীষণ লক্ষ্য ; যদি জানতে পার যে আমি কোন নোংরা কাজ করেছি তবে পাশে শুতে দেবে না। সে অপমান কি কম! চরিত্র আমার নেই—একে চরিত্রের দৃঢ়তা বলে না। চরিত্রের দৃঢ়তা কাকে বলে জান ? নির্জ্জন প্রান্তরে সুন্দরী যুবতীকে পেয়ে যে 'মা মা' ব'লে ভাবতে পারে—সেই হচ্ছে চরিত্রবান। আমি তা কোন কালে পারব না। ভাল বৌ পাবার ভাগ্যে ভাগ্যবান তোমার ছেলে নাও হ'তে পারে।

সবিতা শুধু হাসল, কোন কথা বলল না; তারপর স্বামীর কোলে মাথা রেখে শুয়ে বলল—এখন পর্য্যন্ত খোকা আসছে না কেন বলত ?

—আমি বাজি রেখে বলতে পারি খোকা সিনেমায় গেছে।

—বাজি যদি হেরে যাও—কি দেবে ?

—কি চাই বল—গয়না ?

—গয়না দিয়ে কি করব—ও আমার অনেক আছে। যা চাই তা দেবে ?

—চেষ্টা করব।

—সত্যিকারের চেষ্টা ত ?

—হ্যাঁ, সত্যিকারের।

—দেখ, তুমি বিকেল চারটেয় বেরোও, ফেরো রাত্রি এগারটা কোন কোন দিন বারটা। তোমার সঙ্গ পাওয়াই মুস্কিল। আজ আমার ভারি ইচ্ছা করছে—তোমার কাছে কাছে থাকি। চল না, আজ আমাকে নিয়ে বেড়িয়ে আসবে।

—এ আর শক্ত কি। এখনই ফোনে সব এন্‌গেজমেণ্ট ক্যান্‌সেল করছি।

—আগে খোকা আসুক।

—উহুঁ, হারি আর জিতি—তোমার ইচ্ছা যখন হ'য়েছে—

—আর একটু পরে—তোমার কোলে অনেকদিন শুইনি।

—রোজ এসে শুলেই পার, তোমার ছেলে বারণ করবে না নিশ্চয়ই।

—ছেলের উপর হিংসা তোমার গেল না—

—তোমার কাণ্ড দেখে ছেলেকে হিংসা করতেও ইচ্ছে যায়।

সিঁড়িতে জুতার শব্দ পাওয়া গেল। সবিতা তাড়াতাড়ি উঠে সংযত হ'য়ে বসল, ডাকল—খোকা !

খোকা বাবার ঘরে এসে ঢুকল।

সবিতা জিজ্ঞাসা করলেন—এত দেরী হ'ল কেনরে ?

—লাইব্রেরীতে বই পড়ছিলেম।

সবিতা স্বামীর দিকে চেয়ে মৃদু হাসলেন। সুমথবাবু তখন প্রশ্ন ক'রতে লাগলেন—আচ্ছা খোকা, তুমি কোনদিন সিনেমায় যাওনি ?

—না বাবা ; মা বলেছেন বিয়ে হ'লে বৌ নিয়ে যেতে।

সুমথবাবু স্ত্রীর দিকে তাকালেন—সবিতার মুখে এক অপরূপ তৃপ্তি ফুটে আছে।

—সিনেমায় যাওনা ব'লে কলেজের ছেলেরা তোমায় বিদ্রূপ করে না ?

—না, আমি তেমন ছেলের সঙ্গে মিশি না।

—আমাদের সময় বরং উল্টো হ'ত—ক্ষেপিয়ে তুলত। আজকালকার ছেলেরা দেখছি বদলে গেছে। তোমাকে প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়তে দিলেম—মনে করলেম বড়লোকের বখাটে ছেলেগুলোর সঙ্গে মিশে একটু বখাটে হবে। আচ্ছা, তোমার টাকার দরকার হয় না ?

—সময়ে সময়ে দরকার হ'লে মার কাছে চেয়ে নিই।

—বেশ মোটা টাকার কখন দরকার হয়েছে ?

—না ; যদি দরকার হয় মা'র কাছে চেয়ে নেব।

সবিতা বললেন—দরকারই বা হবে কেন। এসব কথা নিয়ে ছেলের মাথা খারাপ ক'রে দিও না। অবিবেচকের মত টাকা খরচ করা অন্যায়।

—বিবেচনা ক'রে কি আর টাকা খরচ করা যায়! এই যে এত লোক এত টাকা দান ক'রে স্বনামধন্য হয়েছেন—সব সাময়িক উত্তেজনার বশে। টাকার মায়া এমন মায়া যে বিবেচনা করতে গেলেই আঁকড়ে ধরে। তুমি নাকি কখন মিথ্যা কথা বল না খোকা।

—না বাবা, দরকার হয় না। মা বলেন, যারা ভীরু তারাই মিথ্যা কথা বলে।

—দরকার হয় না! তাইত, বড় নতুন কথা। তোমাকে তোমার মা আর কি শিখিয়েছেন ? তোমার মা কি এও শিখিয়েছেন যে বাবার কাছে কিছু চেও না ?

সবিতা তাড়াতাড়ি বললেন—তুই চা না খোকা! বল্ বাবা, আমাকে একটা ভাল বৌ এনে দাও।

সোমনাথ বলল—বৌ দিয়ে আমি কি করব মা—আমি ত বেশ আছি।

সবিতা হেসে বললেন—আচ্ছা, আচ্ছা, তুই যা।

সোমনাথ প্রস্থান করলে সুমথবাবু বললেন—শোন ছেলের কথা—বউ দিয়ে কি করব। আরে আমার এই বয়সে চারটে পাঁচটে বউতেও আপত্তি নেই।

—তবে আমি ম'লে তুমি আবার বিয়ে করবে?

—এই বয়সে! তা তোমার মত পেলে বলা যায় না। কিন্তু তোমার ম'লে ত চলবে না। তোমার এ ছেলের মর্য্যাদা তুমি ছাড়া কেউ বুঝবে না। কিন্তু সে যাক, ঘরে বৌ আনতে চাও?

—এম-এ-পাশ করুক।

—পাশ করবেই। প্রফেসরদের মুখে শুনেছি খোকা এবার ফার্ষ্ট হবে।

সবিতা ধীরে ধীরে আবার স্বামীর কোলে শুয়ে পড়লেন। সুমথবাবু মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন—শুলে যে! খোকাকে খেতে দেবে না?

সবিতা মৃদুস্বরে বললেন—দেখ, এক এক সময় ভাবি, ছেলের বিয়ে তাড়াতাড়ি দিয়ে ফেলি—কী জানি যদি ম'রে যাই।

—এ কথা কেন সবিতা! তুমি ম'লে তোমার ছেলে ত অসহায় হবেই—আমিই কি দাঁড়িয়ে থাকতে পারব?

সবিতা স্বামীর একটা হাত চেপে ধ'রে বললেন—ওগো, আমার সেই বুকের ব্যথাটা—

—বুকের ব্যথাটা! সবিতা, এমন করছ কেন? বল কী হয়েছে?

সবিতা অত্যন্ত ধীরে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন—হ্যাঁ, আজ তিনদিন ধ'রে একটু একটু লেগেই রয়েছে—গ্রাহ্য করিনি। আজ আমি আর পারছিনে—বড় কষ্ট হচ্ছে।

সুমথবাবুর সর্ব্বশরীর থর-থর ক'রে কেঁপে উঠল; তাড়াতাড়ি বালিশের উপর সবিতার মাথা নামিয়ে রেখে তিনি ছুটে বা'র হলেন, চীৎকার ক'রে ডেকে উঠলেন—খোকা, খোকা; দিদি, দিদি।

সেই চীৎকারে সমস্ত বাড়ীটা যেন ত্রাসে কেঁপে উঠল। সোমনাথ ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। সুমথবাবু বলে উঠলেন—খোকা, শীগ্‌গীর মায়ের কাছে যা—তোর মা কেমন করছে।

ওদিক থেকে দিদি বা'র হ'য়ে এলেন; চাকররা নীচে থেকে ছুটে এল, চাকরাণীরা দরজার কাছে আড়াল ক'রে দাঁড়াল। দিদি ভীতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন—কী হয়েছে রে?

—দিদি, সবিতার—সুমথবাবুর কণ্ঠস্বর জড়িয়ে গেল; ব্যস্ত হ'য়ে দিদি বললেন—বুকের সেই ব্যথা নাকি!

হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই ব্যথা—নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট—।

দিদি আতঙ্কে ব'লে উঠলেন—দাঁড়িয়ে আছিস্ কেন হতভাগা—ডাক্তারকে ফোন কর। তোরা এখানে দাঁড়িয়ে দেখছিস কি—ড্রাইভারকে বল্ মটর নিয়ে ডাক্তার নিয়ে আসুক।

চাকরগুলো একসঙ্গে সব নীচে ছুটল। সুমথবাবু তাড়াতাড়ি ফোন করতে গেলেন; দিদি গেলেন সবিতার কাছে।

ফোন ক'রে ফিরে আসতেই দিদি বললেন—য়্যাড্রিনালিন কোরামিন ব্র্যাণ্ডি যা আছে শীগ্‌গির বা'র কর। খোকা, কাউকে জল আনতে বল।

সবিতার নাড়ীর গতি ধীরে ধীরে স্তিমিত হ'য়ে আসছে। উত্তেজক ঔষধেও কোন পরিবর্ত্তন দেখা গেল না। কক্ষের সম্মুখের বারান্দায় সুমথবাবু পাগলের মত ডাক্তারের প্রতীক্ষা করছেন। দিদি ছল-ছল চোখে বা'র হ'য়ে এসে বললেন—যা, তুই একবার বৌর কাছে বস, বউ তোকে ডাকছে।

সুমথবাবু ব'লে উঠলেন—দু' দুবার বাঁচিয়েছি, এবার তিনবার—ওকে বাঁচাও দিদি, ও আমার ঘরের লক্ষ্মী—ও গেলে আমার সর্ব্বনাশ হবে।

সুমথবাবু ঘরে ঢুকতেই সবিতা হাসলেন—কুয়াসাচ্ছন্ন শীতের শেষ-রাত্রির পাণ্ডুর চন্দ্রকিরণের মত। ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন তাঁর মাথা কোলে নিয়ে বসতে। সুমথবাবু অত্যন্ত আদরে তাঁর মাথা কোলের উপর তুলে নিতেই সবিতা তাঁর একটা হাত চেপে ধরলেন।

ডাক্তার এসে পৌঁছিবার আগেই সবিতার নাড়ী স্তব্ধ হ'ল।

চার

প্রলয় শব্দটা সোমনাথ এতদিন শুনেই এসেছে—আজ বুঝল ওটার প্রকৃতি। ভেঙে চূরে লণ্ডভণ্ড ক'রে দেওয়া যদি ওর ধর্ম্ম হয়, তবে এও তাই। একজনের অভাবে কী ক'রে সমস্ত জগৎটার রূপ সোমনাথের কাছে এক লহমায় বদলে গেল—সোমনাথ ব'সে ব'সে তাই ভাবে।

সর্ব্বক্ষণ মনটা হু হু করে; বুকের ভিতর যেন খানিকটা স্থান বায়ুশূণ্য হ'য়ে গেছে—জোরে জোরে দীর্ঘনিঃশ্বাস না নিতে পারলে দম আটকে আসে। পড়াশুনায় স্পৃহা নাই, আনন্দ নাই। ঘরের ভিতর ব'সে থাকলে দু'চোখ বেয়ে খালি অশ্রু নেমে আসে, চেষ্টা ক'রেও সে সামলাতে পারে না।

তার মায়ের ওয়েল পেন্টিং কয়েকদিন হ'ল তার বাবা সামনের দেওয়ালে টানিয়ে দিয়েছেন—ওই দিকে তাকিয়ে তার ব্যথা আরও বেড়ে যায়—মাকে জীবন্ত অবস্থায় পাবার জন্য আকুল হ'য়ে উঠে। বাবাকে কিছুতে জানাতে পারে না যে ছবি দেখে তার কষ্ট বেড়ে যায়।

বাবার দিকেও তাকান যায় না। পাগলের মত ছন্নছাড়ার মত

উচ্ছৃঙ্খলের মত তাঁর চেহারা। অত যে রসিকতাপ্রিয় লোক—রসিকতা আর করতে পারেন না। মাঝে মাঝে ছাড়া ছাড়া এমন কথা বলেন যে বুক ফেটে যায়।

সেদিন রাত্রি বারটার সময় তিনি বাড়ী ফিরে সোজা সোমনাথের ঘরে এসে প্রবেশ করলেন; ছবিটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন—এখনও ঘুমাতে যাওনি খোকা?

—আমি ত রোজই এতক্ষণ পড়ি।

—তোমার মা বেঁচে যখন ছিলেন, তখনও পড়তে?

—হ্যাঁ বাবা, মাও আমার কাছে ব'সে থাকতেন।

—মাও ব'সে থাকতেন! তবে—তবে আমিও ব'সে থাকব।

—না, আমার কোন কষ্ট হয় না।

—খোকা, তোমার মা ব'সে থেকে কী করতেন?

—আমার পড়তে যদি কখন ভাল না লাগত তবে বলতেন—পড় বাবা, ভাল ক'রে পড—তুই মানুষ না হ'লে এ বাড়ীতে আমার সম্মান থাকবে না।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে সুমথবাবু বলতে লাগলেন,—আমি যখন গড়িয়ে গড়িয়েও বি, এ, পাশ করতে পারলেম না; তখন বাবা দুঃখ ক'রে বলেছিলেন—ছেলেটা ত অমানুষ হয়েছে। এমন বৌ ঘরে আনব যাতে নাতিগুলো মানুষ হয়। বাবার সে কথাটা তোমার মায়ের জপমন্ত্র ছিল। বাবা জেনে যেতে পারেন নি তাঁর ছেলেকেও সবিতা কত ভদ্র ক'রে তুলেছিল।

দিদি এসে ঘরে ঢুকলেন, বললেন—খোকা, এবার শুতে যা বাবা।

সুমথবাবু বললেন—দিদি, সুন্দর সৃষ্টি ভগবানের বেশী নয় কিন্তু আমার ঘরেই ভগবান দুটো সুন্দর সৃষ্টি পাঠিয়েছেন। একটা ত গেছে; আর একটিকেও ধ'রে রাখবার মত সুকৃতি আমার নেই।

দিদি ধমক দিয়ে বললেন—চুপ কর হতভাগা, যত সব অকল্যাণ কথা।

সুমথবাবু হেসে বললেন—দিদি, তুমি নিজেই জান আমি কত বড় হতভাগা—তাই আমায় বরাবর হতভাগা বলেই ডাক। তুমি ঠাকুর ঘরে দিনরাত জপ-তপ নিয়ে আছ, তোমার ঠাকুরের কাছে মিনতি জানিও—আমায় যেন তিনি দয়া করেন।

এরপর থেকে সুমথবাবু রোজ রাত নয়টায় ফেরেন। তারপর সোমনাথের পড়ার ঘরের সম্মুখের বারান্দায় ইজি চেয়ারে ব'সে ব'সে প্রতীক্ষা করেন—কখন সোমনাথের পড়া শেষ হয়। সোমনাথ আপত্তি করে, তিনি শোনেন না, বলেন—তোমার মা যে থাকতেন।

তিনমাস হ'ল সবিতা মারা গেছে, তবু সোমনাথ এখনও মনকে সংযত করতে পারেনি। এদিকে পরীক্ষার মাত্র মাস তিনেক বাকী। মা ব'লে গেছেন তাকে মানুষ হ'তে হবে—পরীক্ষায় তাকে ভাল ফল করতেই হবে, নইলে মা'র আত্মা অসুখী হবে। সোমনাথ বুঝতে পারছে—বাড়ীতে সে টিকতে পারছে না। এ বাড়ী যেন তার কাছে ভূতের বাড়ীর মত—অতৃপ্তি অস্বাচ্ছন্দ্য তার প্রাণকে হাঁপিয়ে তুলেছে। তারপর অল্প বয়সের ঝিটা—সময়ে অসময়ে কাজের অছিলায় তার ঘরে এসে ঢোকে—অকারণে দেরী করে—। হয়ত আগেও এমন হ'ত, তার মা তখন কাছে ব'সে থাকতেন, সে অখণ্ড মনযোগে বই পড়ত। আজকাল তার পড়ায় মন নেই ; চোখ তার ঘুরে ঘুরে বেড়ায়—ঝিটা তাই বেশী ক'রে নজরে পড়ে—সে কেমন জানি হ'য়ে যায়, বুক তার দুর-দুর করে। যতক্ষণ ঝি ঘরের ভিতর থাকে, সে চোখ তুলতে পারে না, গভীর মনযোগিতার ভাণ করে—সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন হাঁপাতে থাকে, ঘামে সর্ব্বশরীর ভিজে যায়।

একদিন সন্ধ্যার সময় সে ঘরে এসে সবেমাত্র বই খুলেছে, মনে হ'ল খাটের ওধারে কোণের দিকে কী যেন নড়ছে। তাকিয়ে দেখল ঝি আলমারি খুলে একমনে তার পোষাকের হিসাব মিলাচ্ছে। তার মনে

হ'য়ে গেল তার মাও ওই ঝির সাহায্যে এক একদিন রাত্রে পোষাক মেলাতেন। সর্ব্ববিষয়ে এই ঝিই ছিল তার মায়ের দক্ষিণহস্ত। আজ মা নেই, সে একাই নিঃশব্দে নিঃস্বার্থভাবে তার মায়ের কাজগুলো ক'রে যাচ্ছে। অথচ সে ঝিকেই অপরাধিনী ক'রে নিজেকে সাধু সাজাতে চায়। নিজের মনের দিকে চেয়ে সে ভয়ে কেঁপে উঠল—সেই দণ্ডেই সে মন স্থির ক'রে ফেলল। তাড়াতাড়ি বাইরে এসে চাকরকে ডাক দিল।

চাকর এলে বলল—মটর বা'র করতে বল্; আর এই বইগুলো গাড়ীতে তুলে দে।

চাকর হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইল।

সোমনাথ বলল—হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকিসনে, যা বলছি কর। আর কাল সকালে একটা বড় স্যুটকেসে আমার কাপড়-চোপড় দিয়ে আসবি।

চাকর বই বইতে আরম্ভ করল।

সোমনাথ না তাকালেও বুঝতে পারল, ঝি উঠে দাঁড়িয়েছে; চাকর বা'র হ'য়ে যেতেই সে মৃদুকণ্ঠে বলল—বাবুকে ব'লে না গেলে বাবু পাগল হ'য়ে যাবেন।

সোমনাথ কোন কথা বলল না, একবার তাকিয়ে দেখল ঝি আলমারির দিকে মুখ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু ওই কথায় সে বুঝতে পারল, এ ঝি শুধু ঝি নয়, পরিবারের অন্তর্ভুক্ত।

চাকর ফিরে আসতেই সে বলল—কাপড়-চোপড় নিয়ে তোকে কাল যেতে হবে না, আমিই সকালে এসে বাবার সঙ্গে দেখা করব। বাবাকে বলিস, যেন না ভাবেন। আর—আর কাপড়-চোপড় যেন ঠিক ক'রে রাখা হয়। বুঝলি?

মটরে উঠবার সময় চাকরটাও ড্রাইভারের পাশে এসে বসল। সোমনাথ বলল—তুই কেন?

—বইগুলো বইতে হবে না?

—সে আমি ব্যবস্থা ক'রে নেব। তুই নেমে যা।

—ঠিকানা না বলতে পারলে বাবুকে সামলাবে কে! আমার চাকরি চ'লে যাবে।

সোমনাথ কিছু বলতে পারল না, বুঝলো—এও ঝির কাজ। তার ভয়, পাছে তার বাবা তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন।

সোমনাথ এসে উঠল হ্যারিসন রোডের জেন্‌ট্‌স্ বোর্ডিঙ-এ তার বন্ধুর কাছে। তার বন্ধু একটা ঘর একলাই দখল করেছে। সোমনাথ এখানে এসে শান্তি পেল। কিন্তু রাত্রি প্রায় সাড়ে নয়টার সময় সুমথবাবু এসে হাজির হ'লেন; দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে তিনি কক্ষের ভিতর লক্ষ্য করতে লাগলেন; সোমনাথের মুখ শুকিয়ে গেল, বন্ধু চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বলল - বসুন।

সুমথবাবু বসে ব'ললেন—এইখানেই কি তুমি ভাল থাকবে?

সোমনাথ তাড়াতাড়ি বলল—বাড়ীতে আমি থাকতে পারছিনে, প্রাণ হাঁপিয়ে উঠে, পড়ায় আমি মন বসাতে পারিনে—আমি সব ভুলে থাকতে চাই।

সুমথবাবুর অত্যন্ত কষ্ট হ'ল; বললেন—ভুলে থাকতে চাও। তোমার মাকে কি তুমি ভুলতে পারবে?

সোমনাথের চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল; ধরা গলায় বলল—আমি অন্যমনস্ক থাকতে চাই বাবা, পড়াশুনায় আমি ডুবে যেতে চাই, নইলে—

সুমথবাবু তৎক্ষণাৎ উঠে সোমনাথকে বুকে টেনে নিলেন, পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন—তুমি শান্তি পাও আমারও তাই ইচ্ছে। বেশ, এখানেই থাক।

তারপর সোমনাথের বন্ধুর দিকে চেয়ে বললেন—সোমনাথের বন্ধু তুমি, নিশ্চয়ই খুব সৎ ছেলে, তোমার মঙ্গল হোক। আমার একটা

কথা তোমাদের রাখতে হবে—রবিবারটা সারাদিন তোমরা দুই বন্ধু আমার ওখানে থাকবে—আমায় তোমরা কথা দাও।

বন্ধু তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল—আমরা নিশ্চয়ই থাকব।

সুমথবাবু তখন বললেন—তোমার কাপড়-চোপড় আমি সকালেই পাঠিয়ে দেব; সাবধানে থেকো।

গাড়ীতে উঠে সুমথবাবু একেবারে নেতিয়ে পড়লেন।

পাঁচ

আপাদমস্তক চাদরে আবৃত ক'রে সোমনাথ ঘুমাচ্ছিল। গভীর রাত্রে সে চাদরের খানিক অংশ সরিয়ে দিয়ে মাথাটা সামান্য তুলে খুক-খুক ক'রে কাশল। সেই কাশিতে ওদিকের একটা লোক মাথাটা উচুঁ করতেই সোমনাথ শুয়ে পড়ল। ওদিকের লোকটাও শুয়ে পড়ল, তার বিরাট নাশিকাধ্বনিতে ঘর গম-গম করতে লাগল।

সোমনাথের পাশে উদয় অকাতরে ঘুমাচ্ছে; চাদরের তল দিয়ে সোমনাথ হাত বাড়িয়ে উদয়কে স্পর্শ করতেই ঘুমের মধ্যে উদয় পাশ ফিরে শুল—উদয়ের মাথা সোমনাথের মাথার অত্যন্ত কাছে এসে পড়ল। সোমনাথ তখন ফিস-ফিস ক'রে কথা বলতে লাগল।

সোমনাথ বলল—মাল এসে হাজির হয়েছে।

উদয় জিজ্ঞাসা করল—ছুটোই?

—হ্যাঁ; মামুদের দিদি বোরখার নীচে লুকিয়ে এনেছে। এবার মন দিয়ে শোন কি করতে হবে। মামুদ পাগলটাকে ধ'রে প্রহার করতে থাকবে—তুমি ছুটে গিয়ে দুই ঘুষিতে মামুদকে ভূতলশায়ী

করবে। তারপর লেগে যাবে খণ্ডযুদ্ধ—অনেকটা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সৃষ্টি করা চাই। এই ভাবে সহানুভূতি দিয়ে পাগলটাকে একেবারে মুঠোর ভিতর আনা চাই। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ গবর্ণমেণ্ট পছন্দ করে।

উদয় বলল—আর একটু আস্তে বল, কেউ শুনতে পাবে।

—কোন ভয় নেই, মামুদের নাক গর্জ্জাচ্ছে।

—ওঃ তবে এও তোমারই কাজ!

—চারদিন তোমাকে সময় দিলেম। গবর্ণমেণ্ট পাগল রাখতে চায় না, বদনাম হয়; হয়ত এই সপ্তাহের মধ্যে হরনাথকে ছেড়ে দেবে।

—বুঝেছি, ব'লে যাও।

—উদয়, এ কয়দিন আমার চালচলন লক্ষ্য করেছ?

—হ্যাঁ, বিকেল থেকে মাথা ধরে, সন্ধ্যে হ'তে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে ঘুমোও—রাত্রে কিছু খাও না। মামুদ ও আমার সঙ্গে কথা প্রায় বন্ধ।

—হরনাথকে লক্ষ্য করেছ?

—হ্যাঁ, মাথার চুল ছোট ক'রে ছেঁটে দেওয়া হয়েছে—দাঁড়ি-গোঁফ আরও বড় হয়েছে। আজকাল মাঝে মাঝে ঘরে এসে চেয়ে চেয়ে খাবার ও সিগারেট খায়।

—কাল কামাবার দিন, মাথার যন্ত্রণার জন্য আমার চুল ছোট ক'রে ছেঁটে ফেলা দরকার।

—বুঝেছি।

—উদয়, হরনাথ আমার লোক।

—য়্যাঁ, বল কি দাদা?

—শ্‌স্‌—আজ তিনমাস ধ'রে হরনাথ অভিনয় করছে।

—ধন্য হরনাথ। তবে এসবের দরকার কি! আমারই বা কাজ কি?

—আমাদের মধ্যেও গবর্ণমেণ্টের গোয়েন্দা আছে—তাই এত

সাবধানতা। তারপর হরনাথেরও জেলের বাহিরে যাওয়া দরকার। সুতরাং হরনাথ যে সত্যিকারের পাগল এটা বজায় রাখতেই হবে। তাই তুমি তাকে জোড় ক'রে ব্রোমাইড খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেবে। পুলিশ জানবে, হরনাথ নির্দ্দোষ, তুমিই আমার সঙ্গে চক্রান্ত ক'রে তাকে ব্রোমাইড খাইয়েছ। আর একটা কথা—মামুদ গবর্ণমেণ্টের গোয়েন্দা—

—য়্যাঁ, কী সর্ব্বনাশ— !

—আহা—অভিনয় করছে—। গবর্ণমেণ্ট তাকে তাই ব'লে জানে—তাই ওর কাছ থেকেই সব খবর পাচ্ছি। তুমি যখন ধরা পড়বে—সাবধান মামুদের আসলরূপ যেন গোপন থাকে। তুমিই এ যজ্ঞের হোতা, তুমিই এ যজ্ঞের বলি।

—বুকটা কাঁপছে দাদা—আনন্দে না ভয়ে !

—আনন্দে।

—তাহ'লে ব'লে যাও।

—এ কয়দিনে দেখাতে হবে যে হরনাথ তোমার অত্যন্ত বাধ্য—ভয়ে এবং ভক্তিতে। তারপর আমি যেমন বলেছি, তেমনি করা চাই। তোমাকে বাঁচাতে হবে মামুদকে, মামুদের দিদিকে, এবং হরনাথকে। সমস্তই গোপন ক'রে তোমাকে হ'তে হবে নীলকণ্ঠ।

—বুঝেছি, প্রাণ দেবার এমন সুযোগ আমার আর হবে না।

—হ্যাঁ, যদি প্রাণ যায়, তবে ভাগ্যবান ব'লে মনে ক'র। দেশের জন্য, নেতার জন্য, বৃহৎ কল্যাণের জন্য যে জাতির ছেলেরা অকাতরে প্রাণ দিতে পারে, সে জাতিকে জগৎ ভয় করে। নিরস্ত্র বাঙালী যেভাবে প্রাণকে তুচ্ছ করেছে পরাধীন জাতির তা গৌরব। স্বাধীনতা আসুক, না আসুক—স্বাধীনতার প্রতীক আমরা—আমাদের জয় হোক।

বাহিরে রক্ষীদলের বদলী হবার সময় হ'ল।

দিন পাঁচেক পরে সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে উদয় একদৃষ্টে আকাশের দিকে তাকিয়েছিল; দুপুরটা অসহ্য গরম গেছে—গুমট ভাবটা এখন অবধি আছে—কাল বৈশাখীর ঝড় ও বৃষ্টি আজ হ'লে মন্দ হয় না—আজ সেই দিন।

সোমনাথের কথামত ক্ষেত্র একেবারে তৈরী হ'য়ে গেছে; মামুদের নাক এখনও ফুলে রয়েছে। মামুদ কর্ত্তৃপক্ষের শরণ লওয়ায় রক্ষীর নজর সর্ব্বদাই উদয় ও মামুদের উপর—যে মুহূর্ত্তে মামুদের উপর আক্রমণ হবে সেই মুহূর্ত্তেই রক্ষী ছুটে এসে মামুদকে সাহায্য করবে। উদয় কর্ত্তৃপক্ষের কাছে তার আচরণের কৈফিয়ৎ দিয়ে এসেছে,—মামুদকে তার সন্দেহ হয় পুলিশের লোক ব'লে।

উদয়ের সফলতার উপর সব নির্ভর করছে। ভয়ে আনন্দে, উত্তেজনায়, উৎকণ্ঠায় তার ইন্দ্রিয় একেবারে একাগ্র হ'য়ে আছে। আজ তার মহাপরীক্ষার দিন।

ওই দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে আকাশটা চিরিক দিয়ে উঠল—আসছে, আসছে আশীর্ব্বাদ, শুভ লগ্ন!

সোমনাথ শুয়ে আছে তার সর্ব্বাঙ্গ একটা রঙিন চাদরে ঢাকা। তার পাশে উদয়ের বিছানায় পাগল হরনাথ ঘুমাচ্ছে। উদয় সকলের সামনে তাকে মার-ধর ক'রে, কখনও আদর ক'রে খাইয়েছে, তারপর জোড় ক'রে শুইয়ে দিয়েছে।

সন্ধ্যে হ'তেই উদয় রাজবন্দীদের দলে গিয়ে মিশল। তারপর কথায় কথায় আলোচনার স্রোত ঘুরিয়ে দিল ভুতের গল্পের দিকে। দেখতে দেখতে সবাই ঘন হ'য়ে বসল, সকলেই আগ্রহে স্থান কাল ভুলে গেল। মামুদ কোন্ সময়ে উঠে গেল কেউ তা লক্ষ্য করেনি; উদয়ের নজর সে এড়াতে পারল না। সে বুঝল নাটকের যবনিকা উঠল।

মামুদ চোরের মত পা টিপে রক্ষীর দিকে এগিয়ে গেল, তারপর

মৃদু ফুৎকার-ধ্বনি করল। সে শব্দ রাজবন্দীদের কানে গেল না বটে, কিন্তু রক্ষী সে শব্দ শুনে কাছে এল। ওটা রক্ষীকে ইঙ্গিত করবার সংকেত। মামুদ তখন রক্ষীকে বোঝাতে লাগল যে রাজবন্দীরা কি যেন পরামর্শ করছে; সে লুকিয়ে শুনতে যাবে, যদি ওরা মারধর করে তবে সে যেন তৎক্ষণাৎ সাহায্য করতে যায়।

মামুদের সে সঙ্কেতধ্বনি শুধু রক্ষীর জন্যই নয়। সোমনাথ ও হরনাথ উভয়েই চোখ খুলে দেখল, মামুদ এমনভাবে তাদের আড়াল ক'রে দাঁড়িয়ে আছে যে, রক্ষীকে দেখা যায় না। ওদিকে মাঝখানে কতকগুলো কাপড় টানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ফলে রাজবন্দীরাও আড়ালে প'ড়ে গেছে, এটা উদয়ের সাম্প্রতিক ব্যবস্থা।

মুহূর্ত্তের মধ্যে সোমনাথ ও হরনাথ পরস্পর স্থান পরিবর্ত্তন ক'রে শুয়ে পড়ল। হরনাথ রঙিন চাদরে আপাদমস্তক আবৃত করতে ভুলল না। সোমনাথ বাহুদ্বারা চোখ আবৃত ক'রে কাৎ হয়ে শুয়ে রইল; গোঁফদাড়ি সমাচ্ছন্ন মুখমণ্ডলের কিঞ্চিৎ বাহুর ফাঁক দিয়ে দেখা যায়।

মামুদ চোরের মত সন্তর্পণে ফিরে আসতেই উদয় হুঙ্কার দিয়ে ব'লে উঠল—বেটা স্পাই, চোরের মত লুকিয়ে লুকিয়ে পাহারাওয়ালার কাছে কী ব'লে এলি বল, নইলে তোকে আজ সাবাড় ক'রে ফেলব।

মামুদ চীৎকার ক'রে বলে উঠল—চুপ কর কাফের—টুঁটি টিপে মেরে ফেলব।

ইহার পর বিদ্যুৎগতিতে উভয়ে উভয়কে আক্রমণ করল—; ঘরের ভিতর হট্টগোল, মারামারি চীৎকার প'ড়ে গেল।

বাহিরেও কাল বৈশাখীর তাণ্ডব আরম্ভ হয়েছে। ঝড়ের প্রকোপে চারদিকে নানাপ্রকারের বিভৎস শব্দলীলা—আকাশে মেঘের পর মেঘ গড়াগড়ি খাচ্ছে; তারপর প্রচণ্ড পরাক্রমে বৃষ্টি নেমে এল। গাছের সঙ্গে ঝড় ও জলের সে এক বিপর্য্যয় মাতামাতি।

রক্ষী কিছুক্ষণ চীৎকার ক'রে কোন ফল হ'ল না দেখে তালা খুলে ভিতরে প্রবেশ করল এবং দুই লাফে তাদের মধ্যে গিয়ে পড়ল। বন্দুকের কুঁদো চালিয়ে সে পথ পরিষ্কার ক'রে এগিয়ে গেল।

সোমনাথ তড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠে সোজা বাহিরের দিকে চলল—চলবার সময় সে পাগল হরনাথের ভঙ্গি অনুকরণ করল।

বাহিরে এসে দেখে ঝড় বৃষ্টির প্রকোপ সমানে চলেছে—সে দ্রুত উত্তর দিকে চলল। এমনভাবে অন্ধকার রাত্রের সঙ্গে তার পরিচয় অনেক দিন নাই; আকাশের ঝড়, মেঘের জল তাঁর কাছে আজ প্রিয় ও বন্ধুর মত। তার মনে হ'ল সে মুক্তি পেয়ে গেছে, আর তাকে ধ'রে রাখতে পারে হেন লোক কেহ এখানে নেই। উল্লাসে সে প্রায় শব্দ ক'রে উঠেছিল—সে দ্রুত উত্তর দিকে চলল।

কে একজন সর্ব্বাঙ্গে বর্ষাতি এঁটে, লণ্ঠন হাতে মাথা নীচু ক'রে ছুটে যাচ্ছে—দু-একবার পড়তে পড়তে সামলে নিল, ওদিকের আলো-গুলোর জোর বেশী—বাহিরে যে ছটা এসে পড়ছে সোমনাথ তাও এড়িয়ে চলল।

সোমনাথ হরনাথের কাছে জেনে নিয়েছে কোন্ দিকে গেলে সুবিধা হয়—কোন্ স্থান দিয়ে গেলে রক্ষীদের ভয়টা কম থাকে। কিন্তু আজ ঝড় বৃষ্টিতে অত সাবধান হবার প্রয়োজন নেই।

কিন্তু প্রাচীর আজ ভিজে। হোক ভিজে, আজ সে মরিয়া। হঠাৎ তার খেয়াল হ'ল—হরনাথ কথায় কথায় বলেছিল জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সখের বাগানে বেড়া দেবার জন্য বাঁশ এসেছে। দুটো গিটওয়ালা বাঁশ তার চাই—সামান্য জিনিষ আজ তাকে অসামান্য সাহায্য করবে।

এরপর প্রাচীরের উপর উঠতে তার বিশেষ কষ্ট হয়নি। প্রাচীরের

উপর উঠবার আগেই সে পা দিয়ে ঠেলে বাঁশটা ফেলে দেয়। তারপর ওধারে ঝুলে পড়তে সোমনাথ এতটুকু দেরী করল না—ঝুপ ক'রে একটা শব্দ ছাড়া আর কিছুই বোঝা গেল না। সে শব্দের ঢেউ কোথাও পৌছল না।

ছয়

যে পথটা সোজা তেজগাঁ গিয়েছে—ওই পথই হ'ল সোমনাথের লক্ষ্য। সে ছুটে চলল ঝড় জলের মধ্যে। আশ্চর্য্য, যখন কেউ পথ চলতে সাহস করে না, তখন ওদের পথচলা সুরু হয়; যখন সকলের অসুবিধে, ওদের সুবিধার সূত্রপাত হয় তখনই।

আজ রাত্রের মধ্যেই তাকে অনেক দুর এগিয়ে যেতে হবে; কালকের মধ্যে গোটা ভারতের সর্ব্বত্র তার নামে হুলিয়া বেরিয়ে যাবে। তারপরই রাস্তা-ঘাটে, ট্রেণে-ষ্টীমারে সর্ব্বত্র গোয়েন্দার সন্দিগ্ধ চোখ—। এই বিভাগের মত হুঁসিয়ার ও কার্য্যদক্ষ বিভাগ গবর্ণমেণ্টের একটাও নেই—অন্ততঃ সোমনাথের তাই ধারণা।

প্রকৃতির দুর্যোগ থাকতে থাকতে তেজগাঁ ষ্টেশনে পৌছতে হবে। ঢাকা ষ্টেশনে যেতে তার সাহস নেই; গেলে কষ্ট কম হ'ত বটে কিন্তু ঝুঁকি আছে—বলা যায় না, জেলখানায় এতক্ষণ হয়ত বা প্রকাশ হ'য়ে পড়ল। অযথা ঝুঁকি নিতে সে রাজী নয়, কষ্টকে সে গ্রাহ্য করেনা বরং কষ্টতেই তার মনের দৃঢ়তা বেড়ে যায়। না, তেজগাঁ ষ্টেশনেই ভাল—বড় জোর ছয়সাত মাইল হাঁটতে হবে, না হয় ঘণ্টা দুই সময় লাগবে—অন্ধকারের মধ্যে, বৃষ্টির ছাটে, পিচ্ছল রাস্তায় উন্মত্ত বায়ুর সঙ্গে লড়াই ক'রে

চলতে হচ্ছে—হ্যাঁ ঘণ্টা দুই আড়াই সময় লাগবে। তা লাগুক, রাত্রি দেড়টায় ট্রেণ।

সোমনাথ যে চলেছে তা কারো বুঝবার উপায় নেই। অন্ধকারের মধ্যে একেবারে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেছে; সূক্ষ্ম বৃষ্টিকণা বায়ুর তাড়নায় যে কুয়াসাঘোর সৃষ্টি করেছে—একমাত্র সোমনাথই তা উপভোগ করছে—অজ্ঞাত রহস্যময়ী সম্মুখের উন্মুক্ত সহরপ্রান্ত—কি এক মাদকতায় সে সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছে।

অস্পষ্ট একটা বাঁশীর সুমিষ্ট স্বর মাঝে মাঝে ভেসে আসে। এই মাতাল রাত্রে কার প্রাণে এমন উন্মনা নাচন লেগেছে? ওই বাঁশীর ডাক কার কাণে ঠিক সুরটী বাজাবে? ওকি শুধুই খেয়ালের আনন্দ!

সোমনাথ ওই সুর শুনে রাস্তা বদলাল।

পথের ধারে একটা বিরাট গাছের তলে দাঁড়িয়ে বাঁশীর সাধনা চলছিল যার—সে এইমাত্র চুপ করল। সোমনাথ মুখের মধ্যে আঙ্গুল পুরে একটা তীব্র শীষ দিল। গাছের তল হ'তেও একটা শীষ-ধ্বনি হ'ল।

মিনিট কয়েকপরেই সোমনাথ সেখানে এসে হাজির হ'ল।

বংশীবাদক বললে—ভগবানের মঙ্গল হোক—তুমি এসেছ? O. K?

—সব O. K. বিপ্লববাদীর জয় হোক। জিনিষপত্র?

—হ্যাঁ ঠিক আছে; বর্ষাতি নেবে?

—না, ভিজতে ভাল লাগছে। চল।

দুজনে হাঁটতে লাগল। বংশীবাদকের গায়ে বর্ষাতি; ভিতরের পুষ্ট হ্যাভারস্যাকটার অস্তিত্ব উপর থেকেও বোঝা যায়।

—বাঁশী বাজাও—যেন দিগ্‌বিজয়ে বেরিয়েছি—এমনি।

তথাস্তু।

ক্রোশখানেক যাওয়ার পর হঠাৎ সোমনাথ বাঁশীটা চেপে ধরল! চমকে উঠে সঙ্গী বলল—কী হ'ল?

—সামনে তাকাও।

—আলো নিয়ে কারা আসছে। —তা আস্থক না।

—না ; কোন সাক্ষ্য রাখা হবে না। পিছু হাঁট।

—পিছনে !

হ্যাঁ, এইমাত্র একটা ছোট সাঁকো পার হ'য়ে এসেছি ; সেখানে লুকাতে হবে।

—পথের থেকে নীচে নামলেই জল ও কাদা হবে।

—অতি অবান্তর এ যুক্তি—এস।

কয়েকজন মুসলমান চাষী সহরের দিকে চ'লে গেল।

রাস্তায় এসে উঠে সোমনাথ বলল—তুমি জান না কাশী, ইংরাজের কী ভীষণ গোঁ। জেল থেকে কেউ পালালে ওরা মনে মনে বাহবা দেয়, ভিতরে ভিতরে তাকে খুঁজে বার করবার জন্য কী বিপুল এবং নিখুঁৎ আয়োজন। ভারতের আর উদ্ধার নাই—বড় শক্ত পাল্লায় পড়েছি আমরা। কংগ্রেস ছাড়া এ জাতকে জব্দ করতে আর কেউ পারবে না। ধন্য মহাত্মাজী—তিনি স্বাধীনতাও চান, এদের বন্ধুত্বও চান।

—তোমার পথ ছেড়ে দিয়ে তবে কংগ্রেসে যোগ দাও না কেন ? আরতিও বলছিল এপথে কিছু হবে না।

—আরতিকে ধন্যবাদ জানিও—মামুদের দিদির অভিনয় চমৎকার—বড় সাহসী মেয়ে।

—মামুদের দিদি সেজে ও আর থাকতে পারবে না জানিয়েছে। আমিই বা কাসিমরূপে কতদিন ওর স্বামীত্ব করব—মুসলমানরা জানতে পারলে মুসলমান পাড়ায় থাকা বার ক'রে দেবে।

—আরতির সত্যিকার স্বামী হ'তে চাও ?

—এমন সাধ হওয়া কি অন্যায় !

—সাধ ত আমারও হয় কিন্তু আরতির মত থাকা চাই ত? সে গ্র্যাজুয়েট, গানে নাচে সেলাইয়ে কথাবার্তায় হাসি ঠাট্টায়—সাহসে, অভিনয়ে চটুল চাহনিতে—কত বলব—! ভগবান ওকে রূপ দেননি ব'লে মনে কবনা তাকে বিয়ে করবার লোকের অভাব হবে। তোমার আমার কি আছে কাশী?

—যদি আরতির মত করতে পারি?

—এত সাহস রাখ! দেখছি এ ক'দিন একসঙ্গে থেকে আরতি তোমার মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে। এই রকম মাথার ব্যামোতে ভুগছে মামুদ।

—ছোঃ ওটা আবার মানুষ!

—পুলিশের অত্যাচারে দু একটা কথা ব'লে ফেলেছিল বটে কিন্তু প্রায়শ্চিত্তও ভাল ভাবে করেছে—ওর সাহায্য ছাড়া কিছুই হোত না। কিন্তু যাকগে; তোমাদের আরও কিছুদিন এই ভাবে থাকতে হবে—অন্ততঃ মাস পাঁচ ছয়। আরতি, আরতিরূপে জেলে উদয়ের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা করবে।

—আরতির পরিচয়?

—আরতি উদয়ের ছোট বেলার সাথি—জেলে না গেলে উদয়ের সাথে বিয়ে হোত।

কাশী চুপ ক'রে থাকল। সোমনাথ হেসে বলল—কী, পছন্দ হচ্ছে না?

—তুমি আমাদের কথাটা কৌশলে এড়িয়ে যাচ্ছ। এর একটা উত্তর আমার দরকার।

—উত্তর না দেওয়াটা যে আমার পক্ষে সুবিধার।

—সুবিধা খুঁজলে দলপতি থাকা যায় না।

—দল কোথায়? আবার যদি দল গড়তে পারি তবেই ত! দেখ

কাশী, মেয়েদেরকে আমি চিনি না, চিনবার্ সময়ও পাইনি। কিন্তু এটা বুঝি দলের সর্ব্বনাশ মেয়েরা আনে না, আনে কতকগুলি স্বার্থপর দুর্ব্বল চরিত্র মেয়ে-পাগলা যুবক। কিন্তু মেয়েরা তাদের ভালবাসতে পারে না। Bernard Shaw পড়েছ? তিনি বলেছেন 'Most women like men who are arrogant bullies.' আরতিকে যদি পেতে চাও, তবে চরিত্র বদলাও।

তেজগাঁ ষ্টেশন দেখা দিয়েছে। জল ঝড় কিছু আগেই কমে গেছে। সোমনাথ বলল—ষ্টেশনে ঢুকবার আগেই কাপড় চোপড় বদলে নিতে হবে। কাশী, অন্ধকারের মত বন্ধু আমাদের আর কেউ নেই।

পোষাক বদলালে সোমনাথকে দেখতে লাগল সমৃদ্ধশালী মুসলমান ব্যবসাদার। সে হেসে বলল—জগৎটা যে কতবড় নাট্যশালা, তার প্রমাণ পদে পদে পাচ্ছি। জীবনটা এত তুচ্ছ—তা বুঝতে পারছ কাশী!

—তোমার মত পাণ্ডিত্য আমার নেই।

—পাণ্ডিত্য! হা, হা—ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়ারও সৌভাগ্য হয়নি; তার আগেই নেশায় পড়েছি। ট্রেণ আসবার কত দেরী কাশী।

—এখনও সময় আছে। আচ্ছা সোমনাথ, তোমার হৃদয়ে প্রেম বলে কি জিনিষ নেই?

—নইলে দেশকে ভালবাসা যায় না কাশী!

—উঁহু; নারীঘটিত কিছু?

—একবার এক মেয়েকে চুমু খেয়েছিলেম।

—চুমু! মেয়েকে!

—হ্যাঁ, বাজি রেখে।

—বাজি রেখে!

—তখন পনের বছর বয়স—ফার্ষ্ট ক্লাশে পড়ি।

—তারপর!

—ওই অপরাধে স্কুল থেকে বিতাড়িত হলেম।

—তারপর!

—এর পরেও তারপর!

—হ্যাঁ, সেই মেয়েটার কী হল?

—তার ইতিহাস রাখা ত আমার স্বভাব নয়; কিন্তু আমার নিজের ইতিহাস সেদিন থেকে আরম্ভ হ'ল। একদিনে সহরে সাঙ্ঘাতিক ছেলে ব'লে পরিচিত হলেম। বিপ্লবীর দালাল এসে ধ'রে নিয়ে গেল—বিপ্লবের পক্ষে এমন রত্ন নাকি আর হয় না।

ট্রেনে উঠে সোমনাথ বললে—ধন্যবাদ বন্ধু, চেষ্টা কর—আরতি রাজি হ'তে পারে। তবে মেয়েরা বড় খারাপ জাত—নিজেকে বাঁচিয়ে চল। যে ওদের জন্য ডোবে, তাকে ডোবানোই ওদের ধর্ম্ম।

ট্রেণ চলে গেলেও কাশী দাঁড়িয়ে রইল।

সাত

সকাল সাড়ে নয়টার সময় বাহাদুরাবাদ ষ্টীমার ষ্টেশনে নেমেই সোমনাথ বুঝতে পারল—পুলিশের চাঞ্চল্য কিছু বেশী। আশে পাশে সাধারণ পোষাকে গোয়েন্দারা ঘুরে বেড়াচ্ছে, তা অনুমান করা কঠিন নয়। যতক্ষণ মুখে গোঁফ দাড়ি আছে, যতক্ষণ তার ছদ্মবেশ তাদের গোচর না হচ্ছে—ততক্ষণ ভরসা।

ঘণ্টা দেড়েক ষ্টীমারে থাকতে হবে—ওইটাই ভয়ের কথা। দেড়ঘণ্টা ঠায় গোয়েন্দার নজরে থাকতে হবে। অত্যন্ত ভারিক্কি চালে অবস্থাপন্ন মুসলমান ব্যবসাদার ষ্টীমারে উঠলেন।

ষ্টীমারে দু একজন সোমনাথের সঙ্গে আলাপ করবার চেষ্টা করেছিল —তারা গোয়েন্দা নয় বলেই মনে হ'ল। কয়েক জন নিম্নশ্রেণীর মুসলমান তাকে আদাব জানিয়েছে। অদূরে একমনে নদীর দিকে তাকিয়ে চারিদিকের শোভা দেখছে—ওই যুবকটিকে সোমনাথের সন্দেহ হয়। সন্দেহের কোন কারণ এখন পর্য্যন্ত পাওয়া যায়নি। তবে বেলা দশটায় অত্যন্ত নির্লিপ্ত ভাবে নদীর শোভায় মুগ্ধ হওয়া সাধারণ বাঙ্গালীর কাছে অসাধারণ—বিশেষতঃ যৌবনের পক্ষে। ষ্টীমারে তিন চারটি সুন্দরী মেয়ে যাত্রী—যুবকদের নিকট তারাই বেশী আকর্ষণীয়—নদী নয়।

প্রায় সাড়ে এগারটায় ষ্টীমার তিস্তামুখ ঘাটে ভিড়ল। সোমনাথ যাত্রীদের ব্যস্ততা দেখতে লাগল। কৃত্রিম দাড়ি গোঁফের জন্য ভীড় এড়িয়ে চলছে সে। ঘাটে নামল যখন, যুবকটিকে দেখা গেল না। ট্রেণ যখন তিস্তামুখ ছাড়ল, তখনও কাউকে দেখা গেল না। সোমনাথ বুঝল, অন্যায় সন্দেহ করেছে—। যাক্ নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

আরতি যদি ঠিকমত খবর দিয়ে থাকে তবে পার্ব্বতীপুরে কেউ না কেউ আসবে। কথা আছে তার সঙ্গে চাক্ষুষ ইঙ্গিত ছাড়া কোন কথাবার্ত্তা হবে না। ঘণ্টা দুই সেখানে যেমন ক'রে হোক কাটাতে পারলে হয়।

সন্ধ্যা আটটায় পার্ব্বতীপুর ষ্টেশন এল; জংশনে লোকের ভীড় বেশ—দু একটা ইঞ্জিন মাঝে মাঝে সানটিন করছে। প্লাটফরমের উপর পায়চারী করতে করতে সোমনাথ আশে পাশের লোকগুলোকে লক্ষ্য করছে। তার লোকও এসেছে—ছেলেটি প্রায় সামনে এসে পকেট থেকে রুমাল বার ক'রে মাথায় বাঁধল, সোমনাথ ইঙ্গিতে জানিয়ে দিল—সেই বটে। এরপর ছেলেটি তার সামনে আর আসেনি—দূরে দূরেই এর ওর সঙ্গে গল্প ক'রে কাটাল।

রাত্রি সাড়ে নয়টায় ট্রেণ ছাড়ল! রাত্রি দুটোর পর কাটিহার জংশন। এত ঘুরেই সে কলকাতায় যাবে; নচেৎ পুলিশকে ফাঁকি দেওয়া যাবে না। কলকাতায় পুলিশের ভয় বেশী হ'লেও অত বড় সহরে লুকিয়ে থাকার সুযোগ বেশী। এত ক'রেও হয়ত পুলিশের চোখ এড়াতে পারবে না। দু একদিন কলকাতায় থেকে তাই সে পাঞ্জাবে চ'লে যাবে। সেখানে তার ভয় কম।

ট্রেণ আস্তে আস্তে প্লাটফরম ছেড়ে যাচ্ছে; গাড়ীর গতি এখনও বেশী নয়। পেছন থেকে একজন যাত্রী প্রাণপণে ছুটে আসছে—সোমনাথের কক্ষে তার ওঠা চাই। ট্রেণের গতির সঙ্গে সোমনাথের কক্ষের পাশে পাশে ছুটছিল সোমনাথের দলের ছেলেটি—গাড়ীর ভিতরের কোন যাত্রীর সঙ্গে আলাপের ধুয়ো ধ'রে। ধাবমান যাত্রী হাতল ধরতে যাবে এমন সময় সে তার হাত ধ'রে ফেলল—'পাগল হয়েছেন মশাই, মারা যাবেন যে!

—ছাড়ুন—। এক ঝটকায় মুক্ত ক'রে যাত্রী আবার ছুটল। ছেলেটি দুই লাফে তার কাছে গিয়ে পড়ল, তারপর তাকে জাপটে ধ'রে—ফেলল। কয়েকজন কুলি, ভদ্রলোক ছুটে এসে যাত্রীটিকে ধমক, উপদেশ ও বিদ্রূপ করতে লাগল। ট্রেণ ততক্ষণ প্লাটফরম পার হ'য়ে গেল।

সোমনাথ সবই দেখল, তার মুখে মৃদুহাস্য রেখা ফুটে উঠল।

রাত্রি দুটোর সময় কাটিহার জংশনে গাড়ী প্রবেশ করবার পূর্ব্বে দূর সিগনালের নিকট এসে ট্রেণ থেমে গেল; মাত্র দু তিন মিনিট ট্রেণটা দাঁড়িয়েছিল কিন্তু সোমনাথের নিকট এই কয়েক মিনিটের সময় একেবারে অপূর্ব্ব। ট্রেণ চ'লে গেল কিন্তু কেউ জানতে পারল না—একটি মাত্র যাত্রী অন্ধকারে নেমে গেছে। সোমনাথ একবার মনের আনন্দে হেসে নিল।

অন্ধকারের ভিতর দিয়ে এইবার সোমনাথ হাঁটা স্নুরু করল। কাটিহারের দিকে সে গেল না; যে রেল লাইন মালদহ গোদাগারী ঘাটের দিকে গেছে, সেই দিকে চলল। আজ সারা রাত সে হাঁটবে, ভোরের দিকে যে ষ্টেশনে পৌঁছবে, সেই ষ্টেশনের আশে পাশে কোন গ্রামে সে দিনটা কাটাবে। বেলা আড়াইটায় যে ট্রেণটা কাটিহার ছাড়ে—সেই ট্রেণটা ধরাই তার লক্ষ্য।

সোমনাথ একবার প্রাণ খুলে গান গাইবে নাকি? এমন ভাবে ভগবানের সাহায্য সে কোনবারেই পায়নি। ঘটনার এমন সময়োচিত সংঘাত বড় সহজ নয়। শক্তি, সামর্থ্য, কৃতিত্ব, এসব কিছুই নয়—ঘটনার সংঘাতই হচ্ছে আসল। এমন শুভ মূহুর্ত্তে কাজ আরম্ভ করতে হয়, যেন একটার পর একটা ক'রে ঘটনাস্রোত কাজের ধারাকে সমাপ্তি অবধি টেনে নিয়ে যায়—শুভ মূহুর্ত্ত বলে ত তাকেই। এমনি এক শুভক্ষণে কি সে কাজ আরম্ভ করেছে!

ট্রেণে থাকতেই সে পোষাক বদলে নিয়েছে। ঘন গোঁফ দাড়ি আর নেই—এখন আছে তার স্বাভাবিক গোঁফ, সেটাও সে স্নুযোগ মত কামিয়ে ফেলবে। তোয়ালে জড়ানো হাভারস্যাকটা এখন ঘাড়ে ঝুলছে আর তোয়ালে পাজামা ইত্যাদি হাভারস্যাকের উদরে চালান্ গেছে। চটপটে উৎসাহী যুবক সোমনাথ এখন স্বাস্থ্য-প্রাচুর্য্যে দপ্ দপ্ করছে। সে রেল লাইন ধ'রে ক্রমাগত দক্ষিণ দিকে চলেছে।

ভোরের দিকে কি একটা ষ্টেশনে একটা ডাউন মাল গাড়ীর সাক্ষাৎ মিলল; মাল নামিয়ে এইবার ষ্টেশন ছাড়বার উদ্যোগ করছে। বাঙালী গার্ডের নিকট সোমনাথ কেঁদে ফেলল—অর্থাৎ ছল ছল চোখে নিখুঁত অভিনয় করল। এমন নরাধম বাঙালী অল্পই আছে যে মৃত্যুশয্যায় শায়িত মায়ের কথা শুনে বিচলিত না

হয়। বাঙালী জাতটা কর্ত্তব্যের চাপে মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিতে শেখেনি। বরং মনুষ্যত্বের অনুরোধে আইনকানুন ভঙ্গ করতে দ্বিধা বোধ করে না। সোমনাথ সাদরে গার্ডের ঘরে স্থান পেল।

এই হ'ল ঘটনা সংযোগ। একেই বলে শুভক্ষণে যাত্রা।

বেলা প্রায় চারটের সময় মালগাড়ী গোদাগাড়ী ঘাটে পৌছল। অনেক ধন্যবাদ, আন্তরিক প্রশংসাবাদ কিছু বন্ধুত্ব—সব মিলিয়ে সোমনাথ গার্ডকে মুগ্ধ ক'রে দিল।

পদ্মা পার হ'তে হবে। ষ্টীমারের অপেক্ষায় থাকা তার ইচ্ছা নয়। যদি নৌকা না পাওয়া যায় তবে ষ্টীমার ছাড়া গতি নাই। পারিপার্শ্বিকতা তাকে যেমন সাহায্য করছে তাতে নৌকা পাওয়া সম্বন্ধে সে প্রায় নিঃসন্দেহ।

একটা মালবাহী বড় নৌকায় পার হ'য়ে সে যখন লালগোলাঘাটে পৌছল তখন রাত্রি নয়টা। সোমনাথ সেই মুহূর্ত্তেই কৃষ্ণপুর জংশন উদ্দেশে রেল লাইন ধ'রে হাঁটতে আরম্ভ করল। শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই, কষ্টজ্ঞান নাই—সোমনাথ অদ্ভুত দৃঢ়তার সহিত অগ্রসর হ'ল। এতক্ষণ অবধি সে যে পুলিশকে ফাঁকি দিতে পেরেছে, এই ভাবে গভর্ণমেণ্টকে যে সে পরাজিত করেছে—এই আত্মপ্রসাদে তার চোখ মুখ দীপ্ত হ'য়ে উঠেছে।

লালগোলাঘাটে গোয়েন্দা থাকা বিচিত্র নয়। পার্ব্বতীপুরে গোয়েন্দাটা তার গাড়ীতে উঠতে না পেরে নিশ্চয় নানা স্থানে জানিয়েছে! কিন্তু সে যে মালগাড়ীতে এত তাড়াতাড়ি এত দূর চলে আসবে—এ ধারণা করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়—। তারা ট্রেণের অপেক্ষায় থাকবে—ষ্টীমারের জন্য সজাগ থাকবে ফেরী ঘাটে। লালগোলাঘাট হ'তে ট্রেন ছাড়ে রাত দশটার-পর। ওই ট্রেন সে ধরবে কৃষ্ণপুর জংশনে। শিয়ালদহে পৌছবে সকাল সাতটায়।

ভাবতে ভাবতে সে চলেছে। আচ্ছা শিয়ালদহে যদি পুলিশ থাকে! থাকবার কথা নয় তবু যদি…! না 'যদি'র কথাটা ভাবা উচিত। আর একটু সাবধান হওয়া ভাল; নইলে ধরা পড়লে দুঃখ থেকে যাবে।

ভোর প্রায় ছয়টার সময় সোমনাথ নৈহাটীতে নেমে পড়ল। ট্রেনটা যখন ধীরে ধীরে প্লাটফরম ছাড়ছে তখন শেষ কামরা হ'তে সোমনাথ টুপ ক'রে নেমে পড়ল। ওদিকে আর একটা ট্রেণ তখন ছাড়ার মুখে। ওটা ই, আই, আর লাইনে ব্যাণ্ডেল যাবে। ওই ট্রেণ চেপে সে ব্যাণ্ডেল পৌছল।

তখন সকাল সাতটা। প্রায় আধঘণ্টা অন্তর অন্তর এক একটা লোকাল ট্রেণ কলিকাতা অভিমুখে চলেছে। সোমনাথ কিন্তু নিশ্চিন্ত-মনে খাবারের দোকানে গিয়ে বসল। তার ঘাড়ে এখন হ্যাভার-স্যাক নাই—এখন তার হাতে খবরের কাগজে মোড়ান একটা বাণ্ডিল।

ঘণ্টাদুই পরে ডেলী প্যাসেঞ্জারে ভর্ত্তি একটা লোকাল ট্রেণে উঠে বসল—ডেলী প্যাসেঞ্জার ছাড়া তাকে অন্য কিছু ভাবা যায় না। হাওড়া ষ্টেশনে নেমে ডেলী প্যাসেঞ্জারের স্বাভাবিক ত্রস্ততায় সে গড্ডলিকায় মিশে গেল—তাদেরই মত ঠেলাঠেলি ক'রে বাসে উঠল এবং একসময়ে অফিসের বদলে ভবানীপুরের এক মেসে গিয়ে হাজির হ'ল।

খাওয়া দাওয়ার পর বিছানায় গড়াতে গড়াতে সোমনাথ বলল—নরেন জানে, সত্য?

হ্যাঁ—আমারই মত।

তাকে খবর দিতে পার?

দেব।

তুমি নিজে যাবে নাকি!

বলেন ত যাই।

না, ফোন ক'রে দাও। আমি অন্ধকার না হ'লে এ ঘর থেকে বার হব না। তাকে সন্ধ্যের পর এখানে আসতে ব'ল।

আর কিছু করবার আছে?

আর! না, তুমি কলেজ যেতে পার। এ ঘরে আর কে থাকে?

আপনি নিশ্চিন্ত হ'ন—সে বাড়ী গ্যাছে।

সন্ধ্যার পর নরেন এল; সত্য তখন উপস্থিত ছিল না। নরেন সোমনাথকে একেবারে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল, বলল—কি ব'লে তোমাকে অভিনন্দন জানাব!

সোমনাথ হাসল। তারপর ধীরে ধীরে বলল—ভাই নরেন, তোমাদের সকলের আন্তরিকতা, সকলের সমবেত চেষ্টায় আজ এই অসাধ্য সাধন হ'ল। অভিনন্দন আমার একার প্রাপ্য নয়। সকলকে ধন্যবাদ জানাবার কথা আমারই। আমার বড় আনন্দ—এখনও দেশে ছেলে আছে। এত যে গবর্ণমেণ্টের সতর্কতা—এত যে বিশ্বাসঘাতকতার পাপ—তবু দেশ মরেনি। আমাদের দেশ মরবে না।

তারপর ফিস ফিস ক'রে উভয়ের অনেকক্ষণ আলাপ হ'ল। রাত্রি নয়টার সময় নরেন উঠে দাঁড়াল, বলল—আর একবার দেখা হ'লে ভাল হ'ত।

সোমনাথ বলল—না; তোমার পেছনেও ফেউ আছে। শেষে তোমার জন্য আমি ধরা পড়ব! সে বড় দুঃখের।

নরেন হঠাৎ প্রশ্ন করল—আচ্ছা সোমনাথ, তোমার কোন যমজ ভাই আছে?

যমজ!

হাঁ, তার নামও সোমনাথ?

সোমনাথ বিমূঢ়ের মত চেয়ে রইল।

নরেন বলতে লাগল—অবিকল তোমার মত চেহারা—কয়েকদিন হ'ল আমাদের বোর্ডিংএ আছে। তবে স্বভাবে সে তোমার একেবারে বিপরীত। তাকে দেখলে মায়া হয়—দিনরাত পড়াশুনা করে—এবার নাকি এম, এ দেবে।

তারপর—

চেহারার এমন সাদৃশ্য আমি দেখিনি। আশ্চর্য্য, তার নাম পর্য্যন্ত তোমার সঙ্গে মিলে গেছে।

তার বাপের নাম ?

বাপের নামটা জানিনা—তবে ভদ্রলোক অগাধ ধনী ও প্রতিপত্তিশীল। বেচারির অল্পদিন হ'ল মা মারা গেছে—মাস তিনচার হবে।

মাস তিনচার! তবে তার মাথার চুল ছোট ক'রে ছাঁটা ?

হাঁ—তবে তোমার চুলের মত তার চুল কোঁকড়া নয়।

তা হোক চল যাই।

কোথায় ?

তোমার ওখানে। নরেন, রাত বারোটার সময় গোপনে আমাকে বোর্ডিং থেকে বার ক'রে দিতে পারবে ?

নরেন বিস্মিত হ'য়ে বলল—তা পারব।

তবে আর দেরী নয় পুলিশকে ফাঁকি দেবার এমন সুযোগ আর পাব না।

নরেন হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইল। সোমনাথ তখন তার কানের কাছে মুখ নিয়ে কি বলতে লাগল। নরেন অবাক হ'য়ে বলল, ছেলেটাকে বলি দেবে!

বলি দেবার এইত মহাপাত্র। বলি-বলি; অনেক বলির রক্তে তৃপ্ত নাহ'লে দেশ বিশ্বাস করে না সন্তানদের। দেশবাসীর

আত্মদানে দেশমাতৃকার গর্ভে নতুন সৃষ্টির সঞ্চার হয়। এস আর দেরী নয়।

রাত্রি প্রায় দশটায় উভয়ে জেণ্টস্ বোর্ডিংএ পা দিল।

* * *

পরদিন ভোর পাঁচটায় বোর্ডিংএর চাকর দুধ আনতে গোয়ালাবাড়ী যাবে। দরজা খুলতেই সে আঁৎকে উঠল—তার মনে হ'ল সে এখনও ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু ওই সাদা মুখ তার সাদা হাতে যে সাঙ্ঘাতিক অস্ত্রটা তার বুকের উপর চেপে ধরল—তার মনে হ'ল তার সর্ব্বশরীরে যেন কি একটা ঠাণ্ডা স্রোত ব'য়ে গেল। ঠক ঠক করতে করতে সে সেই যে ব'সে পড়ল, একটা শব্দও করতে পারল না।

তারপর দলে দলে লাল পাগড়ী বাড়ীর সর্ব্বত্র কেমন ক'রে ছড়িয়ে গেল—কেমন ক'রে তাদের ম্যানেজার বাবু খ'সে পড়া কাপড়টাকে সামলাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন, কেমন করে সোমনাথ বাবুকে সশস্ত্র সার্জ্জেণ্টের দল ঘেরাও করে নিয়ে গেল—সব কেমন জানি তার কাছে অদ্ভুত লাগতে লাগল।

আট

ঢাকার সিভিল সার্জ্জেন অঘোর মুখোপাধ্যায়ের নাম ডাক খুব; চিকিৎসার সুখ্যাতির জন্য ততটা নয়, যতটা তাঁর সুন্দরী যুবতী কন্যার জন্য। রমলাকে যারা দূর থেকে দেখে ভালবেসেছে, কাছে এসে প্রেমের অবতারণা করতে সাহস ও সুযোগ পায়নি—উপরের মতটা তাদেরই।

রমলার রূপ হচ্ছে সেই রকম—যে রূপ শুধু আপন অঙ্গেই জড়িয়ে থেকে আপনাকে মুগ্ধ করে না—বাইরেও ছিটকে এসে পাঁচজনকে একেবারে মাতাল ক'রে তোলে। রূপও যে বাতাসে তরঙ্গ সৃষ্টি করতে পারে—এ কলা বিদ্যা রমলা যত্ন ক'রে আয়ত্ত করেছে। যুবকের দল অঘোরবাবুর পরিচয় দিতে হ'লে বলে—আরে, অঘোর বাবুকে চেন না? রমলার বাপ হে।'

রমলা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি, এ পড়ে। রমলা যে দিন ক্লাশে উপস্থিত থাকে সেদিন অধ্যাপকদের অধ্যাপনার একাগ্রতা ও আগ্রহ লক্ষ্যের বিষয়; যেদিন সে ক্লাশে আসেনা সেদিন ছাত্রদের ক্লাশে সাক্ষাৎ মেলে না। সুখের বিষয় রমলা সহজে ক্লাশ কামাই করে না।

রবিবারটা পার্টির দিন। মাঝে মাঝে রমলার বাড়ীতেও পার্টি বসে। সেদিন তাকে অবলম্বন ক'রে যত বিরুদ্ধ দল তৈরী হয়েছে, সকলের নিমন্ত্রণ থাকে। রমলার মা সুরবালার সেদিনটা অত্যন্ত আনন্দের দিন। সকলের কাছে তাঁর খাতিরটা যেমন উগ্র, তাঁর কাছেও প্রত্যেকের প্রয়োজনটা তেমনি অমূল্য। মূল্যের দিক থেকে সূর্য্যেশ গাঙ্গুলী তাঁর কাছে রত্নবিশেষ। পুলিশের ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সে — সাহেবি কেতায়, পোষাকে, চালচলনে, কথাবার্ত্তায় সে একেবারে খাঁটি ইঙ্গ-বঙ্গ বুর্জ্জোয়া। রমলার পুরুষবন্ধুদের মধ্যে সর্ব্ববিষয়ে সে পুরোভাগে—এ বাড়ীতে তার অবারিত দ্বার।

সেদিনটাও ছিল রবিবার—পার্টি আছে নিশ্চয়ই; তবু রমলা যথাসময়ে রূপচর্চ্চা করতে উঠল না দেখে সুরবালা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কন্যার জন্য তাঁর গর্ব্বেরও যেমন অন্ত নাই, চিন্তারও তেমনি অবধি নাই। উপযুক্ত বর জোটাবার ভারটা রমলার উপর থাকলেও বর জুটিয়ে তুলবার দায়িত্ব সুরবালারও কম নয়। পাশ্চাত্য রুচির বিকৃত অনুকরণ যে কী জিনিষ তা সুরবালাকে লক্ষ্য করলে বোঝা যায়। ভদ্রতার সহজ রূপ

না থাকলে যে কতখানি কদর্য্যতা প্রকাশ পায় তা সুরবালা বুঝতে পারেন না।

রমলা তখন ইজি চেয়ারে আরাম ক'রে শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে—বিশ্রাম করা তার কুষ্ঠিতে লেখেনি। এতগুলো উন্মত্ত যুবককে বশে রাখা সোজা কথা নয়—যে কোন বড় অফিসের বড় সাহেবের কাজের চাইতেও শক্ত।

তার খুড়তোত ছোট বোন ললিতা পাশের চেয়ারটাতে ব'সে গল্প করছে। সুরবালা একবার অকাজেই ঘরের ভিতরে এসে আবার ফিরে গেলেন। ললিতা একটু হেসে বলল, দিদি, এবার তা হ'লে উঠ।

কেন?

জ্যেঠিমা ব্যস্ত হচ্ছেন—হয়ত অসন্তুষ্ট হচ্ছেন।

রমলা একটু হেসে বলল—নিম্নশ্রেণীর মায়েরা মেয়েকে শিকার ধরবার জন্য প্ররোচনা করে; আর আমাদের মায়েদের এ স্বভাবকে কি আখ্যা দেওয়া যায়!

ললিতা চুপ ক'রে থাকল। রমলা বলল—কেন তুই চুপ ক'রে আছিস তা জানি। নিম্নশ্রেণীর মেয়েদের সঙ্গে আমার কোন তফাৎ নেই, নারে? স্বভাবটা এক, পদ্ধতিটা ভিন্ন, না?

ছিঃ! দিদি।

ছি নয় ললিতা—আমার আর ভাল লাগে না।

কিন্তু এ কথা ত আগে কোনদিন শুনিনি।

তার কারণ, আমি যে দিনদিনই ক্লান্ত হ'য়ে পড়ছি, তা বুঝতে পারি নি।

ললিতা কোন উত্তর দিল না। রমলা জিজ্ঞাসা করল—সূর্য্যেশকে তোর কেমন মনে হয়?

—রাজপুত্র—তেপান্তরের নয়, সাত সমুদ্রের। রাজপুত্রের আবার

জাত বিচার আছে নাকি! আজকের পার্টিতে রাজপুত্র উপস্থিত থাকবেন না বুঝি!

থাকবেন বলেই ত যাওয়া যায় না ললিতা। তুই বেশ আছিস।

দিদি, বাহির থেকে তাই মনে হয়—যদি ভিতরে ঢুকতে পারতে।

তাই নাকি! সূর্য্যেশকে চাস?

চাইলেই ত হয় না দিদি। বৈদ্যুতিক আলো ফেলে কে কবে মাটির প্রদীপ নিতে চায়!

মাটির প্রদীপের একটা স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য আছে।

কিন্তু তার কদর থাকে টোলের পণ্ডিত অথবা আশ্রমের ঋষির কাছে।

এমন সময় সেখানে নিবারণ এসে হাজির হ'ল; তাদেরকে ওই অবস্থায় দেখে অপ্রস্তুত হ'য়ে বলল—এঃ! বড্ড অন্যায় ক'রে ফেললেম হয়ত।

রমলা হেসে বলল—কি অন্যায় করলে?

এই যে না ব'লে ক'য়ে মেয়েদের ঘরে ঢোকা! দেখ রমলা, তোমাদের বাড়ীতে এসে অবধি আধুনিক ভদ্রতা দুরস্ত করবার চেষ্টা করছি, কিন্তু বড় গোল হ'য়ে যাচ্ছে। আপন পরিবারের মধ্যেও যে ভদ্রতার প্রশ্ন আসে—এটা আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না।

কি হ'ল, তাই বল না।

তোমরা এত ঘন হ'য়ে কথা বলছ, সন্দেহ হচ্ছে, অত্যন্ত গোপন কথা—জানিয়ে আসাটা আমার খুবই উচিত ছিল।

তবে এক কাজ কর—বাহিরে গিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস কর—আসতে পারি কি!

'তথাস্তু' ব'লে নিবারণ সত্যই বাহিরে যায় দেখে রমলা হেসে বলল—আচ্ছা হয়েছে। এবার বল, তোমার বক্তব্য।

পিসিমার দূত হ'য়ে এসেছি—অভিসারে যেতে দেরী কেন?

যার জন্য যাব—সে আজ থাকবে না।

তারই বা এত বৈরাগ্য কেন? পিসিমা কিন্তু সহজে নিরস্ত হবেন না।

কারণটা তোমাকে বলতে পারি, কিন্তু মাকে জানিও সূর্য্যেশের মাথা ঘুলিয়ে দিয়েছি—মায়ের কোন চিন্তা নেই।

তোমার মার হ'য়ে আমি আশীর্ব্বাদ করছি তোমার দিন দিন এ ক্ষমতা বাড়তে থাকুক।

রমলা হেসে বলল—আচ্ছা এবার সূর্য্যেশের কথা হোক—সোমনাথ ব'লে যে ছেলেটা জেল থেকে পালিয়েছে—সে নাকি কলকাতায় ধরা পড়েছে। তাকে আবার ঢাকায় পাঠাচ্ছে, আজ তার আসবার কথা। বুঝতেই পারছ—পুলিশের খুব কড়া পাহারায় সে আসছে।

ললিতা এতক্ষণ কথা বলে নি; এইবার বলে উঠল ধরা পড়েছে? আহা।

রমলা বলল—বড় দুঃখ হয় ললিতা; আমার বড় আশ্চর্য্য লাগে এদের কথা ভাবতে। এ ধরণের ছেলে যে দেশে থাকতে পারে এ যেন ভাবতেই পারিনে।

নিবারণ একটু হেসে বলল—রত্নাকর দস্যুর কথা জান নিশ্চয়। ডাকাতি ক'রে সংসার চালাত। কিন্তু যখন সে জানতে পারল যে বাপ, মা, বৌ, সন্তান কেউ তার পাপের ভাগ গ্রহণ করবে না— তখন সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে তপস্যা ক'রে সিদ্ধিলাভ করল। গল্পের এ অংশটুকু বেশ চিত্তাকর্ষক—ভালও লাগে। কিন্তু সেই বৃদ্ধ বাপ মা স্ত্রী পুত্রের যে কী হ'ল তা কবি বেমালুম চেপে গেলেন। কিন্তু বাস্তব তাদের ছেড়ে কথা কয়নি নিশ্চয়। তারা ভিক্ষে করতে লাগল, কি, না খেয়ে শুকিয়ে ম'ল, না পাঁচ জনের দয়া দাক্ষিণ্যে বেঁচে উঠল,—এ প্রশ্নের মীমাংসা আজ অবধি হ'ল না। দেশপ্রেমের ফলে কত মা,

বোন, স্ত্রী, পুত্র ভেসে গেল; তাদের চোখের জলে, দীর্ঘনিঃশ্বাসে স্বাধীনতার ফুল যে শুকিয়ে যায় এ খবর কেউ রাখে না! যতই বল রমলা, আমার মা বোন সংসার আমার দেশের চাইতে অনেক বড়।

রমলা হেসে বলল—দেশও বুঝিনা, স্বাধীনতাও বুঝি না—আমরা বুঝি আত্মসুখ ও বিলাস, আর বুঝি স্বার্থ। যদি আলোচনা কর তবে এমন আবেগময়ী ভাষা ও ব্যাকুলতা প্রকাশ করব যে ভাববে এমন দেশপ্রেমিকা বুঝি আর নেই। ঘরে ব'সে তোমার সত্যভাষণকে প্রশংসা করছি কিন্তু পার্টি হ'লে তোমাকে কাপুরুষ বলতাম।

নিবারণ হেসে উত্তর দিল—তোমার অভিমত শোনা গেল, কিন্তু ললিতা যে একটা কথা বলে না। ওর সঙ্গে কিছুতেই আলাপ জমিয়ে উঠতে পারছিনে, রমলা।

রমলা বললে—আমাদের বাড়ীতে একটা প্রেমের আবহাওয়া সৃষ্টি করা গেছে; আমি যেখান দিয়ে যাই—একটা পাতলা শিহরণ জাগিয়ে তুলি। এত সুবিধের মধ্যেও তুমি যদি অকৃতকার্য্য হও, তবে সারাজীবন তোমার বিফল হওয়াই উচিত।

—এত বড় অভিশাপ দিও না রমলা। বরং তোমার পার্টির একজন হতভাগ্য সভ্য হ'তে রাজী আছি—সে হীনতাও ভাল—

—হীনতা! এত বড় আস্পর্দ্ধা—বল সৌভাগ্য। তোমার পরম ভাগ্য এখানে কেউ উপস্থিত নেই।

উপস্থিত থাকলে বলতেম না। আচ্ছা, চললেম; পিসিমাকে খবর দিয়ে আসি—এতক্ষণে তাঁর মেজাজ কতদূর চড়েছে কে জানে।

রমলা হেসে বলল—হ্যাঁ, তুমি যাও; ললিতা এবার গান গাইবে।

কিন্তু সে গান শুনবে কে?

কেন আমি।

তাতে কি ললিতা আনন্দ পাবে! অবিবাহিতা মেয়ের গান অবিবাহিত পুরুষ না শুনলে গানের মাধুর্য্য খোলে না।

তবে সূর্য্যেশকে ডেকে আনব! তার মত প্রেমিক শ্রোতা ললিতা পাবে কোথায়।

আমিও কম প্রেমিক নই। তাছাড়া, সূর্য্যেশবাবু তোমার কাছে বাক্‌দত্ত, কিন্তু আমিও—

রমলা ধমক দিয়ে বলল—দেখ নিবারণদা, আমরা কেউ কারো বাক্‌দত্ত নই—অত বাঁধাবাধির মধ্যে আমরা নেই—আমরা স্বাধীন মুক্ত-বাতাসের মত একেবারে উদার।

নিবারণ অত্যন্ত হতাশ হ'য়ে ভগবানকে উদ্দেশ ক'রে বলল—হা ভগবান, রমলার ভাই হ'য়ে জন্মান কি ভুলই হয়েছে। এমন ক'রে সর্ব্বনাশ করা কি তোমার উচিত হয়েছে প্রভু!

ললিতা হেসে ফেলল। তাই দেখে নিবারণ আবার ব'লে উঠল—ভগবান, তুমি আছ প্রভু! ললিতা হেসেছে—সে হাসি যে কত সুন্দর—তা দেখবার জন্য চোখ দিয়েছ তুমি—তোমায় নমস্কার প্রভু।

এরপর নিবারণ আর অপেক্ষা করল না।

রমলা মুচকি হেসে বলল—নিবারণদা বেশ, নারে!

ললিতা গম্ভীর হ'য়ে বলল—গান শুনতে চেয়েছ—গান শোন।

রমলা হেসে বলল—অবিবাহিত পুরুষ আগে আসুক!

ললিতা বলল—বেহারা, বাবুর্চ্চি চাকরগুলো—ওদের মধ্যেও অবিবাহিত পুরুষ আছে—ডাকব?

রমলা তখন বলল—তবে আরম্ভ কর।

ললিতা সত্যি ভাল গায়। গান গাইতে তার ভাল লাগে। মেজাজ ভাল থাকলে সারাদিন গেয়েও তার আশ মেটে না—। অঘোরবাবু এই খেয়ালী ভাইঝিকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। ললিতার

খেয়ালও অদ্ভুত। ম্যাট্রিক পাশ ক'রে কলেজে কয়েকদিন যাতায়াত করার পর সে একেবারে বেঁকে বসল। অঘোরবাবু বললেন—ব্যাপার কি ললিতা!

ললিতা উত্তর দিল—আমার ভাল লাগে না।

তবে বাড়ীতে পড়াশুনা কর—সে ব্যবস্থা করাও কঠিন হবে না।

না জ্যাঠামশায়, আমার তাও ভাল লাগে না।

জ্যেঠামশায় বিপন্ন হ'য়ে বললেন—তবে?

ললিতা অম্লানবদনে উত্তর দিল—আমি তোমাকে রোজ গান শোনাব জ্যাঠামশায়।

অঘোরবাবু হেসে বলেছিলেন—আচ্ছা তাই শুনিও।

কিন্তু রমলা জানে ললিতার মনের কথা। রমলা বোঝে যে ললিতা খেয়ালী নয়। অত্যন্ত তেজস্বিনী, ও রোখা মেয়ে। আধুনিক মেয়েদের সঙ্গে ললিতার কোথাও মিল নেই। যুবক যুবতীদের হেংলাপানা সে সহ্য করতে পারে না—অথচ এ নিয়ে সে কারো সঙ্গে তর্ক করে না—বরাবর সকলকে এড়িয়ে যাওয়াই তার স্বভাব।

রমলা তার এই বোনকে ভালবাসে ও ভয় করে। রমলার পুরুষ মজানো স্বভাবকে যে ললিতা মনে মনে ঘৃণা করে তা রমলা অনুভব করতে পারে; তবু ললিতার উপর তার রাগ বা হিংসা হয় না। দুই বোনের ভালবাসার মধ্যে কোন গলদ নেই।

আধুনিক কলেজ মেয়েদের মধ্যে রস ও লালসার যে প্রবাহ চলেছে, ললিতা বিস্ময়ে ও দুঃখে তার প্রবলতা লক্ষ্য ক'রে হতাশ হয়েছে। বাড়ীতে রমলার চরিত্রে তারই বিশেষ রূপ ফুটে উঠে; কিন্তু রমলার চরিত্রে যা শোভন অন্যের পক্ষে তা ব্যাধি। ধনীর দুহিতার পক্ষে যা বিলাস, সাধারণ ঘরের মেয়েদের পক্ষে তা কালিমা। কলেজে সাধারণ ঘরের মেয়েই বেশী। এ আবহাওয়া ললিতা সহ্য করতে পারল না।

ললিতা গান গাইতে লাগল; তার মেজাজ হঠাৎ খুসী হ'য়ে উঠেছে—একটার পর আর একটা গান সে সুরু করল কিন্তু নিবারণ এল না।

ললিতা বোধ হয় আর একটা গান গাইত, কিন্তু সে সুযোগ আর পেল না; সূর্য্যেশ তার স্বাভাবিক ভঙ্গিতে প্রবেশ ক'রে বললে—চমৎকার। ললিতা কী ব'লে তোমাকে প্রশংসা করতে হয় তা বুঝতে পারছিনে; সত্যি চমৎকার।

রমলা বললে—চমৎকার কী? ললিতা না ললিতার গান?

তুইই-তুইই। ইচ্ছে হয় ওকে বেঁধে ফেলি। ওকি ললিতা, যাচ্ছ যে?

ললিতা উত্তর দিল—ভয় হয় যদি বেঁধে ফেলেন!

সূর্য্যেশ উত্তর একটা দিয়েছিল কিন্তু ললিতা তা শুনবার জন্য অপেক্ষা করল না।

নয়

উদয়কে নিয়ে জেলখানার কর্ত্তৃপক্ষ বিপদে পড়েছেন। নির্জ্জন কারাবাসকে ভয় করে না হেন কয়েদী তাঁরা এর আগে দেখেননি। প্রথম দুদিন উদয় চুপ ক'রেই ছিল; সে যে বেঁচে আছে এমন নিদর্শন পাওয়াও মুস্কিল হ'ত। অত্যাচারটা এতই বেশী হয়েছিল যে সে ভয়ও ছিল। বন্দীর দিক থেকে কোন সাড়া-শব্দ না পাওয়ায় তৃতীয় দিন সকালে ওয়ার্ডার গেলেন তদারক করতে। কিন্তু তদারক করতে গিয়ে এমন নাজেহাল হ'তে হবে জানলে ওপথে তিনি হাঁটতেন না।

জুতোর গুতো দিয়ে পরখ করার প্রচলিত নিয়ম পালন করার পর সবে মাত্র উবুড় হয়েছেন এমন সময় লাফিয়ে উঠল উদয়—ঘা খাওয়া বাঘের মত। বাঘের মতই তাকে সে জড়িয়ে ধরল কিন্তু দংশনের পরিবর্ত্তে চুম্বনের একেবারে স্রোত বহিয়ে দিল এবং বলতে লাগল—এতদিন পরে এসেছ প্রেয়সী, আর তোমায় ছাড়ছিনে।

পুরুষের চুম্বন মেয়েরা পছন্দ করে, এটা বোঝা যায়; কিন্তু পুরুষ যে স্বস্তিবোধ করে না তা ওয়ার্ডারের অবস্থা দেখে অনুমান করা কঠিন নয়। তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন উদয়ের বলিষ্ঠ আলিঙ্গনপাশ হ'তে মুক্ত হ'তে। কঠিন আলিঙ্গনে মেয়েরা বশীভূত হয়; সে আলিঙ্গনের মাদকতা মেয়েরা উপভোগ করে কিন্তু ওয়ার্ডারের প্রাণ বেরিয়ে যাবার দাখিল। সশস্ত্র প্রহরী প্রথমে বোধ হয় একটু লজ্জাবোধ করেছিল; তারপর অবস্থা ও চীৎকার শুনে ছুটে ভিতরে এসে বন্দুকের কুঁদো দিয়ে প্রহার করতে লাগল কিন্তু বাঙাল উদয়ের এমনি গোঁ যে সম্পূর্ণ অজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই নিরস্ত হ'ল না।

সোমনাথ উদয়কে বলেছিল—তোমাকে নীলকণ্ঠ হ'তে হবে। সোমনাথের পলায়নের পর সত্যই তাকে নীলকণ্ঠ হ'তে হ'ল। কিন্তু সে বিষের তীব্রতা যে কত তা উদয় ত নয়ই সোমনাথও কল্পনা করতে পারেনি। শাস্তিটা অন্তরালে হয়েছিল সুতরাং সে সম্বন্ধে কারো স্পষ্ট ধারণা ছিল না; কিন্তু উদাহরণ দিয়ে রাজবন্দীদের শিক্ষা দিবার প্রলোভন কর্ত্তৃপক্ষ ত্যাগ করতে পারেননি; তাই প্রহরীরা রাজবন্দীদের চোখের উপর দিয়ে উদয়কে যখন নির্জ্জন কারাবাসের দিকে নিয়ে চলল, তখন উদয়ের সে বিভৎস মূর্ত্তি দেখে রাজবন্দীদের সকলে বার বার শিউরে উঠল।

পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া বন্ধ হ'লে মানব যেমন পৃথিবী হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যায়—তখন তার যে চৈতন্য থাকে সে হচ্ছে তার আত্মার চৈতন্য।

জাগ্রত মানব আত্মার চৈতন্য উপলব্ধি করতে জানে না। নির্জ্জন কারা-বাসে অচৈতন্য উদয় আত্মার চেতনা যেন উপলব্ধি করেছে। সে বেঁচে আছে কিনা তা বুঝতে পারল না, তবু তার মনে হ'ল সে আছে—সে আছে। বেঁচে আছে কিনা এ ধারণা স্পষ্ট হ'ল দ্বিতীয় দিন শেষরাত্রে। সম্পূর্ণ জ্ঞান হ'ল কী একরূপ রুদ্ধ আক্রোশের মধ্যে। জ্ঞান হলেই সে বুঝতে পারল সে গোঁঙরাচ্ছে; তারপর হু হু শব্দে তার চোখ দিয়ে অশ্রু ধারাকারে বার হ'য়ে এল। শেষরাত্রির তন্দ্রাচ্ছন্ন ধরণীর বুকে তার নীরব সাক্ষ্য রইলেন্ স্বয়ং ভগবান।

কান্নার আবেগ প্রশমিত হ'ল ঘণ্টাখানেক পরে। তখন সে বুঝতে আরম্ভ করেছে যে জগতে বেঁচে থাকাও কঠিন নয়, মৃত্যুও সহজসাধ্য। মরণের এত কাছে পৌঁছে ফিরে আসাতে মরণের ভয়কে সে জয় ক'রেছে —ওর ভয়াবহ রূপটা হুড়মুড় ক'রে তার ঘাড়ে এসে পড়ায় এ জ্ঞানটা সে সঞ্চয় করল। কর্ত্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাতে ইচ্ছা হয়। যে আক্রোশের মধ্যে তার চৈতন্য হয়েছিল, সে আক্রোশ আর রইল না। তার বদলে পরম উদাসীনতায় তার মন ভ'রে উঠেছে। তার মুখে মৃদু হাস্যরেখা ফুটে উঠল। ওয়ার্ডার যখন তার 'সেল'এ প্রবেশ করল, তখন তার রাগ হয়নি—হ'ল অবজ্ঞা, এল পরিহাসপ্রিয়তা।

বন্দুকের কুঁদোর ঘায়ে কতকক্ষণ অজ্ঞান ছিল তা উদয় জানে না। জ্ঞান হ'লে তার প্রথম অনুভব হ'ল মাথাটা বড় ভারি হ'য়ে আছে। গোটা মাথায় যেন হাজার হাজার বিষফোড়া উঠেছে—অসহ্য যন্ত্রণায় মাথাটা ছিঁড়ে পড়ছে; চোখ দিয়ে অনবরত জল গড়াচ্ছে।

রাত্রি বোধ হয় নেমে এল; পৃথিবীর সাড়া আর মিলছে না। বাইরে শান্ত্রীর ভারি বুটের একঘেঁয়ে পরিক্রমণ এইমাত্র শান্ত হ'ল—এইবার হয়ত সে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ঘুমাবে। উদয়ের মনে হ'ল পৃথিবী কত ক্ষুদ্র, কত সামান্য—সে কত বড়, কত মহৎ। তার মনে হ'ল জগৎ তার

দিকে চেয়ে আছে। এই যে জেলখানার ভিতরের অন্ধকার—এর আত্মা নির্ব্বাক বিস্ময়ে তাকে লক্ষ্য করছে। বাইরে কত হাওয়া—কী তার চাঞ্চল্য—! কিন্তু তার কারাকক্ষের সম্মুখে এসে হাওয়ার সে চঞ্চল আনন্দ স্তব্ধ হ'য়ে যায়। তার জন্য সর্ব্বত্র যেন এক নীরব সহানুভূতি।

সোমনাথ যদি ধরা না পড়ে তবেই তার যন্ত্রণাভোগ সার্থক হ'য়ে উঠবে। তার দেহের ভিতর এই যে আত্মা ক্ষণে ক্ষণে গুমড়ে উঠছে—একি পরমাত্মার অংশ নয়! তবে কেন তার এ লাঞ্ছনা! সোমনাথ ধরা না পড়লে এ লাঞ্ছনার কিছু তৃপ্তি আছে।

উদয় একটু হাসল। অভিমান! নালিশ! দেশপ্রেমে ওসবের স্থান নেই, এতে ফাঁকি চলে না।

প্রত্যুষে শান্ত্রীর তন্দ্রা ছুটে গেল। তাড়াতাড়ি বন্দুক প্রস্তুত ক'রে সে তৈরী হ'ল—। ভিতরে যেন ক্রুদ্ধ গর্জ্জন ও দুপ্ দুপ্ শব্দ। দুর্দ্দান্ত রাজবন্দী হিসাবে উদয় এরমধ্যে জেলখানায় পরিচিত হয়েছে—জীবনের মায়া উদয় করে না—এ জ্ঞান হওয়ার পর হ'তে জেলখানার সর্ব্বমহলে তার সম্ভ্রম প্রতিষ্ঠালাভ করেছে। হাতে মারাত্মক অস্ত্র থাকা সত্বেও প্রহরী ভীত হ'য়ে উঠল; মুহূর্ত্তের মধ্যে সে তার ভীতিকে চতুর্দ্দিকে সঞ্চারিত করল। জেলখানার ভিতর চাঞ্চল্য দেখা দিল, দেখতে দেখতে কারাকক্ষের দ্বারে সকলে সমবেত হ'ল; অনেক সমারোহ ক'রে রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত করা হ'লে দেখা গেল উদয় ঘরের মাঝখানে স্তব্ধ বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে আছে। নগ্ন বক্ষের উপর বাহু দুটো পরস্পর জড়িয়ে রেখেছে, টপটপ ক'রে ঝরছে ঘাম। প্রথমেই নজরে পড়ে তার করুণ মুখচ্ছবি। সর্ব্বাঙ্গে অত্যাচারের চিহ্ন—যেন ভগবানের আশীর্ব্বাদের মত দেহের প্রতি অঙ্গে লেপে রয়েছে। উদয় মৃদু হাসল—ক্ষীণ হাসিটুকু যেন চিক্ চিক্ ক'রে উঠল। তারপর বললে—সুপ্রভাত।

এই অবিচলিত অটল ছেলেটার এই স্মিতহাস্যে সকলে যেন বিচলিত

হ'য়ে উঠল। যে অমানুষিক অত্যাচার এর উপর প্রয়োগ করা হয়েছে —তার জন্য যেন সকলে ক্ষুব্ধ ও লজ্জিত হ'য়ে উঠল। এত অত্যাচারেও এ ছেলেটা পরাভব স্বীকার করেনি—এর অদ্ভুত কষ্টসহিষ্ণুতায় অবাক হ'তে হয়।

সেদিন সন্ধ্যার পর বাহিরে পাগল হরনাথের গলা শুনা গেল। সে শাস্ত্রিদের ডেকে ডেকে শোনাচ্ছে যে সোমনাথ ধরা পড়েছে এবং শীঘ্রই তাকে আবার যে ঢাকা জেলে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। পাগল হরনাথ আনন্দে মেতে উঠেছে—অন্যত্র খবর দেবার জন্য সে তখনি ছুটে চ'লে গেল।

উদয় কারাকক্ষের ভিতর যেন জমে গেল; হরনাথ কৌশলে তাকেই খবরটা দিয়ে গেল, উদয় তা বুঝতে পারল। সে একেবারে ভেঙে পড়ল; অত্যাচারের ব্যথা আবার নতুন ক'রে সে অনুভব করতে লাগল —এ ব্যথা আর সে সইতে পারবে না; ছেলেমানুষের মত ডুকরে সে কেঁদে উঠল।

কারাগারের ভিতর মিট মিট ক'রে আলো জ্বলছে—এ আলো সওয়া যায় না। আলো নিভিয়ে দিয়ে অন্ধকারের মধ্যে সে লুটিয়ে পড়ল। বাংলা মায়ের কি কোথাও এতটুকু পুণ্যের জোর নাই!

সারারাত তার চোখে ঘুম এল না। কঠোর তপস্বীর মত সে রুক্ষ হ'য়ে উঠেছে; জীবনের ভোগ ঐশ্বর্য্যের প্রতি বিতৃষ্ণায় তার অন্তঃস্থল অবধি সঙ্কুচিত হ'য়ে এসেছে। নিরর্থক জীবন ধারণের বিড়ম্বনায় উদয়ের সর্ব্বদেহে জ্বালা ধ'রে গেল।

কারাকক্ষের কোনে অন্ন শুকিয়ে গেছে—ও অন্ন গ্রহণ আর সম্ভব নয়; তবু উদয় নিস্পন্দ হ'য়ে ব'সে আছে। কখন রাত্রি এসেছে, কখন রাত্রি গভীর হ'ল; নিরন্ধ্র তমসায় কারাকক্ষের ভিতর ও বাহির একাকার হ'য়ে গেছে—উদয়ের তা লক্ষ্য করবার মন কোথায়! কি

এক বেদনা, কি অতৃপ্তি, কি এক অসহিষ্ণুতায় তার প্রাণশক্তি পঙ্গু হ'য়ে গেছে।

রাত্রিশেষে উদয় উঠে দাঁড়াল; কোনক্রমে আলো জেলে সে খেতে বসল; বাসি, শুকনো কড়কড়ে ভাত সে পরম তৃপ্তির সহিত খেতে লাগল। স্বল্পালোকেও তার পাণ্ডুর মুখমণ্ডলের পরিতৃপ্তি লক্ষ্য করা যায়। যে হাসিটুকু এইমাত্র তার বদনে ফুটে উঠেছে, তার তুলনা নাই।

কম্বল বিছিয়ে শুতে না শুতে উদয় ঘুমিয়ে পড়ল। আলোর শিখা মৃদু মৃদু নাচতে লাগল।

দশ

দিন দশেক পরে উদয়ের নির্জ্জন কারাবাস শেষ হ'ল। এত শীঘ্র এখান হ'তে মুক্তি পাবে এ ধারণা তার ছিল না। শেষদিন তাই ভাবতে বসল—সোমনাথের সঙ্গে তার দেখা হবে কিনা। হয়ত সোমনাথও নির্জ্জন কারাবাস ভোগ করছে। কতদিন তাকে সেখানে থাকতে হয়ে কে জানে। তারপর যেদিন সোমনাথের সঙ্গে তার দেখা হবে—হয়ত সোমনাথ মৃদু হেসেই সব শেষ করবে। এত কাণ্ড এই যে বিফলতা—তার কাছে এর মূল্য কতটুকু!

দলের মধ্যে ফিরে এসে উদয় প্রায় বিস্মিত হ'ল। রাজবন্দীর দল তাকে যে অভ্যর্থনা যে সম্বর্দ্ধনা জানাল তার জন্য সে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। নিঃস্বার্থ পরার্থপরতা, দেশমাতার জন্য অপরিসীম দুঃখ স্বীকারের যে এত গৌরব আছে, এত মর্য্যাদা আছে—তা সে ভেবে দেখেনি। একদিক আবেগে সে যেমন অভিভূত হ'ল অপরদিকে মনে

মনে সে স্থির সঙ্কল্প হ'ল যে অন্যায়ের প্রতিরোধে, সঙ্কল্প পালনে প্রাণ অবধি সে উৎসর্গ করবে।

কারাকক্ষের ওই ত সেই কোনে সোমনাথ ব'সে ব'সে তাকেই লক্ষ্য করছে! আশ্চর্য্য, সোমনাথকে জেল কর্ত্তৃপক্ষ এইখানে রাখতে সাহস করেছে! উদয় উচ্ছ্বাসে ব'লে উঠল—সোমনাথ!

সোমনাথ কোন কথা বলল না; একদৃষ্টে উদয়ের দিকে চেয়ে রইল। উদয়ের মনে হ'ল, সোমনাথ যেন তার আপাদমস্তক একাগ্রভাবে লক্ষ্য করছে। হয়ত সে ভাবছে—এত অত্যাচার উদয় সহ্য করেছে কি ক'রে। মৃদু হেসে উদয় ধীরে ধীরে সোমনাথের দিকে অগ্রসর হ'ল—হয়ত আরও কিছু অগ্রসর হ'তে পারলে উদয় সোমনাথকে বুকের মধ্যে টেনে নিত কিন্তু সোমনাথের কণ্ঠস্বরে উদয় স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে গেল।

সোমনাথ বলল—আমি সব শুনেছি উদয়বাবু—আপনাকে আমি অন্তরের শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

উদয় একদণ্ড স্থির হ'য়ে রইল, অপলকনেত্রে সোমনাথের দিকে চেয়ে চেয়ে তার বিস্ময় ক্রমে ক্রমে বেড়ে যেতে লাগল। শেষে হতাশার ভঙ্গি ক'রে উদয় বলল—কিছুই বুঝলেম না।

সোমনাথের মুখে বড করুণ হাসির রেখা ফুটে উঠল কিন্তু সে কোন কথা বলল না। অন্যান্য রাজবন্দীদের প্রতি চেয়ে সোমনাথ আর একবার হাসবার চেষ্টা করল; কিন্তু হাসির বদলে তার কান্না আসতে চাইল—চোখ দুটো ছল ছল ক'রে উঠায় বই তুলে আড়াল করল। উদয় তা লক্ষ্য করল কিন্তু সে যে লক্ষ্য করেছে তা সোমনাথকে জানতে দিল না। সোমনাথের দিক হ'তে মুখ ফিরিয়ে সে কারাকক্ষের চারিদিক তাকিয়ে হঠাৎ সে ব'লে উঠল—সোমনাথের এত কাছে কাদের বিছানা?

একজন বলে উঠল—এই যে এঁরা—নতুন এসেছেন।

উদয় তাদের দিকে চেয়ে বলল—আপনারা চারজনই কি একদলের?

তাদের মধ্যে একজন উত্তর দিল—তার মানে?

উদয় একটু হেসে বলল—ও বিছানাগুলো সরাতে হবে।

ভদ্রলোক আবার বললেন—তার মানে!

উদয় আবার হেসে বলল—আর সোমনাথের পাশেই যার কম্বল—তারটা এখনই সরিয়ে ফেলা ভাল—কেননা ওই স্থানেই পড়বে আমার বিছানা।

ভদ্রলোক এবার হেসে বললেন—ওটা আমার কম্বল, উদয়বাবু, এমন কোন নিয়ম নেই—

আছে বৈকি। সোমনাথ যে দলপতি—তার সম্মান একটু থাকা কি উচিত নয়।

আর আপনি?

আমি সোমনাথের প্রিয় শিষ্য—পাশে শোবার দাবী আমার সর্ব্বাগ্রে।

কিন্তু সোমনাথবাবু ত কোন আপত্তি করেন নি?

তার কারণ গোপন আলোচনা করবার সাথী এতদিন ছিল না। কিন্তু অত কারণ দেখানো আমার স্বভাব নয়। রাজবন্দীদের পরস্পরের সুযোগ সুবিধার জন্য যে ব্যবস্থা তারা নিজেরা করে—তার জন্য কোনদিন কেউ কৈফিয়ৎ চায় না। আপনাদের কি রাজবন্দীহিসাবে এই প্রথম অভিজ্ঞতা?

পুরাতন রাজবন্দীদের একজন বলে উঠল—না, ওরা বহুদিনের অতিথি—ওঁদের ভয়ে গবর্ণমেণ্ট ব্যতিব্যস্ত—।

উদয় তীক্ষ্ণ হাসি হেসে বলল—তবে আপনাদের নমস্কার—।

সোমনাথ এতক্ষণ এদের কথাবার্ত্তা শুনছিল। ভারি ভাল লাগছিল তার উদয়কে। মনে হচ্ছিল উদয় বুঝি তার বড় আপনার। তার মায়ের মৃত্যুর পর এমন আপনজন আর কাউকে মনে হয়নি।

তারপর উদয় কক্ষের অন্যদিকে চলে গেল। রাজবন্দীদের প্রায় সকলে তাকে ঘিরে এক বিরাট আড্ডার সৃষ্টি করল। উদয়ই এক মাত্র বক্তা; আর সকলে তন্ময় হ'য়ে শুনতে লাগল।

সোমনাথ ব'সে আছে নির্জ্জীবের মত—আড্ডার দিকে মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখে। কারো যে কোন দুঃখ বা কষ্ট আছে তা সে বুঝতে পারে না। অথচ তার কেবল কান্না পায়—। এদের সকলের চেয়ে সে কত পৃথক। ওই ত উদয়—এসে অবধি উদয়ের কষ্ট সহিষ্ণুতার কথা, তার তেজস্বীতার কথা, তার দৃঢ়তার কথা শুনে অবাক হ'য়ে সে ভেবেছে—কেমন ক'রে এমন সম্ভব হ'তে পারল—মানুষ কি এত নির্ভীক হ'তে পারে!

দেখুন সোমনাথবাবু—

সোমনাথ ফিরে তাকালো—সেই লোকটি যার সঙ্গে উদয় এতক্ষণ কথা বলছিল।

ভদ্রলোক বলল—আমি কি আপনার শিষ্য হ'তে পারি না?

সোমনাথ নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বোধ করতে লাগল।

ভদ্রলোক আবার বলল—আপনাকে এত ভাল লাগে যে দূরে থাকতে ইচ্ছে হয় না।

সোমনাথ উত্তরোত্তর বিপন্ন হয়ে উঠল, কোন কথা বলতে তার সাহস হ'ল না।

গভীর রাত্রে উদয় মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করল, সোমনাথবাবু, ঘুম আসছেনা?

সোমনাথও মৃদুস্বরে উত্তর দিল, এমন ভাবে ঘুমুতে আমি পারিনে উদয়বাবু।

আপনার নাম কি সত্যই সোমনাথ!

হ্যাঁ, সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কিন্তু কী ক'রে এ সম্ভব হ'ল ?

মায়ের মৃত্যুর পর বোর্ডিঙে থাকতেম। ওই বোর্ডিঙেই আপনাদের বন্ধু উঠেছিলেন। নাম আর চেহারা মিলে গেছে পুলিশ তাই ভুল করেছে।

পুলিশ কি তাদের ভুল বুঝতে পেরেছে ?

প্রথমে পারেনি। আমার বাবাই তাদের ভুলটা ধরিয়ে দিয়েছেন।

উদয় হেসে বলল—ভালই হয়েছে নইলে আমার মতই আপনার উপর অত্যাচার হ'ত ; সে আপনি সইতে পারতেন না। এখন বুঝতে পারছি কেন আপনাকে 'সেল'এ পাঠায়নি। আচ্ছা সোমনাথবাবু, আপনার কি খুব দুঃখ হচ্ছে ?

আমার কান্না পায় উদয়বাবু; আমি ত কোন পাপ করিনি—তবু আমার এ শাস্তি কেন ?

পাপ! হুঁ; সোমনাথবাবু, আপনি নেহাৎ ছেলেমানুষ, আপনার বয়স কত ?

একুশ।

বয়সের তুলনায় আপনার জ্ঞান কম। কতদূর পড়াশুনা করেছেন ?

এবার এম, এ, পরীক্ষা দেবার ইচ্ছা ছিল।

এম, এ! তাইত। বড় গোলে ফেল্লেন দেখছি। আপনার বিদ্যে থাকতে পারে কিন্তু অভিজ্ঞতা নেই। আপনারা অবস্থাপন্ন তা বুঝতে পারছি, কিন্তু বড়লোকদের ছেলেদেরও একজাতের অভিজ্ঞতা থাকে। আপনার তাও আছে ব'লে মনে হয় না। কেন এমন হ'ল সোমনাথবাবু ?

সোমনাথ চুপ ক'রে থাকল।

উদয় বলতে লাগল—সোমনাথবাবু, যার স্থান পূরণ করতে আপনাকে এখানে আসতে হয়েছে, সে এক বিচিত্র মানুষ।

বিদ্যেয় সে ম্যাট্রিক পাশও নয় কিন্তু জ্ঞানে, অভিজ্ঞতায়, পৌরুষে ও ব্যক্তিত্বে সে অতুলনীয়। নিষ্ঠুরতায় সে পশুকে হার মানায় আবার সারল্য ও উদারতায় সে শিশুর মত প্রিয়। আমাদের সেই সোমনাথ আপনার জন্য আজ রক্ষা পেয়েছে। এজন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে ইচ্ছে হয়। ভাবতে চেষ্টা করুন যে বাঙলার একজন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সন্তানকে আপনি পুলিশের হাত হ'তে দূরে রেখেছেন; আপনি ভাগ্যবান যে বাঙলার এক মহৎ কাজ আপনার দ্বারা সাধিত হ'ল, এত বড় কাজে আপনার প্রয়োজন হয়েছে—আপনার জীবন সার্থক।

সোমনাথ কোন কথা বলতে পারল না; উদয়ের কথা তার মনের ভিতর ঝঙ্কার দিতে লাগল।

উদয় তখন প্রশ্ন করল—সোমনাথবাবু, আপনার জীবনের ইতিহাস কিছু কি শোনা যায় না?

জীবন ইতিহাস কিইবা আছে। সে ইতিহাস তার নয়, তার মায়ের। মায়ের কথা বলতে বলতে এক সময়ে তার চোখে জল এল। উদয় অবাক হ'য়ে যায়; মা ত তারও ছিল—গরীব বিধবা মা; কত দুঃখ কত কষ্টের জীবন। সেই মায়ের মৃত্যুখবর আন্দামানে যখন তার কাছে পৌঁছেছিল—একবারমাত্র চোখ জ্বালা ক'রে অশ্রু ঝরে পড়েছিল;—একবারমাত্র মনে হয়েছিল যে হয়ত এমন হীন জীবন মাকে যাপন করতে হ'ত না যদি সে এপথে পা না বাড়াত। তারপর নিজের মনকে এই বলে সে সান্ত্বনা দিয়েছে বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য ক্ষুদ্র স্বার্থ বলি দিতে হয়। সোমনাথের মুখে তার মায়ের কথা শুনে আজ আবার তার নিজের মায়ের কথা মনে হয়। ছেলের জীবনে মায়ের প্রভাব যে এতখানি হ'তে পারে তা কোনদিন ভেবে দেখবার প্রয়োজন

হয়নি। তারই নিজের জীবনেও ত মায়ের প্রভাব কম ছিল না! এই যে মনের সাহস, চরিত্রের দৃঢ়তা, দুঃখ কষ্টকে অবিচলিত ভাবে গ্রহণ করার শক্তি—একি তার মায়ের কাছে পাওয়া নয়! এই যে অত্যাচারে পঙ্গু না হ'য়ে মানসিক বলে আজ সে কঠোর হ'য়ে উঠেছে—এ জীবন ত তার মায়েরই জীবন। উদয়ের চোখ আর্দ্র হ'য়ে উঠল।

উদয়ের চোখে সোমনাথ দেখতে পেল অনুভূতি—সহানুভূতি। দরদ দিয়ে তার মায়ের কথা শুনেছে উদয়—উদয় তার বড় আপন। তার মনে হ'ল উদয় তার বড় ভাই—মায়ের বদলে আজ সে পেয়েছে বড় ভাইকে, এর কাছে লজ্জা নাই, সঙ্কোচ নাই। সোমনাথ বড় আরাম বোধ করল।

এগার

পরদিন আত্মীয় স্বজনদের দেখা করবার দিন। সোমনাথ তার বাবার সঙ্গে দেখা করতে গেছে। দু একজন ভিন্ন প্রায় সকলের কেউ না কেউ দেখা করতে এসেছে! মামুদ ও পাগল হরনাথ মুক্তি পেয়েছে। তারা এখন কোথায় উদয় তা জানে না। সোমনাথ কোথায় তাও জানা তার পক্ষে অসম্ভব। সোমনাথ কতদূর অগ্রসর হ'ল কে জানে! কোনকালে সে সাফল্য লাভ করবে কিনা বলা যায় না। কতকাল উদয় এই জেলে পচবে! শোনা যাচ্ছে তার মেয়াদ আরও বেড়ে যাবে।

উদয় ব'সে ব'সে এই ভাবে। রাজবন্দীদের পক্ষে আজকের দিনটা বড় প্রিয়, কিন্তু তারপক্ষে সবই সমান। তার মা যদি বেঁচে থাকতেন

তবে যেমন ক'রে হোক দেখা করতে আসতেন। সেদিন সে মায়ের কোলে মুখ রেখে খুব খানিকটা কেঁদে নিত। সাধারণ ঘরে তার জন্ম, আত্মীয়ের সংখ্যা তার বেশী নয়। যারা আছে, পুলিশের ভয়ে তারা সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। আজ যদি সে মুক্তি পায় তবে একবেলার অন্ন তার জুটবে না, একরাত্রির আশ্রয় মিলবে না।

উদয়ের হাসি পায়। জগৎটা তার কাছে কিছু নয়, এ সংসারে লেন-দেনের সম্পর্ক তার ফুরিয়ে গেছে—ধরণীর বৈচিত্র তার কাছে কিছু নেই—স্বাদহীন, রূপহীন বিবর্ণ পৃথিবী।

একজন শাস্ত্রী এসে গোপনে তাকে এক টুকরো কাগজ দিয়ে চ'লে গেল; যেমন নিঃশব্দে সে এসেছিল তেমনি চুপি চুপি চ'লে গেল। উদয় বিস্ময়ে হতবাক হ'য়ে গেল; কাগজটা তাড়াতাড়ি পড়তে লাগল :—

জেনে রাখ যে আমি আরতি সরকার তোমার বাকদত্তা বধূ। আন্দামানে না গেলে কোন্‌কালে আমাদের বিয়ে হ'য়ে যেত। একগ্রামে ছেলেবেলা থেকে এক সাথে খেলাধূলার ভিতর দিয়ে যে প্রেমের অঙ্কুর গজিয়েছে, তা শুকিয়ে যেতে পারে না। মামুদের দিদি ও আমি অভিন্ন আত্মা।

বিস্ময়ের পরে বিস্ময়! উদয় স্তব্ধ হ'য়ে বসে রইল। সোমনাথ আবার কোন চক্রান্ত করছে নাকি। কিন্তু আরতি! কী অদ্ভুত সাহস এ মেয়ের! কী প্রখর বুদ্ধি! এর মধ্যে শাস্ত্রীকে হাত ক'রে তাকে খবর পাঠিয়েছে! এ মেয়েকে দর্শনেও আনন্দ আছে। আরতি কবে আসবে? তাকে দেখতেও তবে লোক আছে! ধরিত্রী কি আবার সুন্দর হ'য়ে উঠল!

সশস্ত্র প্রহরী এসে তাকে তলব করল।

এসেছে—আরতি এসেছে! আজই—এত তাড়াতাড়ি! আরতির কল্যাণ হোক—তার জয় হোক।

যে কক্ষে এসে সে প্রবেশ করল—তার দ্বারে প্রহরী, ভিতরে পুলিশ কর্ম্মচারী। তার নির্দ্দেশে টেবিলের একধারে বসল উদয়, অন্যধারে আরতি। উভয় উভয়ের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। পরস্পরের কাছে তারা যে কত বড় বিস্ময়—পুলিশ কর্ম্মচারীর তা জানবার কথা নয়। সে হয়ত বুঝল, এতদিনের অদর্শনের পর প্রেমিক প্রেমিকা আনন্দে হতবাক হ'য়ে গেছে। হতবাক তারা সত্যি হয়েছিল।

প্রথমে আরতি মুখ খুলল—উদয়—!

যেন বহু পরিচিত কণ্ঠ বহুদূর হ'তে উদয়ের কানে এসে পৌছল—কল্পনার নিভৃত কোনে হয়ত নারীকণ্ঠের স্বর এক সময়ে ধ্বনিত হয়েছে—তার রেশ কি আজও মরেনি! নারী সে জানে না, কোনদিন চিনবার অবসর পায়নি। আন্দামানে তাদের মধ্যে যখন নারীপ্রসঙ্গের আলোচনা চলত, উদয় লক্ষ্য করেছে সকলের মধ্যে কী অন্যায় কৌতূহল ও কুৎসিত আনন্দ। সেও বুভুক্ষুর মত গোগ্রাসে তা গিলেছে। আজ তার সামনেই এক নারী—তার সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করতে হবে—এ স্বপ্ন নয়, মধুর বাস্তব। তার দেহের কেন্দ্রে কেন্দ্রে রক্ত স্রোতে সাড়া প'ড়ে গেছে।

আরতি আবার বলল—তুমি কি কথা বলবে না!

উদয় তখন ধীরে ধীরে বলল—না এলেই ভাল করতে আরতি।

এতদিন পরে দেখা—প্রথম কথাটাও কি মিঠে বলতে পারতে না! উদয়ের মুখে বিষণ্ণ হাসি ফুটে উঠল, বলল—ভিতর বাহির শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে গেছে—মিঠে কথা আর আসে না।

আরতি আগ্রহে বলে উঠল—আমি ও তাই এসেছি—আমার জন্য তোমায় বাঁচতে হবে।

তুমি এসেছ আমায় উৎসাহিত করতে? তোমায় যে আমি মনে রেখেছি, তা কি ক'রে জানলে?

উদয়, আমি ত তোমায় ভুলিনি।

ভুলনি, এইটেই আশ্চর্য্য। কিন্তু কিসের লোভে ভোলনি আরতি! আমাদের আর কি বাকী আছে! পৃথিবীর সঙ্গে দেনা পাওনা আমরা ত মিটিয়েই ফেলেছি।

তোমাকে ভুলতে পারিনি—এটা কি আমার অপরাধ।

উদয় সহসা চুপ ক'রে গেল; তার মনে হ'ল আরতি অভিনয় করছে না, অভিনয়ের অন্তরালে তাকে আত্মনিবেদন করছে। আরতির দিকে ভাল ক'রে তাকাতেই তার নজরে পড়ল, আরতি তাকে একাগ্রভাবে লক্ষ্য করছে।

উদয় তার চোখের দিকে চেয়ে বলল, আরতি তুমি কি আবার আসবে?

তাই ইচ্ছে আছে।

এস, তাই এস; কতদিন, কতদিন যে তোমাকে দেখিনি—। ভুলেই যেতে বসেছিলেম যে জগতে নারী ব'লে জাত আছে। তুমি এসেছ, ভালই হয়েছে—আবার ধরণীকে ভালবাসতে ইচ্ছে হয়।

আরতি তেমনি করেই চেয়ে রইল। অভিনয় যে এত সত্য হ'তে পারে কোন দিন কল্পনা করেনি। অভিনয় কতবার করেছে—কিন্তু আজকের অভিনয়ে এত আন্তরিকতা তার কোথা হ'তে এল! আরতি ফস্ ক'রে ব'লে ফেলল—একবার শুধু বল, আমায় দেখে তুমি খুসী হয়েছ?

উদয় ধীরে ধীরে বলল—তাও বুঝতে পারছিনে আরতি। আমার সম্মুখের জীবন অন্ধকার—সে অন্ধকারের দিকে চেয়ে ব'সে থেকে তোমার লাভ কি! সব আমার স'য়ে এসেছিল—তুমি এসে ওলোটপালট ক'রে দিলে।

আরতি এইবার চোখ নামিয়ে নিল।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কেটে গেলে আরতি বলল—সময় যে কেটে যায়—।

উদয় হেসে বলল—আমার যে রাজ্যের কথা আরতি—এত অল্প সময়ে কি হবে!

আমাকে কি তোমার কিছু বলবার নাই?

পুলিশ কর্ম্মচারী এইবার ব'লে উঠলেন—সময় উত্তীর্ণ হয়েছে। আর নয়।

বাহিরের শান্ত্রীকে ডাক দিতেই সে ভিতরে এসে দাঁড়াল। আরতি অনুরোধ করলে—দুমিনিট সময় দিন—

মাপ করবেন—ব'লে তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

উদয় বললে—আবার এস আরতি।

আরতির চোখ ছল ছল ক'রে উঠল; তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল, উদয় ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল। দরজার কাছে একবার পেছন ফিরে উদয় দেখল, তারপর হাত তুলে বিদায় জানাল। আরতি চিত্রার্পিতের ন্যায় হাত তুলল; নিজের দীর্ঘ নিঃশ্বাসে চমকে উঠে আবার যখন সে চাইল, তখন উদয়কে আর দেখা গেল না।

ঘরে ফিরে আসতে আরতির নয়টা বেজে গেল। গোয়েন্দার ভয়ে সে সরাসরি বাড়ী ফিরতে পারে না। বছর খানেক তার ঢাকায় থাকা হ'ল; তার মধ্যে মাস তিনেক মামুদের দিদিরূপে সে পর্দ্দার আড়ালে বাস করছে। এবার সে বাসা উঠাতে হবে। উদয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হ'লে মুসলমান পাড়ায় বাস করা চলে না। ঢাকার অন্য পাড়ায় বাসা বাঁধতে হবে। আজ গোটা রাস্তাটা সে মতলব আঁটতে আঁটতে এসেছে।

বাড়ী এসে দেখল কাশী ও অন্য দুটি ছেলে খেতে বসেছে। বয়সে একজন প্রায় নাবালক, অন্য জন আরতির সমবয়স্ক। আরতিকে দেখে

কাশী ব'লে উঠল—আমি মনে করেছিলেম কেউ বুঝি তোমায় লোপাট ক'রে নিল।

অন্য সময় হ'লে আরতি জবাব দিত—'বয়স থাকলেই লোপাট করে।' কিন্তু আজ তার মুখে হাসি বার হ'ল না; বরং একটু বিরক্ত হ'ল। বলল, তোমরা খেয়ে এস, অনেক কথা আছে।

পোষাক পরিবর্ত্তন ক'রে সে ঘরেই বসে রইল। অন্যান্য দিন এ সময় তার অনেক কাজ থাকে। সকলকে খাইয়ে নিজে খেয়ে, বাসন মেজে ঘর ধুয়ে শুতে শুতে তার রাত বারটা বাজে। ঝি রাখতে হ'লে মুসলমান ঝি রাখতে হয়, কিন্তু সে জন্য নয়; ঘরের খবর পাছে বাহিরে প্রকাশ পায় তাই বাহিরের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নাই বললেই হয়।

কাশীরা আসতেই আরতি সমবয়স্ক ছেলেটিকে বলল—সুশীল, আজ রাত্রি একটার ট্রেণে তুমি মৈমনসিং চ'লে যাও। কাল আবার ঢাকায় এসে কোন হোটেলে উঠবে। ওয়ারিতে একটা ছোট বাড়ী খালি আছে—ওটা আরতি সরকারের নামে ভাড়া নেবে। তুমি আরতি সরকারের দাদা, কলকাতায় কোন এক মার্চেন্ট অফিসে কাজ কর। বাড়ীওয়ালাকে বলবে তিন দিনের মধ্যে আমার ছোট বোন ও ছোট ভাই এখানে আসবে। তারপর তুমি আমরা এলে কলকাতায় ফিরে যাবে।

সুশীল কোন কথা না ব'লে সায় দিল।

কাশী জিজ্ঞাসা করল—তোমার ছোট ভাই বুঝি প্রশান্ত।

হ্যাঁ; ভাই প্রশান্ত, তোমাকে আবার ইস্কুলে ভর্ত্তি হ'তে হবে।

প্রশান্ত মৃদু হাসল। সে সম্প্রতি বি, এ, পাশ করেছে। তার কচি চেহারায় মাত্র গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে।

কাশী জিজ্ঞাসা করল—তারপর!

আরতি বলতে লাগল—কাল আমি ও প্রশান্ত ফরিদপুর যাব;

সুবিধা বুঝলে রাজবাড়ীতেও থেকে যেতে পারি। আবার যখন ঢাকায় ফিরব, তখন আরতি রূপে উয়ারিতে বাস করব। মেয়ে পড়িয়ে, গান ও সেলাই শিখিয়ে আমি জীবিকা অর্জ্জন করি ও ভাইকে মানুষ করি। এই মুসলমান পাড়ার সঙ্গে আমার আর কোন সংস্রব থাকবে না।

কাশী অসন্তুষ্ট চিত্তে জিজ্ঞাসা করল—আর আমি একলা কাসিম রূপে বুঝি এই আস্তানা পাহারা দেব? জান, সোমনাথের কি হুকুম আছে?

আরতি শান্ত ভাবে উত্তর দিল—জানি, এখানে আরও কিছুদিন থাকতে ব'লে গেছে—

কাশী সংশোধন ক'রে বলল—কিছুদিন নয়, ছ'মাস।

আরতি উত্তর দিল—সোমনাথের আর একটা কথা তুমি ভুলে গেছ—অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করবার ক্ষমতাও সোমনাথ আমায় দিয়ে গেছে।

কিন্তু তাতে আমার মত দরকার।

তোমার নয়, যারা উপস্থিত থাকবে, সকলের ভোটে তা ঠিক হবে! আমি তাই তোমাদের সকলের সামনে প্রকৃত ব্যাপার বুঝিয়ে বলতে চাই। সোমনাথের হুকুমে আরতি রূপে আজ উদয়ের সঙ্গে জেলে দেখা করতে যাই—তা তোমরা জান। তার সঙ্গে দেখা ক'রে এই বুঝেছি যে মাঝে মাঝে তার সঙ্গে দেখা করা প্রয়োজন।

কাশী উত্তেজিত হ'য়ে বলল—কোন প্রয়োজন আমরা দেখতে পাচ্ছিনে—কী প্রয়োজন তা জানাতে হবে।

আরতি অবাক হ'য়ে বলল—কী প্রয়োজন তা জানাতে হবে!

হ্যাঁ জানাতে হবে। উদয়ের সঙ্গে বার বার তোমার দেখা করতে যাওয়ায় বিপদ আছে। আমাদের সমগ্র দলকে বিপদে ফেলতে চাইলে আমরা সহ্য করতে রাজী নই।

আরতি একদণ্ড চুপ ক'রে থেকে বলল—উদয়কে মুক্ত করা সোমনাথের উদ্দেশ্য—

কাশী বাধা দিয়ে বলল—সে কথা কোথাও সে উচ্চারণ করেনি।

আরতি সহসা দাঁড়িয়ে উঠে দীপ্তকণ্ঠে ব'লে উঠল—তবে কেন সোমনাথ উদয়ের সঙ্গে আমায় দেখা করতে বলেছে? সে কি শুধু উদয়ের সঙ্গে প্রেম করতে?

তখন প্রশান্ত ধীরে ধীরে বলল—ঠিক। সোমনাথ বাবুর উদ্দেশ্য উদয় বাবুকে মুক্ত করা—সব কথা স্পষ্ট ক'রে বলা সোমনাথ বাবুর স্বভাব নয়—তাঁর ইঙ্গিতই যথেষ্ট।

সুশীল বলল—সেজন্য আরতিকে মাঝে মাঝে জেলের অবস্থা জানবার জন্য যেতে হবে। কিন্তু মুসলমান পাড়ায় বিপদের ভয় বেশী। কাশীবাবু, আরতির প্রস্তাব আমি সমর্থন করি।

প্রশান্ত উত্তর দিল—এর চেয়ে যুক্তিপূর্ণ পরিকল্পনা আর কিছু হ'তে পারে না। এ সত্ত্বেও যদি বিপদ আসে তবে আমাদের তা মেনে নিতে হবে—মনে রাখতে হবে যে সোমনাথ বাবুর প্রধান ও প্রকৃত উদ্দেশ্য উদয়বাবুকে উদ্ধার করা। আরতির পক্ষে আমি ভোট দিচ্ছি।

ধন্যবাদ। তবে যা আমাদের ঠিক হ'ল তাই যেন যথাযথ হয়।

আরতি তার দৈনন্দিন কাজ করতে গেল। কাজ শেষ হ'লেই সে শুতে গেল না। সুশীল চ'লে গেলে দরজা বন্ধ ক'রে তবে সে নিশ্চিন্ত।

যখন সে ঘরে এল, তখন রাত্রি প্রায় একটা। অন্যান্য দিন ঘরে ঢুকে গুণ গুণ ক'রে গান করতে করতে তার ঘরটাকে গুছিয়ে নেয়। আজ কিছু হ'ল না; আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল। উদয়ের একটা কথা তার কতবার মনে হয়েছে—সব আমার স'য়ে এসেছিল—তুমি এসে ওলোট পালট ক'রে দিলে। ও কথাটাও কি অভিনয়ের অঙ্গ! আরতি কিছুতেই সায় দিতে পাচ্ছে না। ও কথায় যদি প্রাণ না থাকত তবে

আরতিকে এত চঞ্চল করতে পারত না। সে বোকা নয়; কে তাকে কি চোখে দেখে তা সে জানে—দেখে দেখে পুরুষ সম্বন্ধে তার ধারণা মোটামুটি মিলে যায়। উদয়কে সে কিছুই বুঝতে পারেনি—। সোমনাথের জেল ভেঙে পলায়নের ফলে উদয়কে যে অমানুষিক অত্যাচার সইতে হয়েছে—তার ইতিহাস সে শুনেছে। যেদিন মামুদ মুক্তি পেয়ে তাদের কাছে সবিস্তারে তার উল্লেখ করেছিল—সেদিন হ'তে আরতি একাগ্রমনে উদয়কে চেয়েছে—। উদয়কে না দেখেই ভালবাসতে পারা আরতিরই সম্ভব। তার নিজের রূপ নাই—তাই গুণের দিকেই তার ঝোঁক। সে জানে রূপহীনা নারীকে সাধারণ পুরুষ ভালবাসতে পারে না—; তারা যদি ভালবাসা দেখায় তবে সেটা লালসার ক্ষুধা মেটাবার ফন্দি। উদয় সাধারণ মানুষ নয়—তাকে যদি সত্যিকার ভালবাসতে কেউ পারে, তবে সে উদয়। উদয়ের সঙ্গে দেখা করবার জন্য সোমনাথ তাকে আদেশ দিয়ে গেছে; কেন—উদয়কে মুক্ত করতে? আরতি হাসল, সোমনাথের প্রকৃত উদ্দেশ্য সে ছাড়া আর কেউ বোঝেনি—সোমনাথের ইঙ্গিত একমাত্র সেই বুঝেছে—বুঝেছে যে উদয় তারই—তারই।

বার

নিজের ওয়ার্ডে ফিরে এসেও উদয় স্থির হ'তে পারল না; তার কেবলই ইচ্ছে হচ্ছে হাঁটতে—হাঁটতে হাঁটতে গ্রাম প্রান্তর সব পার হ'য়ে যায়। জেলখানার বাঁধন আর সে সইতে পারছে না। এত যে সদা উৎফুল্ল উদয়—আজ কিছুতে মনকে প্রফুল্ল রাখতে পারছে না। যে মনকে এতদিন বশে রাখতে পেরেছে ব'লে তার অহঙ্কার ছিল, সে মন আর তার নিজের নয়।

আজ জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা—হোক অভিনয় তবু এর মাদকতা সে পূর্ণভাবে উপভোগ করেছে। জীবনের এ দিকটার কথা সে কোনদিন ভাবেনি—আজ অপ্রত্যাশিত ভাবে যা এল, তারমধ্যে যদি সত্য না থাকে তবে সে কিসের জোরে বেঁচে থাকবে! অভিনয় চিরকালই মিথ্যা, তবু তা বুঝতে মন চায় না কেন! কোনদিন সে ভাবেনি, এ উন্মাদনায় যেমন তৃপ্তি থাকে, রিক্ততাও তেমনি প্রচণ্ড।

ঘরের মধ্যে উদয় পায়চারী করতে থাকে। যারা আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল তারা একে একে ফিরে এল; সকলের চোখে মুখে বাঁচবার স্পৃহা যেন নতুন ক'রে জেগে উঠেছে। সে কেন নির্জীব হ'য়ে পড়েছে? তারও ত আজ নতুন জগৎ নতুন স্পন্দন! বার বার সে নিজেকে প্রশ্ন করতে লাগল কেন সে আনন্দে আত্মহারা হ'তে পারে না।

সোমনাথ চুপটি ক'রে ব'সে আছে। ওই আর এক প্রাণী—যার মুখের হাসি মুছে গেছে। তার বাবা নিশ্চয় তাকে উৎফুল্ল করতে চেষ্টা করেছেন। এমন ক'রে এ ছেলেটি যদি নিজেকে দগ্ধ করতে থাকে তবে ভবিষ্যৎ অনিশ্চিৎ। উদয় তাড়াতাড়ি তার পাশে এসে বসল, বলল—সোমনাথ, বাবা কি তিরস্কার করেছেন!

বাবা তেমন লোক নন।

তবে এত দমে গেছ কেন?

কিছুতেই আমি মানিয়ে নিতে পারছিনে, আমার কেবলই কান্না পায়।

মানিয়ে নিতে চাও?

না চেয়ে আর উপায় নেই। বাবা আশা করেছিলেন পুলিশ ভুল বুঝতে পারলেই আমায় ছেড়ে দেবে; আজ শুনলেম আসল সোমনাথ ধরা না পড়লে আমায় ছাড়বে না।

তুমি বুঝি নকল সোমনাথ! ব'লে উদয় হাসতে লাগল। —আমি কিন্তু তোমায় নকল সোমনাথ ব'লে ভাবতে পারব না। তোমার নাম রাখলেম অমল—আজ থেকে তোমায় আমি অমল ব'লে ডাকব।

অমল বুঝতে পারে না কি ক'রে এদের হাসি আসে। অবাক হ'য়ে সে এদের হাসি দেখে।

উদয় বলল—কাল সকালে পরীক্ষা ক'রে দেখব, জেলখানা মানিয়ে নিতে রাজী আছ কিনা। এখন বলত, বাবার সঙ্গে কি কথা হ'ল!

বাবা এম, এ পরীক্ষা দিতে বলছেন—বলেন, পড়াশুনা নিয়ে থাকলে ভাল থাকব।

তোমার কি ধারণা?

ফেল করার বদনাম বড় অপমানজনক—আমি রাজী হইনি। তবু বাবা ব'লে গেছেন দরখাস্ত করতে। কোন দিক থেকে যাতে আপত্তি না উঠে সে ব্যবস্থা তিনি করছেন।

তবে আজ রাত্রেই দরখাস্ত লিখে রাখ, কাল পাঠাতে হবে।

কিন্তু পড়াশুনায় আমার মন বসে না।

সে ভার আমার।

বাইরে কি একটা চীৎকার হচ্ছিল; রাজবন্দীরা সকলে ভীড় ক'রে তাই দেখতে গেল। উদয় জিজ্ঞাসা করল—বাবা, আর কি বললেন?

বললেন, বড় রোগা হ'য়ে গেছি।

তা মিথ্যে বলেন নি। যে হারে রোগা হ'চ্ছ, তাতে কিছুদিন পরে তোমাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। জেলখানার অন্ন বুঝি রোচে না?

সোমনাথ এইবার ম্লান হাসি হাসল।

এমন সময় একজন রাজবন্দী ব'লে উঠল—উদয় দেখবে এস—কয়েদীটাকে কী প্রহারই দিচ্ছে—ম'রে না যায়।

ম'রে না যায়! বল কি! তোমরা তাই দাঁড়িয়ে দেখছ? বলতে বলতে উদয় এসে তার পাশে দাঁড়াল। এক মিনিটও অতিক্রম করেনি—উদয় চিৎকার ক'রে বলে উঠল—রাসকেল, কেন ওকে ওরকম ভাবে মারছ!—আমি একবার ছাড়া পেলে লাথি মেরে তোমার পেট ফাটিয়ে দিতেম।

রাগের বশে উদয় চীৎকার ক'রে যেতে লাগল। ভাষাটা আর ভদ্র থাকল না, যা মুখে এল অনর্গল ব'কে যেতে লাগল। এর ফল উদয়কে তৎক্ষণাৎ পেতে হ'ল। কয়েদীটা রেহাই পেল বটে কিন্তু জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এলেন দল নিয়ে। তার উপর আক্রমণ আরম্ভ হ'তে সেও প্রতিআক্রমণ করল। কিন্তু চারধার থেকে অবিশ্রান্ত প্রহার বর্ষণে উদয় একেবারে লুটিয়ে পড়ল। ওই অবস্থায় সে কয়েকটা পদাঘাতও লাভ করল। উদয় যখন একেবারে নিশ্চল হ'ল তখন বীরবিক্রমে জেল সাহেব প্রস্থান করলেন।

রাজবন্দীরা টুঁ শব্দ করল না; সোমনাথ ভয়ে সন্ত্রাসে ফ্যাকাশে হ'য়ে গেল; তার মনে হ'ল উদয় ম'রে গেছে। উদয়ের নিথর দেহের দিকে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইল।

কয়েকজন পুরাতন রাজবন্দী তাড়াতাড়ি তার সেবা আরম্ভ করল। উদয়কে চিৎ ক'রে শুইয়ে দিতেই তার নাক ব'য়ে রক্তস্রোত ছুটল—সোমনাথ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল; তারপর হঠাৎ সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

মিনিট কয়েক পরে উদয় চোখ মেলে চাইল, তারপর উঠে ব'সে খানিকক্ষণ স্থির হ'য়ে রইল। সোমনাথের দিকে চেয়ে সে বলতে লাগল—এই অমল, চুপ; আচ্ছা ছেলেমানুষ ত? এসব আমার অভ্যেস আছে—কিছু হয়নি আমার। এই রে, আচ্ছা পাগলা ত?

সোমনাথের ফোঁপানি বাড়তে লাগল।

উদয় বলতে লাগল—কোথাকার আদুরে ছেলে বাবা—চুপ কর, নইলে তোমাকেই দুঘা বসিয়ে দেব। এই ছ্যাখ না, আমার কিচ্ছু হয়নি। —বলতে বলতে সে উঠে দাঁড়াল।

সোমনাথ চুপ করল বটে কিন্তু অত্যন্ত অপমান বোধ করল। এই প্রথম সে তিরস্কৃত হ'ল। অভিমানে, দুঃখে সে সেরাত্রে উদয়ের সঙ্গে কথা বলল না; কিন্তু লুকিয়ে লুকিয়ে সে উদয়কে লক্ষ্য করতে লাগল। আশ্চর্য্য! উদয়ের দেহের চামড়া কি গণ্ডারের চামড়ার মত পুরু! এত প্রহারেও তার কোন বৈলক্ষণ্য নাই খাওয়া দাওয়ার পর দিব্বি সে তাশ খেলতে লাগল আর সিগারেট ফুঁকতে লাগল। হাসি ঠাট্টা কিছুরই কমতি নাই।

তারপর কখন সে ঘুমিয়েছে, কখন উদয় শুতে এসেছে তা সে জানে না। ভোরের দিকে ধাক্কা খেয়ে ঘুম ভেঙে যেতে দেখল উদয় তাকে ডাকছে।

উদয় বলল—জেলখানা মানিয়ে নিতে চাও যদি, তবে আমি যা বলব, তাই করতে হবে।

কি করতে হবে?

এস ব্যায়াম করি।

আমি ত কোনকালে এক্সারসাইজ করিনি।

তাতেই ত এমন নন্দদুলাল হ'য়ে আছ—মারামারি দেখলে ভ্যাঁ করে কেঁদে দাও।

কড়াকথা শোনা সোমনাথের অভ্যেস নাই। পূর্ব্বরাত্রের অভিমান আবার জেগে উঠল, বলল—আমি এক্সারসাইজ করব না।

তবে মার আঁচলে মাথা গুজে থাকতে পারলে না?

উদয় আর কোন কথা না ব'লে ব্যায়াম আরম্ভ করল। দেখতে

দেখতে তার পুষ্ট শরীর স্ফীত হ'য়ে উঠল। পুরুষের এমন আকর্ষনীরূপ সোমনাথ পূর্ব্বে দেখেনি—একদৃষ্টে সে চেয়ে রইল।

দম নেবার জন্য উদয় মাঝে একবার থামল। সোমনাথের দিকে চেয়ে বলল—ইচ্ছে হচ্ছে না?

সোমনাথ চুপ ক'রে রইল।

তখন উদয় বলল—অমল, ছেলেমানুষী ক'র না—। নিজেকে তৈরী ক'রে নাও, সত্যিকার মানুষ হও। ভগবান তোমাকে সব দিয়েও বঞ্চিত করেছেন—তাঁর ইঙ্গিত কি বুঝতে পারছ না? তুমি যেভাবে মানুষ হয়েছ, তাতে জগতে টীকে থাকা যায় না। এস, এস তোমার ভাল হবে।

বলতে বলতে উদয় তার হাত ধ'রে টেনে একেবারে দাঁড় করিয়ে দিল।

সোমনাথ বেকুবের মত মুখ ক'রে বলল—আমি যে কিছুই জানি না।

সব শিখিয়ে দিচ্ছি; লজ্জা পাবার কোন কারণ নেই। দেখছ না, সব ঘুমুচ্ছে।

ঘণ্টাখানেক পরে উদয় হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করল—কি রকম মনে হচ্ছে?

সোমনাথ ঈষৎ হাস্য ক'রে বলল—শরীরটা বেশ ঝরঝরে লাগছে।

কয়েক জন রাজবন্দী এইমাত্র উঠে প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করতে গেল। উদয় তাদের গুপ্তস্থান হ'তে একখণ্ড পাউরুটি সংগ্রহ ক'রে আনল। সোমনাথ জিজ্ঞাসা করল—কী হবে?

উদয় উত্তর না দিয়ে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল, তারপর বলল—অমল, মিছে কথা বলা অভ্যাস করতে হবে।

মিছে কথা!

হ্যাঁ হে। আজকালকার জগতে বাকপটুতা মস্ত বড় গুণ—তাতে

মিছে কথা থাকবে ঝুড়ি ঝুড়ি—লোকে জানবে, বুঝবে তবু খুসী হবে। যে মিছে কথায় অপরের ক্ষতি হয়না অথচ নিজের উপকার হয়—তেমন মিছে কথা বলতে পারা আর্ট। তোমাকে আজ থেকেই সুরু করতে হবে।

কিন্তু মা বলেছেন—

মা ত ঠিক কথাই বলেছেন—তিনি শিখিয়েছেন এক যুগ আগেকার কথা। সুকুমার প্রবৃত্তিগুলো সবই তিনি শিখিয়েছেন। হীরে জিনিষটা দামী সন্দেহ নাই কিন্তু কেটেকুটে আংটিতে না বসাতে পারলে কদর হয় না। সদ্‌প্রবৃত্তিগুলো যদি যুগোপযোগী না করতে পার তবে কোন কাজই দেবে না।

যা মিথ্যে তা দিয়ে আবার কি কাজ হয়?

এই ধর আমি পাউরুটি চুরি করেছি। যদি তুমি প্রকাশ ক'রে দাও তবে হয় ত সেদিনের মত প্রহার, নয় সেলে বাস। যদি মিথ্যা কথা বল, তবে কিছুই হবে না।

কেনই বা চুরি করতে গেলেন?

ঘণ্টাখানেক পরে আমাদের লাগবে যে!

আমি ও চুরির মাল খাব না।

তুমি না খেলেও আমার চুরি অভ্যেস যাবে না। আমি না খেয়ে থাকব আর ওরা মজা ক'রে খাবে—এমন সুবোধ বালক আমি নই।

ঘণ্টাখানেক পরে উদয় সোমনাথকে বলল—পাউরুটি বার করব নাকি।

সোমনাথ চারদিক চেয়ে চুপি চুপি বলল—আপনি অন্যদিকে গেলে পাউরুটির খোঁজ হয়েছিল।

তা আমি জানি—তুমি যে আজ প্রথম মিথ্যে কথা বলেছ—তাও ভগবানের খাতায় লেখা হ'য়ে গেছে।

সোমনাথ একেবারে মুষড়ে পড়ল, বলল, জ্ঞানতঃ আজ প্রথম পাপ করেছি—কত শাস্তিই না আমার কপালে আছে।

অজ্ঞানে পাপ করেই যখন মাকে হারিয়েছ, জেল খাটছ তখন সজ্ঞানের পাপে শাস্তি একটু গুরুতর হবে বৈকি।

আপনি কেন তবে আমায় খারাপ করছেন?

তোমার মত নন্দ গোপাল ছেলেকে খারাপ করতে বেশ আনন্দ হয়। এস পাউরুটি খাওয়া যাক।

সোমনাথের বেশ রাগ হ'ল; মনে করেছিল উদয়ের সঙ্গে আর কথা বলবে না। কিন্তু সত্যই পাউরুটি বার করে দেখে বলল—ওরা যে দেখবে!

পাউরুটির গায়ে কি ওদের নাম লেখা আছে?

সোমনাথ একেবারে বিমূঢ় হ'য়ে রইল।

পাউরুটি বার ক'রে উদয় ওদেরই একজনের কাছ হ'তে চিনি চেয়ে নিল। দেখে শুনে সোমনাথ পুলকিত হ'য়ে গেল। ততক্ষণে উদয় নির্লিপ্তভাবে খাওয়া আরম্ভ করেছে; সোমনাথেরও আজ বেশ ক্ষুধা পেয়েছে; সে উপলব্ধি করতে লাগল যে সময় বিশেষে চুরি ক'রে খেলে দোষ নাই।

উদয় বলল—খাবে অমল? তোমার ত ভাই ক্ষিধে পেয়েছে; পেটে ক্ষিধে মুখে লাজ—মেয়েদের মানায়, পুরুষের নয়। দেব?

না।

ভাই, ঠকছ—ভীষণ ঠকছ; ঘণ্টাখানেক পরে টেরটি পাবে, তখন বুঝবে মুখচোরা ভালছেলে হওয়ায় কোন লাভ নেই।

সোমনাথ সারাদিন ভাল ক'রে উদয়ের সঙ্গে কথা বলল না; উদয়কে তার ভাল লাগছে না—সকল সময় উদয় তাকে নন্দ দুলাল, ছিঁচকাদুনে, কলির যুধিষ্ঠির ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে ঠাট্টা করে—। কেউ ঠাট্টা

করলেই তার অত্যধিক অভিমানে কান্না পায়। কেউ তাকে খারাপ বলেবে—তা সে ভাবতেই পারে না।

বিকেলের দিকে একটা গুজব শুনে সে চমকে উঠল; তাড়াতাড়ি উদয়ের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল—কালকের ঘটনার জন্য নাকি আপনাকে তিনদিন সেলে আটকে রাখবে?

উদয় উত্তর দিল—এরা ত আর শ্বশুর বাড়ীর লোক নয়, যে যত অন্যায়ই করি, সহ্য করে নেবে।

কিন্তু সেলে যে ভীষণ কষ্ট—লোকে পাগল হ'য়ে যায়—।

আমি ত আর তোমার মত আদুরে ছেলে নই যে গ'লে যাব!

সোমনাথ অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হ'য়ে উঠে দাঁড়াল। উদয় তার হাতটা ধ'রে ফেলল, বলল—বস, বস।

সোমনাথ বসতেই উদয় আরম্ভ করল—চেহারাটা ত বেশ ফুটফুটে আছে, বড়ঘরেও জন্মেছ—মেয়ে হ'য়ে জন্মালেইত ভাল হত। একটুতে অভিমানও সাজত। কেউ ঠাট্টা বা নিন্দে করলে মুখটা গুমড়ো ক'রে বসতে আর স্বামী বেচারি একেবারে পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ত—চারদিক দিয়েই বেশ মানিয়ে যেত।

সোমনাথের মুখ চোখ একেবারে লাল হ'য়ে উঠল; লজ্জায় সে মাথা তুলতে পারল না।

মেয়ে হ'য়ে জন্মাওনি—বেশ করেছ। পুরুষের মত পুরুষ হ'লেই ত খাসা হয়। এবার যা বলি মন দিয়ে শোন। সেলে যাবার আগে কয়েকটা কথা বলে যাব—যদি তা মেনে চল, তোমারই উপকার হবে; নচেৎ কপালে দুর্গতি আছে। এম, এ পরীক্ষা দেবার হুকুম চেয়ে দরখাস্ত পাঠিও, রোজ ব্যায়াম অভ্যেস কর, দু একটা নির্দ্দোষ মিথ্যে কথা বলতে অভ্যেস কর আর ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে এবং সহ্য করতে শেখ। ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে এবং সহ্য করতে যদি না শেখ তবে

চিরকাল কোণঠাসা হ'য়ে থাকতে হবে। ভাল লাগছে না এসব শুনতে, না?

সোমনাথ ব'লে উঠল—উদয়দা, তুমি চ'লে গেলে আমার যে ভয় করবে।

উদয় তার পিঠ চাপড়ে বললে—দূর পাগলা। ভয় কি! কেউ তোকে কিছু বলতে সাহস করবে না—। তোর উদয়দাকে ভয় করে না কে? আমি যা ব'লে যাচ্ছি, তা যদি করিস, দেখবি একদিন তোকেও সবাই ভয় করবে। সেল থেকে ফিরে এসে পরীক্ষা ক'রে দেখব কতখানি এগিয়েছিস—মনে থাকে যেন।

তের

আজ সুরবালার মত সুখী কে? গোটা বাড়ী তিনি চড়কির মত ঘুরছেন আর নিমন্ত্রিতদের আদর আপ্যায়ন করছেন। অঘোরবাবু আয়েশী লোক, তিনি গণ্যমান্যদের নিয়ে আড্ডাটা বেশ জমিয়ে তুলেছেন। সুরবালার বড় দুঃখ, অঘোরবাবুকে দিয়ে কোন কাজ হয় না—দুজনের কাজ একজনে করলে খাটুনিটা বেশীই হয়।

এদিকে আসতে তিনি দেখেন রক্ষিত সাহেব যাবার উদ্যোগ করছেন। রক্ষিত সাহেব ব'লে উঠলেন, কী আনন্দ আজ পেলেম মিসেস মুখার্জ্জি। খাওয়া দাওয়া ত অনেক জায়গায় জোটে, কিন্তু এমন আন্তরিকতা—দুর্লভ, দুর্লভ।

বলাবাহুল্য প্রত্যেক পার্টিতেই রক্ষিত সাহেব এ কথা ব'লে থাকেন।

সুরবালা খুসী হ'য়ে বললেন—আমার কী সৌভাগ্য যে আপনার সঙ্গ পেয়েছি—বরাবরই যেন এ ভাগ্য আমার হয়।

রক্ষিত সাহেব হেসে বললেন—অমন ক'রে লজ্জা দিলে হয়ত বাধ্য হ'য়ে—।

বাক্য সমাপ্ত করবার প্রয়োজন থাকে না; তাই রক্ষিত সাহেব ওইখানেই থেমে গিয়ে উচ্চহাস্য ক'রে উঠলেন।

এমন সময় মিস বোস হেসে হাজির হলেন; এসেই তিনি বললেন—মিষ্টার রক্ষিত আপনার গাড়ীতে একটু জায়গা হবে?

রক্ষিত সাহেব অত্যন্ত পুলকিত হ'য়ে ব'লে উঠলেন—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই এর চেয়ে আনন্দের কথা কি আছে!

পার্টির শেষে মিস বোস এমন করেই গাড়ীর ব্যবস্থা ক'রে আসছেন। মিস বোস তখন বললেন—মিসেস মুখার্জ্জি, এমন পেয়ার কিন্তু ঢাকা সহরে এই প্রথম; যেমন সূর্য্যেশ, তেমনি রমলা। বিয়েটা কবে হচ্ছে?

বিয়ের তারিখটা এখনও ঠিক হয়নি মিস বোস। জানেন ত ডাঃ মুখার্জ্জিকে, খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কাজ করাতে হয়।

না, না বেশী দেরী করবেন না—শুভস্য শীঘ্রম্। সূর্য্যেশ লোভণীয় ছেলে—অনেকের তার দিকে নজর আছে।

রক্ষিত সাহেব অবিবাহিত পুরুষ; কন্যার মাতাদের ইঙ্গিত ক'রে বললেন—মিস্ বোস ঠিকই বলেছেন—অনেকে খুসী নয়।

সুরবালা সঙ্গে সঙ্গে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁদের সঙ্গে আন্তরিক আলাপ করতে লাগলেন; মিস বোস ও রক্ষিত সাহেব স'রে পড়বার জন্য উসখুস করতে লাগলেন।

ওদিকে পরিস্কার দুটো দল হয়েছে। রমলাকে ঘিরে তার যুবক স্তাবকের দল এবং তরুণীদের মনোরঞ্জনে ব্যস্ত একা সূর্য্যেশ। পার্টির শেষ অধ্যায়টা লম্বা হয়—এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তরুণী

দলে একা সূর্য্যেশকে দেখে অবধি সুরবালা অস্বস্তিবোধ করছেন। মেয়েগুলো যখন আনন্দের আতিশয্যে ঢ'লে পড়ছে, সুরবালা নানা অছিলায় তখনই একবার তাদের মধ্যে ঘুরে আসছেন। আর রমলা যে তরুণদের কাঁচা মাথাগুলো চর্ব্বন করছে, তাতে তাঁর যথেষ্ট অনুমতি আছে।

পার্টির কোথাও ললিতা বা নিবারণকে দেখা যাচ্ছে না। নিবারণ এতক্ষণ পাঠের পড়া তৈরী করবার চেষ্টা করছিল কিন্তু আবহাওয়াটা অনুকূল নয়—তাই বাড়ীর পেছনের বাগানে চলল—সময়টা ওখানেই কাটাবার ইচ্ছা। বাগানের যে দিকটায় বসবার বেঞ্চি আছে, নিবারণ সেইদিকে চলল। বেঞ্চির কাছাকাছি আসতেই হঠাৎ সে থমকে দাঁড়াল ব্যাপারটা ভাল ক'রে বুঝতে না বুঝতেই প্রশ্ন হ'ল—কে?

নিবারণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল—আমি নিবারণ, ললিতা।

এখানে কেন?

নির্জ্জন অন্ধকার উপভোগ করতে আসছিলেম।

তবে অন্যত্র যান, এখানে আমি আছি।

এক কাজ করলে হয় না? বেঞ্চের এক কোণে তুমি বস, আর এক কোণে আমি—কেউ কথা বলব না। তবেই নির্জ্জনতা উপভোগের কোন অসুবিধে হবে না।

তবে আপনি জেনে শুনে এখানে এসেছেন?

জানতে পারলে ত অনেক আগেই আসতেম।

এই বলে নিবারণ চেপে বসল।

বসলেন যে?

সুন্দরী তরুণীর প্রতি বিপদ মহাশয়ের বিশেষ প্রাণের টান আছে—একা দেখলেই হাজির হন।

আমি সুন্দরী নই—।

তাই যা ভরসা।

ললিতা কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলল—এখনও বসে আছেন?

ভাবছি।

ভাববার জন্য কতক্ষণ সময় নেবেন?

তাই ভাবছি।

তবে আপনি ভাবতে থাকুন।

ললিতা উঠে দাঁড়াল; নিবারণ বলল—এটা ত আধুনিকতা নয়।

ললিতা চ'লে যায় দেখে নিবারণ উঠে দাঁড়াল—বেঞ্চটা তোমার একার নয়, আমারও বসবার অধিকার আছে। এমন ক'রে তাড়িয়ে দেওয়াটা বড় শোভন হচ্ছে না।

আমিই ত যাচ্ছি, আপনি থাকুন না।

থাকতে আর দিচ্ছ কৈ? এরপরেও থাকতে গেলে অভদ্রতা হয়।

ললিতা তখনকার মত ব'সে পড়ে বলল—তবে বসুন।

ধন্যবাদ ললিতা। তুমি আমার সঙ্গে কথা বলতে চাও না কেন?

ভাল লাগে না।

কি করলে ভাল লাগে বলতে পার?

তা'ও বলতে পারিনে।

তবে কি করতে জন্মেছ? আর দেখ দেখি রমলাকে!

তবে সেখানে থাকলেই ত পারতেন—এখানে এসেছেন কেন?

মতিচ্ছন্ন, তাই এসেছি।

নিবারণের কথা বলার ভঙ্গিতে ললিতা মনে মনে হাসল; তার মাথায় হঠাৎ দুষ্টবুদ্ধি জাগল, বলল—বি, এস, সি পাশ ক'রে আপনি কি করবেন?

ধান ভানব।

ললিতা ফিক ক'রে হেসে ফেলল; তারপর সংক্ষিপ্ত মন্তব্য—তার বেশী হবেও না।

নিবারণ ক্রুদ্ধ হ'য়ে বলল—হোক না হোক, তোমার কাছে হাত পাততে আসব না।

পাতলেও পাবার আশা নেই।

নিবারণ দাঁড়িয়ে বলল—অত অহঙ্কার মেয়েদের ভাল নয়—।

বাঃরে, যাচ্ছেন যে!

আমার খুসী আসব, যখন খুসী চ'লে যাব; তোমার তাতে কি?

আর যদি বিপদ ঘটে।

ঘটাই উচিত—তবেই তোমার অহঙ্কার কমে।

ললিতা তার সঙ্গ নিয়ে বলল—চলুন; এতক্ষণ ওদের পার্টি শেষ হ'য়ে গেছে—কি বলেন?

শেষ হ'ল না হ'ল, তোমার কি? তুমি বাপ মা মরা গরীব মেয়ে—তেমনি থাক। এই দেখ না আমাকে—সবেতেই আছি অথচ ঠিক গরীব ভাবেই আছি। আভিজাত্যকে নমস্কার—সব সময় অমন ন্যাকামো করতে পারব না।

ললিতা হাসতেই নিবারণ বলল—হাসছ? তবে ওই দেখ। ব'লে নিবারণ বসবার ঘরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করল।

জানালা দিয়ে কক্ষের ভিতরটা দেখা যাচ্ছিল; সেদিকে তাকিয়ে ললিতা বলল, কী! ও ত জ্যাঠামশাই—এখনও বুঝি কেউ আসতে বাকী আছে।

ছাই। চোখের মাথা খেয়ে বসে আছ। পিসেমশাই ঘুমিয়ে গেছেন। বুড়োমানুষ! দেখবার কেউ নেই; কতক্ষণে চাকর আসবে তবে তাঁর গতি হবে।

ললিতা উত্তর দিল—আজ সবাই খুব খেটেছে তাই—

নিবারণ বলে উঠল—আমি কি গোমুখ্যু, কিছু বুঝি না! পিশে-মশায়ের সবই ত তুমি কর। মেয়ে ত ধিঙ্গি, স্ত্রীত ন্যাকামির ডিপো—। কে ক'বার পিশেমশায়ের খোঁজ নেয় শুনি? ও জাতই ওরকম; সবাই আছে, অথচ কেউ কার নয়।

কিন্তু ললিতা নিবারণের বক্তৃতা শোনবার জন্য অপেক্ষা করল না। জানলার বাহির হ'তে নিবারণ সবই দেখতে পেল—কেমন ক'রে মায়ের মত স্নেহে ললিতা অঘোরবাবুকে জাগ্রত করল; তারপর অঘোরবাবুর কোমর ধরে তাঁকে নিয়ে চলল। অঘোরবাবু একহাত দিয়ে ললিতার স্কন্ধদেশ জড়িয়ে ধরলেন, অর্দ্ধজাগ্রত অবস্থায় ললিতার শিরশ্চুম্বন করলেন—সিনেমার ছবির মত সবই নিবারণ দেখল—। তার বড় ভাল লাগল।

চৌদ্দ

পরদিন সকালের দিকে বাড়ীর সম্মুখের বাগানে ললিতা ব'সে ব'সে বই পড়ছে; এত সকালে রমলা বা সুরবালা উঠতে পারেন না। অঘোরবাবু সাধারণতঃ আটটার পরে উঠেন। নিবারণ তার পড়ার ঘরে আছে—মাঝে মাঝে তার পাঠ শোনা যাচ্ছে।

ললিতা খুব মনযোগ সহকারে পড়ছিল; সূর্য্যেশ ফটক পার হ'য়ে লাল সুরকির রাস্তা ছেড়ে সরুপথটা ধ'রে যে ক্রমেই তার নিকটবর্ত্তী হচ্ছে, তা ললিতা জানতে পারল না; একেবারে কাছে এসে দাঁড়াতে ললিতা চোখ তুলে চাইল তারপর ধড় মড় ক'রে দাঁড়িয়ে আশ্চর্য্য হ'য়ে বলল—ওমা! জামাইবাবু যে! এত সকালে? কাল রাত্রে বুঝি ঘুম হয় নি?

সূর্য্যেশ বললে—সত্যি তাই ; তবে রমলার জন্য নয়। তোমার জন্য।

আমার জন্য ! এত সৌভাগ্য আমার ! ব'লে সে হাসল। তারপর বলল, বিয়ের কথা পাকা হ'ল কাল। আর আজই বুঝি দিদির উপর টান ক'মে গেল !

সূর্য্যেশ চোখ টিপে মুচকি হেসে বলল, তোমার উপর আমার টান কিন্তু বরাবরই বেশী।

ললিতা চোখদুটো ছোট ক'রে তাকালো। সূর্য্যেশের মত চোখ মারতে সে জানে না কিন্তু আধুনিক মেয়েদের মত চোখে বিদ্যুৎ খেলাতে জানে—তারই এক ঝলক তার চোখে দেখা গেল, বললে—আহা, একদিন আগে জানালেও একবার চেষ্টা ক'রে দেখতেম।

সূর্য্যেশ একদৃষ্টে ললিতার দিকে তাকিয়ে থাকল ; তার মনে হ'ল, এমন চোখের চাউনি সে এর আগে কোথাও দেখেনি। যে মেয়েদের সাথে তার ঘনিষ্ঠতা, তাদের চোখে লালসার জ্বালা আছে কিন্তু এ মেয়ের চোখে রহস্যের ঝলকানি। সূর্য্যেশের হঠাৎ ইচ্ছা হ'ল ললিতাকে জড়িয়ে ধরে।

ললিতা পরিহাস ক'রে বললে—ভাবছেন বুঝি, বড় ভুল হ'য়ে গেছে !

সূর্য্যেশ হেসে বলল—ভুল ত এখনও সংশোধন করা যায়।

ললিতা সূর্য্যেশের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে অদ্ভুত হাসি হেসে উঠল—তার গোটা শরীরটা যেন একটা দোল দিয়ে গেল। তারপরই সে ব'লে উঠল—বসুন জামাইবাবু ; এক কাপ চা দিয়ে ভদ্রতা রক্ষে ক'রেনি—নইলে দিদি মনে কিছু করতে পারে।

ললিতা আর অপেক্ষা করল না, সে ছুটে চ'লে গেল। সূর্য্যেশ দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারল না ; কি এক মাদকতায়, নেশায় সে বিহ্বল হ'য়ে গেল। ললিতা যদি পালিয়ে না যেত তবে কিছু একটা সে ক'রে ফেলত। সুযোগ বেশী আসে না। সূর্য্যেশ একবার চারিদিক চেয়ে দেখল—

কেউ কোথায় নেই; এত সকালে আর কেউ আসবে না—এমন সুযোগ সে ছেড়ে দেবে না; এত সকালে এসে সে ভালই করেছে।

ললিতা এক কাপ চা নিয়ে এসে বলল—ইচ্ছে করলে বেয়ারার হাতে ট্রেতে বসিয়ে দস্তুরমত প্রাতরাশ সাজিয়ে আনতে পারতেম কিন্তু—

থামলে যে!

ললিতা ঈষৎ হেসে বলল—অন্য কেউ এলে নিশ্চয়ই আপনি খুসী হ'তেন না।

সূর্য্যেশ কটমট ক'রে তার দিকে চাইল; ললিতা ভ্রূভঙ্গি ক'রে বলল—নিজের হাতে তৈরী করেছি—খুব ভাল হয়েছে না?

ডেলিসাস্!

ললিতা ফিক ক'রে হেসে ফেলল।

হাসলে যে!

আনন্দ উপছে উঠছে তাই।

এত খুসী খুসী ভাব কেন? এত আনন্দ ত আগে দেখিনি।

বাঃ এত বড় একটা বিয়ে লাগছে—একটু খুসী হ'তে পারব না?

উঁহু। এ যে তোমার রক্তের মধ্যে খুসীর নাচন—ডুবে ডুবে জল খাচ্ছ নাকি!

ললিতা ভ্রূ কুঁচকে বলল—পুলিশের লোক কিনা, স্বভাবটা ঠিক তৈরী হয়েছে।

সূর্য্যেশ বুঝল, ললিতাকে সে কায়দায় ফেলেছে। বলল—কালকে নিবারণকে নিয়ে কোথায় ডুব দিয়েছিলে—বাগানে না নিজের ঘরে! দুজনে একসঙ্গে উধাও!

ললিতা শুধু বলল—নিজের ঘরে। দেখলেম, বাড়ীর সবাই খুব ব্যস্ত, কেউ ধরতে পারবে না।

সূর্য্যেশ ভিতরে ভিতরে হতভম্ব হ'য়ে গেল; কিন্তু বাহিরে উল্লাস প্রকাশ ক'রে বলল—বস ললিতা; তোমার সঙ্গে কথা ব'লে আনন্দ আছে।

ললিতা বেতের চেয়ারটায় ধপ ক'রে ব'সে পড়ল; তারপর অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে চাপা হাসি কিছু বার ক'রে দিল।

সূর্য্যেশ হেসে বলল—তুমি কাছে থাকলে শরীর শির শির করে। এমন আর কখন হয় না ললিতা; কত মেয়ের সঙ্গেই ত মিশলেম—কখনও বিস্ময় বোধ করিনি। কিন্তু তোমাকে দেখলে আমি যেন স্তব্ধ হ'য়ে যাই—। বলতে বলতে সূর্য্যেশ নিজের চেয়ার ললিতার খুব নিকটে টেনে আনল। ললিতা তা লক্ষ্য করল; হাসি আর চাপা যায় না। কিন্তু এই রুদ্ধ হাসির আবেগ তাকে তার অজ্ঞাতে উত্তরোত্তর মোহিনী ক'রে তুলল।

সূর্য্যেশ বলতে লাগল—মনে হয় তুমি কল্পলোকের নারী—তোমার দিকে চেয়ে আমি চিরকাল এমন ব'সে থাকতে পারি।

সূর্য্যেশের চোখের দিকে তাকানো যায় না—বীভৎস তার ক্ষুধিত দৃষ্টি। ললিতা মুখ নামিয়ে বলল—অত ভনিতা করলে সময় পাবেন না, কেউ এসে পড়বে। তার চেয়ে এক কাজ করুন। আজ সন্ধ্যেয় বাড়ীর সকলে সিনেমায় যাবে, আমি কোন অছিলায় থেকে যাব।

সূর্য্যেশ একদণ্ড স্থির হ'য়ে ললিতাকে লক্ষ্য করল তারপর হা, হা ক'রে হেসে উঠল—অদ্ভুত হাসি; চোখ মুখ যেন দীপ্ত হ'য়ে উঠল। তারপর সিগারেট কেস বার ক'রে, নিজের মুখে সিগারেট গুঁজল; খোলা সিগারেট কেসটা ললিতার দিকে বাড়িয়ে ধ'রে বলল—খাবে নাকি একটা!

রমলা এই সময় বাগানে আসছিল। বিস্রস্ত বসন, বিস্রস্ত কেশরাশি। সূর্য্যেশকে সে লক্ষ্য করেনি, তার হাসির শব্দে থমকে দাঁড়াল। এমন ক্লেদাক্ত ক্লান্তিজড়িত মূর্ত্তি নিয়ে সূর্য্যেশের সম্মুখে সে আসতে পারে

না। তাকিয়ে দেখল সূর্য্যেশ ললিতাকে সিগারেট খেতে দিচ্ছে। শ্যালিকার সঙ্গে রসিকতা! মিষ্টি হাসি তার মুখে ফুটে উঠল। সকলের অলক্ষ্যে সে বাড়ীর ভিতর ফিরে গেল।

সিগারেট ধরিয়ে সূর্য্যেশ বললে—ললিতা, বড় বোকা বনিয়েছি তোমায়—এতক্ষণ যে রসিকতা করছিলেম তা মোটেই ধরতে পারনি। নিবারণকে নিয়ে স্ফূর্ত্তি কর, তাতে আমার কিছু যায় আসে না—। স্ফূর্ত্তি করবার ইচ্ছে থাকলে আমার অভাব কিসের! তবে তোমায় আমার খুব ভাল লাগে—এটা খাঁটি কথা।

ললিতার মুখটা শক্ত হ'য়ে গেল, দাঁতে দাঁত চেপে চোয়াল ব্যথা হ'য়ে গেল; তারপর হেসে বলল—লোকে বলে আপনি বুদ্ধিমান—আজ তার প্রমাণ পেলেম। নিবারণকে এইবার বলতে হয়, বিয়ের আর দেরী করা চলবে না।

সূর্য্যেশ তাড়াতাড়ি বলল—কোন ভয় নেই ললিতা, আমার দ্বারা তোমাদের কোন ক্ষতি হবে না।

আঃ বাঁচালেন। ব'লে ললিতা যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। সূর্য্যেশ কী যেন বলতে যাচ্ছিল, ললিতা তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল—চুপ, দিদি আসছে।

রমলা সাজতে জানে। কিই বা সেজেছে সে, তবু তাকে অপরূপ লাগছে। শাড়িটা গায়ের রঙের সঙ্গে মিশে গেছে; সুগোল সুঠাম বাহুবল্লরীতে যুগান্তের সুষমা—মনে হয় একবার স্পর্শ ক'রে বাঁচি। অবিন্যস্ত কেশরাশির মধ্যে যেন কঠোর বৈরাগ্য বাসা বেঁধেছে। কোথায় লাগে ললিতা! রমলার রূপের জৌলুসে ললিতা নিষ্প্রভ হ'য়ে গেল। সূর্য্যেশের দেখে দেখে আশ মেটে না। এইমাত্র ললিতার মনোরঞ্জনের জন্য সে যে আগ্রহ দেখিয়েছিল,—সূর্য্যেশের মনে হ'ল, তা যেমন মিথ্যা, তেমনি নিষ্প্রয়োজন।

রমলা হেসে বলল—আমি ঠিকই আশা করেছিলেম সূর্য্যেশ, তুমি সকালেই আসবে। কাল রাত্রে যে তোমার ঘুম হবে না, তা আমি বুঝেছিলেম।

সূর্য্যেশ রমলার হাতটা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলল—তোমারও ত ঘুম হয়নি রমলা।

ক্ষেপেছ! আমি কেন ঘুমুব না! কালকের মত পরম নিশ্চিন্ত সুখনিদ্রা আর কোন দিন হয়নি।

ললিতা উঠে দাঁড়াল; সূর্য্যেশ তারদিকে কটাক্ষ ক'রে বলল—ললিতার সঙ্গে একটু প্রেম করছিলেম—আজ আমার সকলের সঙ্গে প্রেম করতে ইচ্ছে হয়।

রমলা ললিতার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল—কিছু লাভ 'ল?

ললিতার হাতের তৈরী এক কাপ চা। আর একটা গান হ'লেই আমি চরিতার্থ হই।

ললিতা হেসে বললে—সেত ঠিক সময়ে শুনতে পাবেন।

রমলা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল,—ললিতা, সিনেমায় যাওয়া ঠিক ত?

ললিতা সূর্য্যেশের দিকে চেয়ে বলল—তুমি ত জান দিদি, ও আমার ভাল লাগে না।

রমলা সূর্য্যেশকে বলল—জান, আজ আমরা সকলেই সিনেমায় যাব—তুমিও সকলের মধ্যে।

সূর্য্যেশ হঠাৎ বলে উঠল—আমি! কিন্তু আমি ত এনগেজড। পুলিশের কাজ—যেতেই হবে, উপায় নেই!

রমলার মুখ বিষণ্ন হ'ল, বলল—তবে আর গিয়ে কাজ নেই।

সূর্য্যেশ ব্যস্ত হ'য়ে বলল—না, না তাহ'লে আমি সত্যই দুঃখিত হব। আমাকে উপলক্ষ ক'রে তোমরা সিনেমায় যাচ্ছিলে—আমি

না গেলে যদি যাওয়া বন্ধ কর তবে আমার আনন্দ আর থাকবে না। দোহাই রমলা, এমন ক'রে আমায় দুঃখ দিও না।

রমলা হেসে বললে—আচ্ছা, আচ্ছা তোমায় অত সঙ্কোচ বোধ করতে হবে না। আর একদিন তবে তোমায় আমায় যাব কেমন ?

সূর্য্যেশ অত্যন্ত অন্যমনস্ক হ'য়ে তাতে সায় দিল। রমলা তা লক্ষ্য করল না কিন্তু ললিতা হঠাৎ খুসী হয়ে উঠল; বাড়ীর দিকে চলতে চলতে সে আনমনে গুণ গুণ ক'রে গান ধ'রে দিল। আপন ঘরে এসে সে ফিক ক'রে হেসে ফেলল—একবার আয়নাতে তার মুখটা দেখে নিতে হয়। মন্দ নয়, তার চেহারায় যৌবনের উজ্জ্বলশ্রী যেন ফেটে বেরুচ্ছে—রমলাদির এ জিনিষ নেই—এক হিসাবে সে রমলাদির চাইতে ঢের বেশী সুন্দর। সে আবার হেসে উঠল।

নিবারণ এই সময় ঘরে ঢুকল; অকারণেই ললিতাকে হাসতে দেখে ব'লে উঠল—খুব যে খুসী খুসী ভাব!

সূর্য্যেশও তাকে ওই প্রশ্ন করেছিল; তার যৌবনশ্রী থাকাতে অল্প আনন্দটাও সবার নজরে পড়ে; রমলাদির তা হয় না—তাদের আনন্দটা ফুটে উঠে শুধু মুখেই—কিন্তু তার উঠে সর্ব্বাঙ্গে—দেহের অণুপরমাণুও খুসীতে টগবগ করতে থাকে।

ললিতা বক্র হেসে বলল—কার না হয়! সূর্য্যেশ বাবুর প্রশংসা শুনতে কী যে ভাল লাগে!

নিবারণ শুষ্কমুখে বলল—হুঁ, তাইত দেখলেম।

ললিতা নিবারণের দিকে চেয়ে রইল, দেখতে দেখতে তার চোখে মুখে বজ্জাতি বুদ্ধি খেলে গেল, বলল—সহ্য হয়নি বুঝি!

না ললিতা তা নয়। আমার দৌড় কতখানি তা আমার সব সময় খেয়াল থাকে।

ললিতা হেসে জিজ্ঞাসা করলে—সব দেখেছেন? খুব কষ্ট হচ্ছিল তখন, নয়?

নিবারণ হঠাৎ চ'টে উঠল—আমাকে খেলাচ্ছ বুঝি? বেশ, তবে আজ হ'তেই সাবধান হলেম।

নিবারণ ঝাঁ ক'রে বেরিয়ে গেল।

রমলার নিকট হ'তে সূর্য্যেশ অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবে বিদায় নিল। ললিতা চলে যাওয়ার পর হতেই সে মনে মনে ললিতার কথাগুলো চিন্তা করছিল; বাহিরে যথাসাধ্য রমলার মনোরঞ্জন করেছে। রমলার মনের অবস্থা এখন এমন নয় যে খুঁটিনাটি বিষয় নজর করে।

ললিতাকে সূর্য্যেশ কিছুই বুঝতে পারেনি, তবু ললিতার ইঙ্গিত অত্যন্ত স্পষ্ট—এত স্পষ্ট যে মাঝে মাঝে তার সন্দেহ হয়। কিন্তু নারীর উপর তার কোন শ্রদ্ধা নাই। কি বড়ঘরের কি ছোট ঘরের মেয়েরা এতাবৎকাল তার কাছে সহজলভ্য হ'য়ে এসেছে—। নারীজাতটার মধ্যে যে মেরুদণ্ড নেই তা সে জানে। তার রূপ আছে, বিত্ত আছে আর আছে তার চাকরির দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ—এমন কোন নারীর খবর সে আজও পায়নি যে তাকে কামনা না করে। নাঃ, ললিতা তাকে ঠিকই যেতে বলেছে।

আশ্চর্য্য এই মেয়ে জাত! নইলে ললিতা এক মুহূর্ত্তে তার করায়ত্ত হয় কিসে! বিস্মিত হওয়ারই বা কি আছে! ললিতার মত ভিজে বেড়াল সে অনেক দেখেছে—এদের উপরটা সাধুতার আবরণ দিয়ে এমন ক'রে আবৃত থাকে যে অন্তরালে কদর্য্যতার সীমা পরিসীমা থাকে না। ললিতা হচ্ছে সেই ধরণের মেয়ে—এমন মেয়ে সব সময়েই পুরুষের কাম্য!

যত বেলা গড়িয়ে আসতে লাগল ততই সূর্য্যেশ উত্তেজিত ও উল্লসিত হ'য়ে উঠল। একসময়ে সিনেমাগৃহে ফোন ক'রে সে জেনে

নিল, রমলারা গেছে কিনা। ম্যানেজার বলল—আপনার জন্য একখানা পাশ পাঠিয়ে দিই।

আচ্ছা দাও—। ব'লে সে ফোন শেষ করল।

পাশ নেওয়ার তার প্রয়োজন ছিল না কিন্তু যে খাতির করতে চায় তাকে হতাশ করা সূর্য্যেশের স্বভাব নয়।

বিকেলের প্রসাধন সে যত্ন ক'রে সারল। আতর গোলাপজলও ছিটিয়ে নিতে ভুলল না। 'পাশ' পকেটে ফেলে সে সোজা অঘোর বাবুর বাড়ীতে এসে হাজির হ'ল। ললিতার ঘর তার চেনাই। ভেজানো দরজা খুলেই সে স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে গেল—ঘরের মধ্যে রমলা, ললিতা ও নিবারণ।

একদণ্ড! তারপরই তার স্বাভাবিক চপল ভঙ্গিতে রমলার পাশে এসে বসল, তার হাতটা মুঠো ক'রে ধ'রে বলল—ঠিক জানি, তুমি আমায় ছেড়ে যাবে না।

ললিতা চটুল হাসি হেসে বলল—ঠিক জানি, আপনি আসবেন,—তাইত কাউকে যেতে দিলেম না। জান রমুদি, সূর্য্যেশবাবুর ধারণা কাল নাকি আমি নিবারণদার সঙ্গে খুব স্ফূর্ত্তি লুটেছি; আজ তাই তিনি আসতে চাইলেন। না বলতে পারলেম না। তোমরা আজ সিনেমায় যাবে—এমন সুযোগ আর কবেই বা পাবেন! তাই এনগেজমেণ্টের দোহাই দিয়ে তোমাকে এড়িয়ে গেছলেন। চল নিবারণদা, তোমার ঘরে।

সূর্য্যেশ হা হা ক'রে হেসে উঠল। সেই হাসির মধ্যে যে কী ভীষণ হিংস্র ভাব ফুটে উঠল তা ললিতা হৃদয়ঙ্গম ক'রে শিউরে উঠল। সূর্য্যেশ বলল—ললিতা, তুমি বড় ছেলেমানুষ। সকালে তোমার সঙ্গে যে রসিকতা করেছিলেম তা তোমাকেও বলেছি, রমলাকেও জানিয়েছি। এনগেজমেণ্টটা তাড়াতাড়ি সারতে পারলে সিনেমায় গিয়ে রমলার সঙ্গে

যোগ দিব—এ ইচ্ছা আমার বরাবর ছিল; তার প্রমাণ হচ্ছে এই 'পাশ'টা।

'পাশ' বার ক'রে সে রমলার হাতে দিল। তারপর বলল—তুমি অতি সাজ্ঘাতিক মেয়ে—তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করাও বিপদ—; ভবিষ্যতে তোমাকে এড়িয়ে চলতে হবে দেখছি। ব'লে সে আবার হেসে উঠল। ললিতার বুক শুকিয়ে উঠল; সে মাথা নীচু ক'রে আসামীর মত দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর সূর্য্যেশ বলল—কিন্তু তুমি অতি হীন জাতের মেয়ে। চক্রান্ত ক'রে আমাকে হেয় প্রতিপন্ন করতে গিয়েছিলে। তুমি কি মনে কর, রমলা আমাকে ভুল বুঝত! রমলা ভুল বুঝলেই যে তোমার সুবিধে হবে—এ ধারণা তোমার কি ক'রে হোল?

তখন নিবারণ ললিতার হাত ধরে তাকে ঈষৎ আকর্ষণ ক'রে বলল—এস, আমার ঘরে।

নিবারণের ঘরে এসে ললিতা কেঁদে ফেল্লে; ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে কাঁদতে লাগল। নিবারণ বেকুবের মত কাছে ব'সে রইল; কথা বলার প্রয়োজন বোধ করলে না। একবার তার ইচ্ছা হয়েছিল ললিতার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়—সে ইচ্ছা সে দমন করল।

ফোঁপানি কিছু কমলে নিবারণ জিজ্ঞাসা করল, ব্যাপার কি ললিতা?

ললিতা ধরা গলায় বলতে লাগল—এ বাড়ী আমায় ছাড়তে হবে। ওই লম্পটটা এ বাড়ীতে জামাই হ'য়ে আসবার আগেই আমায় যেতে হবে—আমি আর কিছুতেই এখানে থাকতে পারব না।

নিবারণ বললে—কিন্তু যাবেই বা কোথায়? পিশিমা তোমার উপর খুসী নন; পিশেমশায়ের এমন সাহস নেই যে তোমাকে বোর্ডিংএ থাকবার খরচ দেন।

ললিতা চুপ ক'রে রইল, তারপর বলল, তবু আমায় যেতে হবে। স্থর্য্যেশ আমাকে সহজে ছেড়ে দেবে না—ওর চামড়ায় লজ্জা নেই, সম্ভ্রম নেই, নির্দ্দয় লম্পট চরিত্রহীন। ও কাউকে ভালবাসতে পারে না; রমুদিকেও ভালবাসে না। আমি ওকে ঠিক চিনেছি। রমুদির কাছে আসল রূপটা ধরিয়ে দেব বলেই এই কাণ্ড করেছিলেম কিন্তু স্থর্য্যেশ শিয়ালের মত ধূর্ত্ত।

নিবারণ বললে—তোমার এত মাথাব্যথা কেন? রমলা পঞ্চাশজন পুরুষকে চরিয়ে বেড়াচ্ছে—তার স্বামী যে হবে সে যদি একশ' মেয়ের সর্ব্বনাশ ক'রে বেড়ায়, তোমার তাতে কি? এত দরদ রমলার জন্য যদি থাকে, তবে আগে তাকে সামলাওগে।

ললিতা বলল—সত্যি, আমি বোকা। কিন্তু আক্রোশে আমি অন্ধ হ'য়ে গিয়েছিলেম। রমুদির উপর দরদের জন্য নয়—স্থর্য্যেশ প্রথম থেকেই আমার পেছনে লেগেছে; ঠাট্টা! লোকে কেবল ঠাট্টাটাই দেখে—ঠাট্টার ছলে ও আমাকে—বলতে বলতে ললিতা একেবারে আগুন হ'য়ে গেল; সে নিবারণকে আক্রমণ করে বলল—তুমি জান না? নিজের বুকে হাত দিয়ে দেখ, তোমরা সব জান অথচ না জানার ভাণ কর। এমন কি আমাকে একলা ফেলে তোমরা দুজনে স'রে পড়েছ। বেশ করেছি, আমি বেশ করেছি—স্থর্য্যেশ যদি আমাকে ঘাঁটাতে আসে তবে আমিও ওকে সহজে ছেড়ে দেব না।

না, তা ক'র না; প্রচুর বিলাসিতার মধ্যেও তুমি বিচ্ছিন্ন ভাবে বাস কর। সব সত্যি কিন্তু আধুনিক মেয়েরা গরীব স্বামী পছন্দ করেন না। তাঁদের চাই বিত্তশালী স্বামী, অপদার্থ হলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু ঐশ্বর্য্যবান স্বামী সংখ্যায় নেহাতই অকিঞ্চিৎকর। যারা গরীব স্বামীর ঘরে আসেন, তাঁরা মানিয়ে নিতে চান না, চাপা আগুনের মত স্বামীকে পোড়ান। একটা বইয়ে পড়েছিলেম—Of all the blessings on

earth, good wife is the best of all. সেই good wife কি আমার ভাগ্যে আছে? আর আগেই ত আমি বলেছি যে বি. এস. সি. পাশ ক'রে ধান ভানার বেশী বিদ্যে হবে না—তুমিও তা স্বীকার ক'রে নিয়েছ।

ললিতা হেসে বলল—ধান ভানার ভার না হয় আমি নিতে পারি—কিন্তু বাঁদরের ভার আমি নিতে পারব না।

নিবারণ তখন কাছে এসে বলল—ধান ভানার ভার তুমি নেবে? তবে তোমায় একটা কথা বলি। আমরা গরীব, তুমিও গরীবের মেয়ে কিন্তু বহুদিন বড়লোকের আওতায় মানুষ হয়েছ; দারিদ্র্যের কষ্ট তোমার হয়ত মনে নেই। সে'ত তুমি মানিয়ে নিতে পারবে না!

ললিতা উত্তর দিল—নিবারণদা, আমি কি তেমন বড়লোকী করি?

নিবারণ মনে মনে ভারি খুসী হ'ল; বলল—ললিতা, আমাদের বাড়ীতে গিয়ে থাকবে? আমার বাবা তোমার জ্যাঠাইমার ভাই বটে কিন্তু প্রকৃতিতে একেবারে বিপরীত। সত্যিকার সম্মান সেখানে তুমি পাবে।

ললিতা চুপ ক'রে রইল দেখে নিবারণ বলল—তুমি হয়ত ভাবছ কি অধিকারে সেখানে যাবে। অধিকার তুমি নিজে তৈরী ক'রে নিতে পার—অবশ্য আমাকে যদি যোগ্য মনে কর। তবে আমি নিজেকে তোমার তুলনায় বাঁদর ছাড়া কিছু মনে করি না—জুটবে—পৃথিবীর সেরা আশীর্ব্বাদ পাবার মত সুকৃতি আমার কি আছে!

ললিতা হেসে বলল—Good wife পেতে হ'লে Good husband হওয়া চাই।

নিবারণ ব'লে উঠল—ঠিক বলেছ। আমি তাই হব, আমি তাই হব। বলতে বলতে নিবারণ যেন মেতে উঠল। তার ভিতরের যত আবেগ, যত আনন্দ সব সে প্রকাশ করে—এমন একটা কাণ্ড তাকে এখনই করতে হবে। —সেটা কি, সেটা কি!

পনের

সোমনাথ জিজ্ঞাসা করল, 'সেলে' কোন কষ্ট হয়নি ত উদয়দা?

কষ্ট! কষ্ট আবার কি! কষ্টত মনের বিকার, তারপরই হেসে উদয় বলল—কেমন দার্শনিক হয়েছি দেখ। তোমার খবর কি? যা যা ব'লে গিয়েছিলেম, তা হচ্ছেত?

সোমনাথ বলল, দরখাস্ত করেছি, ব্যায়াম ও নিয়মিত করেছি, কিন্তু আর দুটো তেমন হচ্ছে না।

অর্থাৎ কিছুই হচ্ছে না। তোমার কপালে কষ্ট আছে।

দাদা, কেউ ঠাট্টা করলে আগে হ'ত অভিমান, আজকাল হয় রাগ। উত্তর দিতে পারিনে ব'লে নিজের উপর রাগও কম হয় না।

খুব ভাল লক্ষণ। নিজের দুর্ব্বলতা টের পেয়েছ যখন, তখন ভাবনা আর নাই। ঠাট্টার উত্তর দিতে গেলে হয় আত্মরক্ষা করতে হয় নচেৎ ঠাট্টাকারীকে উল্টো ঠাট্টা করতে হয়। সে যাক। অমল, খুব তাড়াতাড়ি তোমায় পাকা হ'য়ে নিতে হবে। আমি যেন ক্ষীণ আলো দেখতে পাচ্ছি।

কিসের দাদা?

বলব, বলব, কিন্তু অত্যন্ত গোপনীয়। কোন অবস্থাতেই তা প্রকাশ করা চলবে না—আছে এমন মনের জোর? যদি জেল কর্ত্তৃপক্ষ তা বার করবার জন্য অত্যাচার করে তবুও নয়—। পারবে?

দাদা, মারকে আমার বড় ভয় করে; সেদিন তুমি যা মার খেলে, আমি তা' সহ্য করতে পারব না।

কোনদিন মার খাওনি?

কোনদিন নয়।

তাইত!

উদয় কিছুক্ষণ কি ভাবল তারপর হেসে বলল এমন ছেলে কলিকালে জন্মায় না। আচ্ছা অমল, মেয়েদের সম্বন্ধে তোমার কেমন জ্ঞান আছে?

মেয়েদের!

সোমনাথ একেবারে চুপ ক'রে গেল; বিস্ময়ে যেন সে মূক হ'য়ে গেছে।

হ্যাঁ হে, মেয়েদের। কখন প্রেমে পড়েছ অমল?

প্রেমে!

তুমি যে একেবারে অবাক হ'য়ে যাচ্ছ ভাই। জীবনটায় আছে কী? কিছুই নাই। একমাত্র নারীর প্রেমই পুরুষের জীবনে সার বস্তু—সম্পদ ভোগ বিলাস অতি তুচ্ছ জিনিষ, জান অমল, আমি প্রেমে পড়েছি।

সোমনাথ সন্দিগ্ধচিত্তে জিজ্ঞাসা করল—এই জেলের ভিতর?

হ্যাঁ এই জেলের ভিতর। তাইত আমার কত ভাল লাগছে। অমল, আমি আর প্রাণটা ধ'রে রাখতে পারছিনে—এত আনন্দ। আজ রাত্রে তুমি জেগে থেক—অনেক কথা তোমাকে বলবার আছে।

সোমনাথ ইতস্ততঃ ক'রে বলল—গোপনীয় কথা না হয় থাক; আগে উপযুক্ত হই, তারপর ব'ল।

উদয় একটু হাসল, কোন কথা বলল না। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যার দিকে অতি সামান্য কারণ নিয়ে একজন রাজবন্দীর সহিত

সোমনাথের বচসা আরম্ভ হয়। রাজবন্দীটি উদয়ের নিন্দা করাতে সোমনাথ আপত্তি করে। সামান্ত ব্যাপার; কিন্তু রাজবন্দীটি হঠাৎ উত্তেজিত হ'য়ে সোমনাথকে আক্রমণ করে। এই অতর্কিত আক্রমণে সোমনাথ একেবারে হতভম্ব হ'য়ে যায়। সোমনাথ ঘা কতক খেয়ে একেবারে নেতিয়ে পড়ে। উদয় প্রথম দিকটায় উপস্থিত না থাকলেও শেষের দিকে হাজির ছিল, তবু সোমনাথকে এতটুকু সাহায্য করেনি। প্রহারের ব্যথা সোমনাথের যত না লেগে ছিল, উদয়ের ব্যবহার তার চেয়ে বেশী মর্ম্মান্তিক বেধেছিল। দুঃখে অভিমানে রাগে সে উদয়ের সঙ্গে কথা বন্ধ ক'রে দিল।

রাত্রে সকলে নিদ্রা গেলে উদয় সোমনাথকে খুসী করবার চেষ্টা করতে লাগল; উদয়ের মুখে মৃদু হাসিটা সোমনাথ একেবারে সহ্য করতে পারছিল না। বলল—তুমি ছোটলোক—তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাইনে।

উদয় বলল—তা তুমি ব'ল না। শুধু একবার বল, আমার উপর তোমার রাগ বেশী, না রাখালের উপর।

সোমনাথ উত্তর দিল—আর কয়েকদিন পরে রাখালকে আমি শিক্ষা দিয়ে দিব; কিন্তু তোমার সঙ্গে আজ হ'তে আমার সম্বন্ধ শেষ।

উদয় হেসে বলল—তোমার গায়ের ব্যথাটা বেশী না মনের জ্বালা ?

সোমনাথ বলল—ইচ্ছে হচ্ছে রাখালকে এখুনি দু' ঘা দিয়ে আসি, কিন্তু ওর সঙ্গে আমি পারব না।

না হয় নাই পারলে; তাই ব'লে ঘা কতক দিতে আপত্তি কি,—ওতে মনের জ্বালাটা কিছু কমবে।

তোমার মতলব আমি বুঝেছি। লাগিয়ে দিয়ে মজা দেখতে চাও। ইচ্ছে করে তোমাকেও দু' ঘা দিই।

উদয় 'হা' 'হা' ক'রে হেসে উঠল। তারপর বলল, তাই দাও, তোমার সাহস হোক। একমাত্র সাহসের অভাবে ভারতের চল্লিশ কোটি লোক কী ভাবে তিল তিল ক'রে মরছে দেখছ না?

সোমনাথ বিদ্রূপ ক'রে বলল—সাহস দেখিয়েই বা তোমরা কী রামরাজ্য তৈরী করেছ। তোমরাও কি তিল তিল ক'রে জেলে পচে মরছ না!

উদয় বলল—কোথায় আমরা মরছি? দেখছ না, এত যে পরাক্রান্ত বৃটিশ শাসনতন্ত্র—কত ভয় করে আমাদের; বাহিরে ছেড়ে রাখতে সাহস করে না। আমাদের পিষে মারবার জন্য কত চেষ্টা, কত চক্রান্ত। আমরা ত মৃত্যুঞ্জয় হে।

মৃত্যুঞ্জয়! হুঁ। জেলারের হাতে মার খেয়ে প্রাণ খাবি খায়—মৃত্যুঞ্জয়! বড় বড় কথা খুব শিখে রেখেছ।

সোমনাথের কথা বলার ধরণ দেখে উদয় হেসে উঠল।

তারপর উদয় এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল কিন্তু সোমনাথের ঘুম এল না। আজকের অপমান তার খুব লেগেছে। উদয় ঠিকই বলেছে, দেহের ব্যথা থেকে মনের জ্বালাই তার বেশী। এ জ্বালার শোধ নিতে হ'লে শক্তির প্রয়োজন—সে শক্তি তার নাই। এতদিন শুধু উদয়কে খুশী করবার জন্য সে ব্যায়াম করত, কাল থেকে শক্তি সঞ্চয়ের জন্য উঠে প'ড়ে লাগতে হবে।

সত্যি এদের তুলনায় সে শিশু। তার মা তাকে অমানুষ তৈরী ক'রে গেছেন। উদয়কে তার শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছা হয়—উদয়ই তাকে মানুষ করছে, উদয়ের ঋণ পরিশোধের নয়।

প্রথম যেদিন সে এসেছিল, কত অসহায় ছিল; মনে হয়েছিল সে আর বাঁচবে না। বেঁচে সে এখনও আছে কিন্তু সে অসহায় অবস্থা এখন আর নাই। ঠাট্টা বিদ্রূপ, দুঃখ কষ্ট কিছুই সে সইতে পারত না,

কথায় কথায় তার চোখে জল আসত—আজ কত পরিবর্ত্তন হয়েছে, কত শক্ত হয়েছে, চট ক'রে হতাশ হয় না। জেলে আসা কত বড় অপরাধ ব'লে সে মনে করত—আজ তার কিন্তু অহঙ্কার হয়, মাঝে মাঝে সে গৌরব বোধ করে। কেন এমন হ'ল? তার নিজের চেষ্টায়? ঘুমন্ত উদয়ের দিকে চেয়ে বার বার সে মনে মনে বলতে লাগল—তুমি আমার বন্ধু, বড় আপন; তুমিই আমার আদর্শ, তোমাকে সর্ব্ববিষয়ে অনুকরণ করাই আমার একমাত্র লক্ষ্য।

অতি প্রত্যুষে উদয় ধড়মড় ক'রে উঠে বসল, চোখ দুটো রগড়ে নিয়ে ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখে সে অবাক হ'য়ে গেল—সোমনাথ ব্যায়াম করছে। উদয় জিজ্ঞাসা করল—ব্যাপার কি। এত গরজ?

সোমনাথ কোন উত্তর দিল না।

উদয় একদৃষ্টে তাকে লক্ষ্য করতে লাগল, তারপর হাই তুলে উঠে দাঁড়াল, বলল—তোমার শরীর কিছু ভাল হয়েছে দেখছি।

সোমনাথ উত্তর দিল—ভাল হওয়ার জন্যই লোকে এক্সারসাইজ করে।

বটে! এতদিনে বুঝি চোখ মুখ ফুটছে! ব'লে উদয় হাসল। তারপর সে সোমনাথের সঙ্গে যোগ দিল।

প্রথম দফা ব্যায়াম হ'য়ে গেলে উদয় লম্বা লাফ ও প্রাচীর উল্লঙ্ঘন ব্যায়াম আরম্ভ করল, মুখে বলল—অমল, তুমিও আরম্ভ কর।

ওগুলো শিখে কি হবে?

এই শিখেই সোমনাথ জেল ভেঙে পালিয়েছে। তাছাড়া শরীর এত পাতলা হয় যে হাওয়ায় উড়ে যাওয়া যায়। এ জগতে যা শিখবে, তাই কাজে লাগবে।

সোমনাথ আর দ্বিরুক্তি করল না।

ব্যায়াম শিক্ষা শেষ হ'লে বিশ্রাম নিতে নিতে উদয় বলল—অমল, শারীরিক শক্তির সঙ্গে নৈতিক শক্তি যোগ না হ'লে কোন কাজ করা

যায় না। মনের জোর, সাহসই হচ্ছে পুরুষের প্রকৃত পরিচয়। যত সৎগুণই তোমার থাক না কেন, সাহস যদি না থাকে তবে সব বৃথা। এই যে রাখালের কাছে মার খেয়ে তুমি চুপ ক'রে থাকলে, চেষ্টা অবধি করলে না—শারীরিক দৌর্ব্বল্যই সব নয়, আসলে তোমার সাহসের অভাব। আত্ম-উপলব্ধিই তোমার হয়নি।

সোমনাথ চুপ ক'রে থাকল না, বললে—মিথ্যা ব'লে লাভ নেই। প্রকৃতই আমি একেবারে অপদার্থ—আমার মা-ই আমার সর্ব্বনাশ করেছেন।

উদয় বলল, ভুল, অমল ভুল। এমন ভুল আর কখনও ক'র না। তোমার মা তোমার সর্ব্বনাশ করেন নি। সর্ব্বনাশ তোমার কেউ করেনি। তোমার ভিতর স্বকুমার প্রবৃত্তিগুলো যে গ'ড়ে উঠেছে সে তোমার মায়ের যত্নে। এই উচ্চ প্রবৃত্তি যদি তোমার ভিতর না থাকত, তবে নিজেকে গ'ড়ে তুলবার এই আপ্রাণ চেষ্টা তোমার ভিতর থাকত না। কত ছেলেই ত জেলখানায় আছে তাদের ক'জন আর তোমার মত উদ্যোগী? তোমার প্রচেষ্টার তলে কি তোমার মায়ের শিক্ষা নাই? না অমল, তোমার মায়ের মত বন্ধু পৃথিবীতে তোমার আর হবে না।

সোমনাথ হঠাৎ ব'লে উঠল, মাকে আমি প্রাণ দিয়ে ভালবাসি, কিন্তু এমনভাবে মাকে আমি কোনদিন দেখিনি। তুমি আজ আমার চোখ ফুটিয়ে দিলে। আত্ম-উপলব্ধি কি জিনিষ—এইবার বুঝতে পারছি।

ওদিক থেকে রাখাল ব'লে উঠল—শেয়াল, শেয়াল—সিংহের বদলে শেয়াল। পুলিশের কাজ নেই—কোথা থেকে সিংহ মনে ক'রে শেয়াল ধ'রে নিয়ে এল। নীলবর্ণ শেয়াল আমার রে।

উদয় ব'লে উঠল—অমল, নিজেকে বাঁচাবার ভার নিজের উপরই; কেউ কাউকে বাঁচায় না। অতএব কোন সাহায্য আমার কাছে তুমি পাবে না।

উদয় ঘর ত্যাগ ক'রে যেতে যেতে শুনল—ল্যাংবোট! সারাজীবন ল্যাংবোটী করলেও কিছু হবে না—জন্ম ফিরিয়ে আসতে হবে। ল্যাংবোট চিরকাল ল্যাংবোটই থাকে।

এর পরে প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে উদয় ফিরে এসে অবাক হ'য়ে গেল। সোমনাথ হাসি হাসি মুখে ব'সে আছে। আর রাখালচন্দ্র মাথায় ফ্যাটা বেঁধে শুয়ে আছে।

উদয়কে দেখে রাখাল ব'লে উঠল—উদয়, তোমার জন্যই এমন হ'ল। তুমি আমাকে না নাচালে আমি কক্ষন সোমনাথকে ঘাটাতে যেতেম না।

সোমনাথ ব'লে উঠল—ওঃ এসব তবে তোমার কাজ?

উদয় হেসে বলল—ব্যাপার কি রাখাল?

রাখাল উত্তর দিল—ঠাট্টাটা কড়া হ'য়ে গিয়েছিল; সোমনাথ সহ্য করতে না পেরে একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ব্যায়াম ক'রে ওর গায়ের জোর বেড়েছে।

উদয় শুধু বলল, সোমনাথ অন্যায় করেছে ঠাট্টার উত্তরে ঠাট্টাই উপযুক্ত প্রত্যুত্তর। রাখাল মনে কিছু ক'রনা, বরং একদিন এর প্রতিশোধ নিও।

রাত্রেই সোমনাথ ও উদয়ের গোপন কথা আরম্ভ হ'ল। সোমনাথ বলল, আজ তুমি গোপনীয় কথা বলতে পার, মনে হচ্ছে উপযুক্ত হয়েছি। হঠাৎ যেন মনের জোর হাজার গুণ বেড়ে গেছে।

ভারি খুশী হয়েছি অমল!

দাদা, তোমার পায়ের ধূলো তবে দাও।

জাত যাবে যে?

জাত গেল কোথায়—জাতেই ত আজ উঠলেম!

তখন উদয় পাদুটো বাড়িয়ে দিয়ে বলল, যে বয়সে জেলে এসেছি সে বয়সটা ছিল প্রণাম করবার; এ পর্য্যন্ত কেউ আমার পায়ের ধূলো নেয়নি; আজ বর্ণশ্রেষ্ঠ, বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি সন্তান শ্রীমান সোমনাথ ওরফে অমলচন্দ্র কায়স্থ সন্তান উদয়ের পায়ের ধূলো নিতে চায়। ইতিহাসের পাতায় উল্লেখ থাকার মত ঘটনা।

উদয় হাসতে হাসতে পা গুটিয়ে নিল। তারপর বলল—এই পায়ের ধূলো পাবার জন্য আর একজন উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে। বিংশ শতাব্দীর কমিউনিষ্ট সন্তানরা শুনলে ছি ছি করবে।

কে দাদা? তার সঙ্গে পরিচয় না থাকলেও তাকে আমি শ্রদ্ধা করব।

বটে! দেখ, যেন তাকে ভালবেসে ফেলো না 'রাইভাল' দাঁড়াবে। এই ব'লে উদয় একটা চিঠি সোমনাথের হাতে দিল।

চিঠির ভাঁজ খুলে ইতস্ততঃ ক'রে সোমনাথ বলল, মেয়ে হাতের লেখা—পড়ব?

নিশ্চয়।

চিঠিতে লেখা ছিল:—

'তোমার সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা না বলতে পেয়ে দম আটকে আসে। পুলিশের সামনে কথা ব'লে তৃপ্তি নেই। জেলখানার বাইরে কি তোমাকে পাওয়া যায় না? বাঙলা মায়ের তুমি বীর সন্তান—জানি, তুমি ইচ্ছা করলে তোমাকে কেউ আটকাতে পারবে না। তুমি কি প্রতিজ্ঞা করতে পার না যে জেলের বাইরে তুমি একবার আমার কাছে এসে দাঁড়াবে? জেলের ভিতরে একটা ধূমায়মান ব্যাপার চলছে—তার সুযোগ নাও—আমিই বা তোমার কি সাহায্য করতে পারি জানাও। যদি জানতেম যে ধরা পড়লে আমাকে

তোমার ওয়ার্ডে রাখবে তবে এতদিন তোমার পাশে হাজির হতেম। তোমার পায়ের ধূলো নিতে না পারলে সুখ নেই।'

সোমনাথ স্তব্ধ বিস্ময়ে চিঠিটার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল—চমৎকার।

শুধুই চমৎকার—আর কিছু নয়?

সোমনাথ আবার বলল—চমৎকার; এর তুলনা হয় না। কি ক'রে তোমার হাতে এল?

পরে জানতে পারবে।

ধূমায়মান ব্যাপারটা কি দাদা?

উদয় ঈষৎ হেসে সোমনাথকে একটুক্‌রো কাগজ দিল। সোমনাথ পড়তে লাগল :—

'কয়েদীদের উপর অত্যাচার ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। একমাত্র আপনাকেই আমরা বন্ধু ব'লে জানি। আমরা কি করব—উপদেশ দিন।'

চিঠি দুটো হাতে ক'রে সোমনাথ স্তম্ভিত হ'য়ে ব'সে রইল। উদয় কোন কথা বলল না, সোমনাথের হাত হ'তে চিঠি দুটো নিয়ে সে পকেটে রাখল; তারপর বলল—এস শোয়া যাক।

সোমনাথ বলল—কিছুই ত স্পষ্ট হ'ল না।

আজ নয়, আর একদিন। এবার ঘুমাও।

উভয়ে পাশাপাশি শয়ন করার পর কিছুক্ষণ অতিবাহিত হ'ল। উদয় অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে ডাকল—অমল?

উঁ।

জেগে থেকো।

সোমনাথের তন্দ্রা ছুটে গেল; সে ব্যস্ত হ'তেই উদয় চাপা 'সস্‌-স্‌' ধ্বনি করল। সোমনাথ স্থির হ'য়ে পড়ে রইল বটে কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে তার সর্ব্বশরীরে রোমাঞ্চ হ'তে লাগল।

ভোল

জেলখানার পেটা ঘড়িতে তিনটে বেজে গেছে কিছুক্ষণ। সোমনাথ স্থির হ'য়ে পড়ে আছে; কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নাড়তেও সাহস হয় না। অথচ উদয় বেশ পাশ ফিরে শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে।

যতই সময় অতিবাহিত হ'তে লাগল ততই সোমনাথের ভয়ের ভাবটা কাটতে লাগল। তারপর একসময়ে তার মনে হ'ল উদয় রসিকতা করেছে। উদয়ের কোন্ কথা যে রসিকতা, কোন্ কথা যে রসিকতা নয় তা আজও সোমনাথ বুঝে উঠতে পারল না। এরপর নিশ্চিন্ত হ'য়ে সে ঘুমাবার চেষ্টা করল।

মৃদু ধ্বনি! সোমনাথের তন্দ্রা ছুটে গেল, কাণ খাড়া ক'রে সে পড়ে রইল। মনে হ'ল কে যেন পা টিপে টিপে ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হয়ত কোন রাজবন্দীর বাইরে যাবার দরকার হয়েছে। তথাপি সোমনাথ মাথা ঘুড়িয়ে দেখবার সাহস করল না।

এদিকের দেওয়ালে একটা ছায়া পড়ল। যতদূর সম্ভব চক্ষু নিমীলিত ক'রে সোমনাথ সেই ছায়ার দিকে চেয়ে রইল। ছায়ামূর্ত্তি অগ্রসর হচ্ছে—অত্যন্ত সন্দেহজনক তার গতিভঙ্গি। সোমনাথ চিনবার চেষ্টা করল—অর্দ্ধকুব্জ ছায়া দুলে দুলে অগ্রসর হচ্ছে—সোমনাথের বুক দুরু দুরু কেঁপে উঠল। এর উদ্দেশ্য কি?

দেওয়ালের অর্দ্ধেক ছায়াতে ভ'রে গেলে সোমনাথের মনে হ'ল, কে যেন তার পায়ের দিকে এসে দাঁড়িয়েছে। তাকে অতিক্রম ক'রে লোকটি উদয়ের পার্শ্বে হাজির হ'ল, তারপর উবুড় হ'য়ে বসে উদয়ের পকেট অনুসন্ধান করতে লাগল। এতক্ষণে সোমনাথ এর উদ্দেশ্য বুঝতে পারল—। সর্ব্বনাশ চিঠি দুটো পুলিশের হাতে পড়লে উদয়ের

রক্ষা নাই! উদয়কে জাগানো দরকার! সোমনাথ একেবারে ঘেমে উঠল। কি সে করবে!

বুক পকেটে হাত ভরতে না ভরতেই লোকটা 'ওঁক' ক'রে একটা শব্দ করল। সোমনাথ বিস্মিত হ'য়ে দেখল, উদয়ের ডান হাতের মুষ্টি প্রচণ্ডবেগে লোকটার তলপেটে প্রবেশ করল; পরমুহূর্ত্তে বাম হাতে উদয় লোকটার গলার নিকট শার্টটা ধ'রে টান দিল এবং ডান হাতের আর একটা মুষ্টি তীব্রবেগে তার থুতনির উপর পড়ল। ওই আঘাতেই লোকটা কাৎ হ'য়ে পড়ে গেল। ততক্ষণে উদয় একেবারে তার বুকের উপর উঠে বসেছে।

সোমনাথ উঠে বসল। ঘরের অন্যদিকে চেয়ে সে একেবারে বিমূঢ় হ'য়ে গেল। আরও তিনজন রাজবন্দী মাথা উঁচু ক'রে এ দৃশ্য দেখছিল; শায়িত অবস্থা হ'তে এইবার তারা লাফ দিয়ে উঠে দৌড়ে তাদের দিকে আসতে লাগল; একজন বাঁশীতে অনবরত ফুৎকার দিতে লাগল সেই ধ্বনিতে প্রহরীদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। তারাও পুলিশ বাঁশী বাজাতে লাগল। তখন জেলখানার নানাস্থানে এলোমেলো বাঁশীর ধ্বনি কানে আসতে লাগল। তারপরই জেলখানার পাগলা ঘণ্টা ঢং ঢং শব্দে ক্রমাগত বাজতে লাগল। একটা অদ্ভুত ত্রাসের মধ্যে গোটা জেলখানা যেন দুলে উঠল।

সোমনাথ একেবারে হতভম্ব হ'য়ে গিয়েছিল। কিন্তু উদয়ের অবস্থা দেখে জ্যামুক্ত তীরের মত আততায়ীদের উপর লাফিয়ে পড়ল। উদয়কে দুজন একেবারে জাপ্টে ধরেছে, আর একজন তার পকেট থেকে চিঠি দুটো বার করবার চেষ্টা করছে—এমন সময় সোমনাথ লাফ দিয়ে সেই তৃতীয় ব্যক্তির ঘাড়ে পড়ল—দুজনে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। এদিকে উদয় আপনাকে মুক্ত ক'রে ঘুষির পর ঘুষি চালাতে লাগল। কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত একটা হুড়োহুড়ি ভিন্ন কিছুই বোঝা গেল না। ফট, ফাট

ঘুষি কিল চড় চাপড় গোঙানি ছাড়া অন্য শব্দ শোনা গেল না। অন্যান্য রাজবন্দীরা জেগে উঠে উদয়ের দলে যোগ দিতে গিয়েছিল—উদয় তাদের বারণ করেছে, বলেছে—তোমরা এতে জড়িও না।

ওয়ার্ডের লোহার ফটকের কাছে গোলমাল বেড়ে গেছে—অনেক লোকের কণ্ঠ শোনা যায়। উদয় ও সোমনাথের তা খেয়াল নাই। তারা এখন বিজয়ী, কিন্তু বিজিতদের দয়া করার পক্ষপাতী নয়; ভূপতিতদেরকে তারা নির্ম্মমভাবে প্রহার করতে লাগল। রাখাল বলল—করছ কি, ম'রে যাবে যে?

রাজবন্দীদের সকলে একবাক্যে রাখালের প্রতিবাদ ক'রে উঠল—মার, মার শালা গোয়েন্দা—একেবারে শেষ ক'রে দাও।

ঝন ঝন ক'রে লোহার গেট খুলে গেল।

সেই শব্দে সোমনাথের চমক ভাঙল। সে তাড়াতাড়ি ব'লে উঠল—উদয়দা, চিঠি দুটো?

উদয় তৎক্ষণাৎ চিঠি দুটো বার ক'রে পাকিয়ে একটা ছোট কুণ্ডলী ক'রে ফেলল, তারপর সেটাকে মুখের ভিতর চালান দিয়ে চিবুতে চিবুতে গিলে ফেলল। সোমনাথ বিস্ময়ে থ' হ'য়ে গেল।

পুলিশের অত্যাচার উভয়েই ধীর ভাবে গ্রহণ করল। সোমনাথ অপরূপ দৃঢ়তা প্রকাশ করল। জেরার পর জেরা ক'রেও পুলিশ সোমনাথের কাছে কিছু আদায় করতে পারল না।

সেই রাত্রেই উভয়কে দুইটি পৃথক 'সেলে'-এ চালান করা হ'ল।

এ অভিজ্ঞতা সোমনাথের নতুন। বেলা নয়টা অবধি সে গভীর নিদ্রা গেল। জেগে উঠে দিনের আলোয় 'সেল'-এর ভিতর সে লক্ষ্য করতে লাগল, একলা থাকাটা তার কঠিন হবে ব'লে মনে হয় না। তার মনে যেন তৃপ্তির ছাপ লেগেছে—। সে যে অপদার্থ নয়—এই ভাবতেই তার কত

আনন্দ। নিজের কৃতিত্বে নিজেই আপনাকে সে বাহাদুরী দিতে লাগল।

তারপর বিকেল গড়িয়ে এসেছে; বিশেষ তার কষ্ট হয়নি। কথা না বলতে পারার একটা দুঃখ তার মনে জমা হচ্ছে। যদি নেহাৎ কষ্ট হয় তবে রবীন্দ্রনাথের কবিতা জোরে জোবে আবৃত্তি করবে।

একটা কবিতা আবৃত্তির পর সোমনাথকে কে যেন 'অমল' বলে ডাকল। নিশ্চয়ই উদয়; তবে পাশের 'সেল'এ সে আছে।

উদয় চীৎকার ক'রে বলল—অমল, ভাল আছ?

হ্যাঁ।

কষ্ট হচ্ছে না ত?

বিশেষ নয়।

প্রয়োজন হয় ত, চীৎকার ক'রে বল—কারু নিষেধ গ্রাহ্য ক'র না।

আচ্ছা।

যদি বই থাকত, তবে সোমনাথের কোন কষ্ট হ'ত না। কালকে এদের কাছে বই চাইবে। এই সময়ে এম, এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তত হওয়ার সুযোগ ছিল ভাল।

পরদিন প্রাতে উদয় পাশের ঘর হ'তেই বুঝতে পারল যে সোমনাথ ব্যায়াম করছে। সেও ব্যায়াম আরম্ভ করল। তারপর বিশ্রাম নিতে নিতে তার হেড়ে গলায় গান আরম্ভ হ'ল।

অপরাহ্ন তিনটার সময় সে একটা চিঠি পেল। জানতে পারল সে রাত্রে কয়েদীরাও সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার জুড়ে দিয়েছিল; তার ফলে তাদের অনেক অত্যাচার সইতে হয়েছে। জেলকর্ত্তৃপক্ষ একটা বিদ্রোহের আশঙ্কায় ভীত হ'য়ে উঠেছে। কয়েদীরা তা বুঝতে পেরে মরিয়া হ'য়ে উঠেছে। উদয়ের উপদেশপূর্ণ একটা চিঠির প্রয়োজন,

নইলে কেউ শান্ত হ'তে চায় না। চিঠির উত্তর কি ক'রে পাঠাতে হবে, তারও নির্দ্দেশ দেওয়া আছে।

উদয় তাড়াতাড়ি একটা চিঠি লিখল :—

বন্ধুগণ, তোমরা এক হও। সময় পূর্ণ হ'লে আমি তোমাদের জানাবো। এর মধ্যে এমন শান্ত হ'য়ে থাকবে যেন জেলকর্ত্তৃপক্ষ কোন সন্দেহ না করতে পারে। তোমাদের মধ্যে যারা জেলের বাহিরে খাটো, তারা শান্ত্রীদের খুব মেনে চল; প্রত্যেকের প্রিয়পাত্র হওয়া চাই—তাদের সাহায্যই বেশী দরকার হবে।

চিঠি পাঠিয়ে দেওয়ার পর উদয় ভাবতে বসল—কেমন ক'রে আরতিকে কাজে লাগান যায়। বেশী বিপদের কাজে আরতিকে লাগানো তার ইচ্ছা নয়; তবু কতকগুলো বিশেষ প্রয়োজনীয় সংবাদ আরতির সাহায্যে জানতে হবে। মনে মনে তার একটা ফিরিস্তি সে ক'রে ফেলল—।

এমন সময় সোমনাথের গলা পাওয়া গেল।

উদয় উঠে এসে দরজার কাছে দাঁড়াল—কী খবর অমল?

পরীক্ষা দেওয়ার হুকুম এসেছে—বইগুলোও বাবা পাঠিয়ে দিয়েছেন।

তোমার বাবার ক্ষমতা আছে দেখছি।

আমি মনে করেছি পরীক্ষা অবধি এখানেই থাকব তাতে পড়াশুনা ভাল হবে।

তোমার বাবার সঙ্গে দেখা হ'লে সেইরকম ব্যবস্থা করতে ব'লে দিও। আর ব'ল, যেন পরীক্ষার পর জেনারল ওয়ার্ডে তুমি ও আমি একসঙ্গে থাকতে পারি। টাকায় সব হয়।

আচ্ছা।

দুদিন পরে সুমথবাবু পুত্রের সঙ্গে দেখা ক'রে ফিরছিলেন। জেলখানার ফটক অবধি একটা মেয়ে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে এল।

অপাঙ্গে মেয়েটির বিষণ্ণ বদন লক্ষ্য করে তাঁর কেমন মায়া হ'ল। তাঁর জন্য ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে; ট্যাক্সিতে উঠতে গিয়ে তিনি থেমে গেলেন। মেয়েটি ততক্ষণ এগিয়ে গিয়েছিল; লম্বা পা ফেলে তিনি মেয়েটির পাশে এসে দাঁড়ালেন, বললেন—জেলখানায় তোমার কে আছে মা?

আরতি মুখ তুলে চাইল। অন্য সময় হ'লে সে যথার্থ উত্তর দিত না। সুমথবাবুর দিকে চেয়ে তার বড় ভক্তি হ'ল, বলল—আমার স্বামী।

স্বামী! সুমথবাবু বিস্ময়ে তার কুমারী পোষাক লক্ষ্য ক'রে বললেন—ওঃ। তোমার স্বামীও কি রাজবন্দী?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

সুমথবাবুর মন মুহূর্ত্তে ভারি হয়ে উঠল; জিজ্ঞাসা করলেন—কবে তিনি মুক্তি পাবেন?

আরতি হাসল।

সুমথবাবু ওই হাসিতেই সমস্ত উত্তর পেলেন। কত মেয়ের স্বামী, কত মায়ের ছেলে এমন ভাবে সারাজীবন জেলখানায় কাটিয়ে দিচ্ছে, তার সংখ্যা নাই। এদের জন্য কোনকালেই তিনি ভাবেন নি; সংবাদপত্রে এদের সংবাদ থাকলে কখন তা পড়েননি। আজকাল এদের সম্বন্ধে যে কোন সংবাদই মন দিয়ে পড়েন। আরতিকে লক্ষ্য ক'রে বললেন, আমিও তোমারই মত ভাগ্যহীন মা। আমার ছেলেও বিনাবিচারে বন্দী—পুলিশ ভুল ক'রে তাকে ধরেছে, তবু ছেড়ে দেবে না। কী অন্যায়!

আপনার ছেলে!

হ্যাঁ মা। আমার পুত্রের মত নিরীহ, নির্জ্জীব ছেলেকেও যে পুলিশ এত ভয় করতে পারে—এ একেবারে বিশ্বাস করা যায় না।

তাঁর নাম কি জানতে পারি?

কেন পারবেনা মা, তার নাম সোমনাথ। তোমার স্বামীর নাম? থাক স্বামীর নাম ত মেয়েরা উচ্চারণ করে না।

আরতি ধীরে ধীরে বলল—আমার স্বামীর নাম উদয়।

উদয়! কী আশ্চর্য্য! আজই সোমনাথ বলেছে যে জেনারল ওয়ার্ডে তারা দু'জন যেন একসঙ্গে থাকতে পায় তারই ব্যবস্থা করতে। উদয়কে আমি চিনি না তবু এটা বুঝেছি যে সেই আমার ছেলেকে কিছু মানুষ করেছে। প্রথম যখন সে জেলে এসেছিল, আমার সন্দেহ হয়েছিল হয়ত সোমনাথ বাঁচবে না; আজ সোমনাথকে দেখে মনে হ'ল, জেলখানা যেন কিছুই নয়। চল মা, আমার গাড়ীতে। তোমাকে আমি পৌঁছে দেব।

আরতি ইতস্ততঃ করতে লাগল। সুমথবাবু বললেন—আমাকে কি তোমার ভয় করছে?

আরতি হেসে বলল—আপনাকে নয়, ট্যাক্সি ড্রাইভারকে। আমার ঠিকানা কাউকে জানান আমার ইচ্ছা নয়।

সুমথবাবু বললেন—বেশ, সদর ঘাটের কাছে ট্যাক্সি ছেড়ে দেব—এস।

গাড়ীতে সুমথবাবু আরতির সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানতে পারলেন না। আরতির অত্যন্ত সাবধানতার কারণ তিনি বুঝতে পারলেন না। ট্যাক্সি বিদায় ক'রে তিনি বললেন, এবার কি করব তাই বল।

আমি একাই বাড়ী যেতে পারব।

তা'ত জানি; কিন্তু তোমায় যে আমার ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে না!

আরতি হেসে বললে—তবে আসুন; অনেকখানি হাঁটতে হবে কিন্তু।

সুমথবাবু হেসে বললেন—আমার ছেলেকে দিয়ে আমাকে বিচার ক'র না মা, তবে ঠকবে।

আরতি মৃদু হেসে নিরুত্তর রইল।

আরতির বাড়ী হ'তে বেরুতে রাত্রি প্রায় দশটা হ'ল। রাত্রের খাওয়াটা তিনি সেখানেই সারলেন। পরিচয় যত ঘনিষ্ঠ হ'ল উভয়ে উভয়ের প্রতি ততই আকৃষ্ট হলেন। চ'লে আসবার সময় আরতি হঠাৎ বলল—আপনার কাছে আমি অপরাধ করেছি; তা স্বীকার না করলে অপরাধ আরও বেড়ে যাবে। আমার যে পরিচয় আপনাকে দিয়েছি, তা সব মিথ্যে।

সুমথবাবু বললেন—নিজের প্রয়োজনে মিথ্যে বললে অপরাধ হয় না মা।

তবু আপনাকে সত্যি কথা না বললে আমি থাকতে পারব না।

সুমথবাবু তখন চৌকির উপর ব'সে বললেন—তবে বল।

আরতি তখন আরম্ভ করল—সংসারে আপন জন বলতে আমার কেউ নেই। প্রশান্তও আমার ভাই নয়, উদয়ও আমার স্বামী নয়।

আরতি কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইল; সুমথবাবু কিছুই বললেন না দেখে সে আবার বলতে লাগল।—যে সোমনাথের বদলে আপনার ছেলে আজ কারাজীবন ভোগ করছেন, তাকে আমরাই জেলে ভেঙে পালিয়ে আসবার সাহায্য করি উদয় ছিল প্রধান হোতা। বছর তিনেক হ'ল আমি এদের সঙ্গে যোগ দিয়েছি; তার আগেই আমি বি-এ পাশ করি। জীবিকার জন্য কয়েকটা স্কুলেও মাষ্টারি করেছি, কিন্তু মানুষের নির্লজ্জ কামনার জন্য আত্মসম্মান নিয়ে চাকরি করা যায় না—। এ বিষয়ে রূপহীনা যুবতীর ন্যায় হতভাগ্য কেউ নয়—আমাদের বিয়ে করতে চায় না কেউ, ভোগ করতে চায় সকলে। কিন্তু এ পথে এসেও সে অবস্থার উন্নতি হ'ল না। আমাকে নিয়ে হ'ল পরস্পরের মধ্যে হিংসা আর

অবিশ্বাস—। সোমনাথের এত সাধের এত কষ্টের গড়া জিনিষ আমার জন্য ভেঙে যেতে বসেছে।

সুমথবাবু লক্ষ্য করলেন আরতি যেন প্রাণহীন প্রতিমার মত নিস্পন্দ হ'য়ে আছে—এতটুকু আবেগ নাই, রাগ নাই, দুঃখ নাই। পরণের সাধারণ শাড়িটা দেহের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে আরতি পাথরের মূর্ত্তির মত স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে। সুমথবাবু শুধু বললেন—তারপর।

আরতি বলতে লাগল—সোমনাথ আশা করেছিল, দলের কাউকে আমি বিয়ে করলেই সব মিটে যাবে—হয়ত যেতোও; কিন্তু কাউকে ভালবাসতে পারলেম না—। সোমনাথ আমায় নিয়ে আজ বিপদে পড়েছে—এক সময়ে প্রাণকে তুচ্ছ ক'রে অনেক দুঃসাহসের কাজ করেছি—যা কাউকে দিয়ে সম্ভব হয়নি, আমি তা সমাধা করেছি—। অথচ আজ সোমনাথও সুখী নয়, আমিও শান্তি পাচ্ছিনে। এমন সময় সোমনাথের নির্দ্দেশে উদয়ের সঙ্গে জেলখানায় দেখা করতে গেলেম; উদয়ের সঙ্গে আমার সেই প্রথম দেখা, হয়ত শেষ দেখা। আজ আমার উদয় ছাড়া কোন চিন্তা নেই।

সুমথবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—উদয়ের ত আর পাঁচ বছরের মেয়াদ বাকী, নয় মা?

আরতি ক্ষীণ হাসি হেসে বললে—পাচ বছর! জীবনে সে কোন কালেই মুক্তি পাবে না। পাঁচ বছর পরে মুক্তি পেলে জেলখানার বাইরেই পুলিশ আবার তাকে গ্রেপ্তার করবে।

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধভাবে কাটলে আরতি আবার আরম্ভ করল—আজ আমি যাবই বা কোথায়! এ দলে আমার স্থান নেই, সংসারে মাথা গুঁজবার জায়গা নেই—গোয়েন্দা দিনরাত্রি আমার খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। জেলে যেতে আমার ভয় নেই কিন্তু একবার, একবার শুধু উদয়কে কাছে পেতে চাই।

আরতি এই সময় বিচলিত হ'য়ে উঠল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সামলে নিয়ে বলল—যা আপনার সামনে বলা যায় না তাও নির্ল্লজ্জের মত ব'লে চলেছি ; কেন বলছি তাও জানিনে।

সুমথবাবু আরতির নিকট এগিয়ে এলেন, তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন—পৃথিবীর সকল দরজা তোমার বন্ধ হ'য়ে গেছে। কিন্তু আমার দরজা তোমার জন্য চিরকাল খোলা থাকবে। ভয় কি মা, মেয়ের দাবী নিয়ে যখন গিয়ে সেখানে দাঁড়াবে, তখনই স্থান মিলবে। যে মুহূর্ত্তে আমায় খবর দেবে তখনই আমি গিয়ে তোমায় নিয়ে আসব। কাল আমি কলকাতায় যাব—আজ আর দেরী করব না।

যাবার সময় সুমথবাবু তাঁর ঠিকানা দিয়ে গেলেন।

সুমথবাবু চ'লে যেতেই প্রশান্তকে দেখা গেল। সে কোন রকম ভূমিকা না করেই বলল—আরতি, আজ যদি আমার হাতে রিভলবার থাকত, তবে তোমায় গুলি ক'রে মারতেম।

আরতি চোখ মুখ শক্ত ক'রে বলল—রিভলবার পাওয়া ত তোমাদের কাছে কিছুমাত্র শক্ত নয়!

প্রশান্ত বলল—তা জানি; তবু কেন সে চেষ্টা করছিনে তা নিজেই বুঝতে পারছিনে। এই ব'লে প্রশান্ত নিজের ঘরে চ'লে গেল।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে আরতি বলল—হায় ভগবান, শেষে প্রশান্তও!

দ্বিতীয় পর্ব্ব

এক

গভীর রাত্রে জেনারেল ওয়ার্ডে পাঁচ ছয়জন রাজবন্দীর মধ্যে চুপি চুপি আলোচনা চলছিল।

উদয় বলল—সোমনাথ ঢাকায় এসেছে।

সকলের মধ্যে আনন্দের স্রোত ব'য়ে গেল। দু একজন ব'লেই ফেলল—আঃ তবে আর আমাদের ভয় নেই।

উদয় বলল—সত্যি ভয় নেই। সে এসেই চমৎকার ব্যবস্থা করেছে। আরতি ঢাকা সহরের এক সুন্দর মানচিত্র পাঠিয়েছে—মানচিত্র দেখলেই বুঝতে পারবে কত নিখুঁৎ ব্যবস্থা।

উদয় মানচিত্র খুলে সামনে রাখল, তারপর অঙ্গুলী নির্দ্দেশ ক'রে বলতে লাগল—চিহ্নিত স্থানগুলিতে আমাদের লোক থাকবে; কোনপ্রকারে এই সব জায়গায় উপস্থিত হ'তে পারলে আমাদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাবার দায়িত্ব তাদের। কোন্ কোন্ রাস্তা দিয়ে গেলে সহজে এবং বিপদ এড়িয়ে চিহ্নিত স্থানে আমরা পৌঁছতে পারব—তীর ফলা দিয়ে তা দেখান হয়েছে। কে কোথায় থাকবে

তারও তালিকা এসেছে—তাদের নামের আদ্য অক্ষরই হবে সাঙ্কেতিক ভাষা।

সোমনাথ বলল—আমি ত ঢাকা সহরের কিছু চিনিনে। আমি কি করব ?

উদয় বলল—ঢাকা সহরের মানচিত্রটা ভাল ক'রে বার বার মুখস্থ কর। সবে মাত্র তুমি পরীক্ষা দিয়েছ, স্মরণ শক্তি তোমার তাজা আছে; দুদিন সময় যথেষ্ট। তাছাড়া মানচিত্র তোমার কাছেই থাকবে; তুমি আমার সঙ্গে থাকবে। তোমরা কে কোন স্থানে যাবে, বললেই আমি কাল তোমাদের সাঙ্কেতিক ভাষা ব'লে দেব।

তখন অন্যান্য সকলেই ব'লে উঠল—সোমনাথ যেখানে থাকবে, আমরা সেখানে যাব।

উদয় হেসে বলল—সে কোথাও থাকবে না—তার পক্ষে থাকাও সম্ভব নয়।

মানচিত্রটা আবার ভাল ক'রে দেখে প্রত্যেকে আপন আপন অভিমত জানিয়ে শুতে গেল।

পাশাপাশি শুয়ে উদয় বলল—অমল, পুলিশকে ফাঁকি দেওয়ার যে আনন্দ,—তার আর তুলনা নাই।

সোমনাথ বলল—আমার কেমন ভয় ভয় করছে—কিছুতে মন সায় দিচ্ছে না।

ভয় ত আছেই—জীবন নিয়ে যেখানে টানাটানি সেখানে ভয় ত থাকবেই। ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছুটবে—তার ভিতর দিয়ে আমাদের পথ; তুমিও মরতে পার, আমিও পারি—সেইজন্যই ত আনন্দ। রবীন্দ্রনাথের কবিতা মনে পড়ছে ত! —'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন'। অমল, লজ্জা ক'র না, যদি সাহস না হয়, তবে তুমি থেকে যাও।

সোমনাথ ধীরে ধীরে বলল, না, যাব। ভাগ্যকে কেউ রোধ করতে পারে না; আমার নিজের জীবন দিয়েই তা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করেছি। কিন্তু যাদেরকে তুমি বিশ্বাস করছ, তারা অশিক্ষিত, পশুর ন্যায়—

পশুও পোষ মানে অমল। পশুদের মধ্যে কুকুরের মত প্রভুভক্ত,—মানুষ কখন হয় না। অমল, একতার মধ্যে আছে দলগত বাধ্যবাধকতা, নির্ব্বিচারে নিয়মানুবর্ত্তিতা; বিদ্যা, বুদ্ধি বিচারের কোন স্থান নেই। এ যজ্ঞে তারা আমাদের কোথাও জড়ায়নি; জেল ভাঙবে তারা, ওয়ার্ড থেকে আমাদেব মুক্ত ক'রে দেবে তারা, গুলিও খাবে তারা। আর আমরা কি এতই বোকা যে পালাতেও পারব না?

সোমনাথ বলল—আচ্ছা, যদি ধরা পড়ি!

পড়লেই বা! আমার ত চিরকালের আস্তানা এটা—ধরা পড়লে তা পাকা হবে। আর তুমি? সোমনাথ যদি ধরা না পড়ে, তবে তোমার ব্যবস্থাও প্রায় আমার মত।

সোমনাথ হাসল, বলল—এইবার তাহ'লে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমান যাক।

তোমার কি খুব ঘুম পাচ্ছে অমল?

তা পাবে না? পরীক্ষার জন্য কি খাটাই খেটেছি। ঘুম ব'লে ত জিনিষই ছিল না।

কিন্তু আমার আজ কেবলই কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে। হয়ত এমন প্রাণ খুলে কথা বলতে আর পাব না—হয়ত তোমার সঙ্গে আর দেখাই হবে না—বলা যায় না, তুমিও মরতে পার, আমিও পারি।

দাদা, তুমি কি আমায় পরীক্ষা করছ?

না অমল, পরীক্ষা আর তোমাকে করবার দরকার নেই।

তবে কি তুমি ভিতরে ভিতরে উত্তেজিত হয়েছ?

ঠিক; অমল আজ কেন উত্তেজিত হয়েছি তা ধরতে পেরেছি। আরতির কথা তোমার মনে আছে?

আছে।

সেই আরতি যেন আমায় টানছে। আচ্ছা অমল, ইংরাজীতে যে কথা আছে—প্রথমদৃষ্টিতে প্রেম—তুমি তা বিশ্বাস কর?

তোমাদের ত তা নয়।

নয়?

না। তোমাকে দেখবার অনেক আগে আরতি তোমায় জেনেছে, চিনেছে, ভালবেসেছে। আর তুমি মামুদের দিদিকে শ্রদ্ধা করেছ হয়ত ভালও বেসেছিলে কিন্তু মুসলমান ব'লে সাহস পাওনি। তারপর যেদিন জানলে যে আরতিই মামুদের দিদি—সেদিন প্রেম একেবারে বন্যার বেগে তোমায় ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে।

উদয় ধীরে ধীরে বলল—অমল, বিদ্যে তোমারই সার্থক। এমন ক'রে ভাবিনি।

সোমনাথ জিজ্ঞাসা করল—আচ্ছা দাদা, আরতি কি দেখতে সুন্দর?

রূপ নেই কিন্তু কুৎসিত নয়; আমার কিন্তু তাকে খুবই ভাল লাগে।

এটা নেহাতই প্রেমিকের মত কথা হ'ল দাদা।

উদয় হাসল; বলল—অমল, প্রেমিক হতেই এখন ইচ্ছে করে ভাই। সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে একটু শান্তি কিছু সুখের জন্য এখন মন প্রাণ অস্থির হ'য়ে উঠেছে।

সে কি দাদা, তোমার দেশ?

দেশ ত আমারই আছে। দেশের জন্য দুঃখভোগ কম সইলেম না; তবু দেশমাতৃকার তৃপ্তি হয়নি। আরও দুঃখ কষ্ট আমাদের জন্য তোলা রইল; যুগে যুগে তেমন ছেলেমেয়ে জন্মাবে অমল।

বুঝেছি দাদা, এবার ফাঁকি দেবার ইচ্ছা হয়েছে। এবার বুঝতে পেরেছ তোমাদের রাস্তা ভুল।

অমল, রাস্তা সোজা কি ভুল—কেউ তা বলতে পারে না। আবহাওয়া,

পরিস্থিতি অনুসারে রাস্তা বদ্‌লে যায়। দেশের স্বাধীনতার ইতিহাস হ'তে আমাদেরকে কেউ মুছে দিতে পারে না; আমাদের অবদানও একসময়ে দেশের লোকের মধ্যে প্রাণসঞ্চার করেছে।

সোমনাথ চুপ ক'রে রইল।

উদয় জিজ্ঞাসা করল—অমল, ঘুমুলে?

না দাদা, ঘুমের আজ তুমি দফা শেষ ক'রে দিয়েছ।

তবে আর কি! এস, আজ সারারাত জেগেই থাকা যাক।

সোমনাথ হেসে বলল, তোমার না হয় আরতি আছে; আমার কেউ নেই।

উদয়ও হেসে উঠে বলল—আচ্ছা, আচ্ছা,—তুমি ঘুমাও।

উদয়ের আর ঘুম আসে না। সোমনাথের কথা, আরতির কথা, কয়েদী, জেল ভেঙে পলায়ন—সমস্ত একসঙ্গে তার চিন্তারাজ্যে হুড়োহুড়ি লাগিয়ে দিল।

পরদিন একসময়ে সে সকলকে সাঙ্কেতিক কথাটা জানিয়ে দিল। সারাদিনটা সে অদ্ভুত আনন্দের মধ্যে কাটাল; মাঝে মাঝে ঢাকা সহরের মানচিত্র সোমনাথকে বুঝিয়ে দিয়েছে মাত্র। রাত্রে সোমনাথ তাকে কয়েকটা প্রশ্ন করেছিল কিন্তু সে থামিয়ে দিয়েছে, বলেছে—আজকের রাতটা নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমিয়ে নাও, বলা যায় না—কপালে ঘুম আর নাও জুটতে পারে।

সেদিন সন্ধ্যার সময় রাজবন্দীদের সকলে যেন থমথম করছে; এমন মুহূর্ত্ত তাদের জীবনে আর আসেনি। বাহিরের দিকে তাকিয়ে তারা চরম মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করছে। কয়েদীরা কি কথা রাখবে!

অস্পষ্ট কলরব স্পষ্ট হয়ে উঠল; উদয়ের চোখ আনন্দে উত্তেজনায় জ্বলে উঠল, ব'লে উঠল—সাবাস কয়েদী ভাইরা।

দেখতে দেখতে গোটা জেলখানা উন্মত্ত হ'য়ে উঠল। দলে দলে

কয়েদীরা প্রহরীদের আক্রমণ ক'রে ওয়ার্ডের ফটক খুলে দিল; তারপর তারা ছুটল জেলখানার সদর দরজায়—রাজবন্দীরা তাদের সঙ্গে মিশে গেল।

উদয় ও সোমনাথ ছুটল প্রাচীরের দিকে। কোন্ খানে গেলে সুবিধা হয়—সে খবর উদয় পূর্ব্বেই সংগ্রহ করেছে। প্রাচীরের কাছে এসে যখন পৌছল, তখন পাগলা ঘণ্টা বাজতে সুরু করেছে। একটানা ঢং ঢং শব্দ বেজেই চলেছে—ও শব্দে বুকের ভিতর গুরগুর ক'রে উঠে।

প্রাচীরের গায়ে হাত রেখে উদয় উবু হ'য়ে বসল। সোমনাথ তার কাঁধে পা দিয়ে দাঁড়াল; সোমনাথকে ঘাড়ে নিয়ে উদয় ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল, জিজ্ঞাসা করল—হবে?

হবে।

সোমনাথ প্রাচীরের উপর উঠে বাহিরের দিকে মাথার দিকটা ঝুলিয়ে দিল; পায়ের দিকটা ঝুলতে লাগল ভিতরের দিকে। উদয় বলল, খুব শক্ত ক'রে আঁকড়ে থাক।

সোমনাথ বলল—দাদা, শুনেছ?

নীচে থেকে উদয় উত্তর দিল—হঁ্যা শুনেছি, গুলি চলছে—রেডি অমল?

হঁ্যা, রেডি।

উদয় তখন অন্ধকারের মধ্যে পিছু হটে গেল; তারপর ছুটে এসে এক লাফ দিল; সেই লাফেই সে সোমনাথের পা জড়িয়ে ধ'রে ঝুলতে লাগল। সোমনাথ বলল, তোমাকে টেনে তুলতে পারব বলে মনে হচ্ছে না।

দরকার নেই। তোমার কোমরে বেল্টটা শক্ত ক'রে আঁটা আছে ত?

হঁ্যা আছে। দাদা, পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি, পুলিশ কি এর মধ্যে জেলখানা ঘিরে ফেলল?

না, এ শব্দ জেলের ভিতরে ; আমাদের দিকে আসছে।

কথা বলতে বলতেই উদয় প্রাচীরের উপর উঠে বসল। উদয় বলল—আর দেরী নয়, এবার ঝুলে পড।

সেই মুহূর্ত্তে এক ঝলক আলো এসে তার গায়ে পড়ল। উদয় সঙ্গে সঙ্গেই দেহের সমস্ত অংশ বাইরের দিকে ঝুলিয়ে দিল ; কিন্তু তার আগেই তার উপর এক ঝাঁক গুলি বর্ষিত হ'ল।

সোমনাথ লাফিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে উদয়ও ঢিপ ক'রে গড়িয়ে পড়ল।

দুই

গোঙানি শব্দ শুনে সোমনাথ চম্‌কে উঠল ; উদয়ের কাণের কাছে মুখ নিয়ে সে ডাকল—দাদা, দাদা—

উদয় হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—বুকটা একেবারে ঝাঁঝরা ক'রে দিয়েছে অমল।

তবে কি হবে দাদা ?

আমার ত শেষ হ'য়ে এল অমল, তুমি বাঁচ, তুমি পালাও।

না দাদা, তোমাকে ফেলে পালাব এমন কাপুরুষ আর আমি নেই।

তবে কি মেয়েদের মত বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে থাকবে ? অমল, তুমি আমাকে আর জ্বালিও না ; যন্ত্রণায় প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে, এখন মেয়েলিপনা ভাল লাগে না।

ডাক্তার দেখাতে পারলে তুমি বেঁচে উঠবে ; আমি তোমাকে ব'য়ে নিয়ে যাব।

সে আশা আর ক'রনা, অমল। তবে তোমার যা ইচ্ছা তাই কর; তাড়াতাড়ি।

সোমনাথ তখন উদয়কে ঘাড়ে তুলে নিল। উদয় বলল—জেলখানা হ'তে যত দূরে পার, স'রে যাও।

সোমনাথ ছুটল; পাকা লোকের মত সে কোথাও ছুটে কোথাও চুপি চুপি যেতে লাগল। সে যে এতটা দক্ষ হয়েছে, এত কষ্টসহিষ্ণু হ'য়ে উঠেছে, তা সে নিজেও ভাবেনি।

দাদা, এবার কোনদিকে যাব!

উদয় মাথাটা তুলে একবার দেখে নিল, তারপর বলল—ডাইনে যাও।

খুব কি কষ্ট হচ্ছে দাদা?

তা হোক ভাই—একবার শুধু আমায় আরতির কাছে পৌঁছে দাও।

আমরা কি সেইদিকেই যাচ্ছি?

হ্যাঁ।

আর একটা গলির ভিতর প্রবেশ করতেই সোমনাথ তাড়াতাড়ি পিছু হটে এল। ভীত কণ্ঠে বলল—দাদা, পুলিশ!

উদয় মাথা উঁচু ক'রে চারদিক চেয়ে বলল—অমল, দেখত, ওটা গলি না ড্রেণ?

তাড়াতাড়ি সোমনাথ সেইখানেই প্রবেশ করল। উদয় বলল, দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসছে—কী এটা?

দুদিকের বস্তির নিকাশ, মাঝখানে ড্রেণ আর পৃথিবীর যত কিছু নোংরা ফেলার জায়গা—মানুষের বাহ্যে হ'তে আরম্ভ ক'রে মানুষের কাঁচা মুণ্ড অবধি বোধ হয় পাওয়া যাবে। কদর্য্য!

উদয় তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আঃ ভগবান এতক্ষণে মুখ তুলে চাইলেন। অমল, এইখানে কোথাও আমায় নামিয়ে দাও আর আমি পারিনে।

দাদা, আরতির কাছে যে যাওয়া হবে না!

চেষ্টা ত করেছিলেম ভাই।

কথা বলতে কি খুব কষ্ট হচ্ছে?

তেষ্টায় জিব কাঠ হয়ে গেছে। তোমার পায়ে পড়ি অমল আমায় নামাও—একবার শুয়ে বাঁচি।

কিছু পরিষ্কার ক'রে সোমনাথ অতি সাবধানে উদয়কে একস্থানে শুইয়ে দিল।

উদয় বলল—সব রক্ত কি তোমার কাপড়েই শুষেছে?

না; ঝলকে ঝলকে, মাটিতে পড়েছে।

মাটিতেও পড়েছে! মাটি কি তৃপ্ত হয়েছে অমল!

দাদা, কিছুক্ষণ একা থাকলে আমি জলের খোঁজে যেতে পারি।

একার জন্য ভয় কি! তুমি যাও।

ড্রেনের অন্যমুখের দিকে সোমনাথ ছুটল। বস্তির মধ্যে ঢুকে জল আনা খুব কঠিন হবে না ব'লে তার মনে হ'ল। মুখের কাছে দাঁড়িয়ে সে সন্তর্পনে সামনের দিকে চেয়ে দেখল। একটা খোলা জায়গা; গরুর গাড়ী রাখবার আস্তানা। কতকগুলো মহিষ, বলদ, গরু এখানে ওখানে শুয়ে শুয়ে জাবর কাটছে। কাদা, গোবর, ড্রেণের জল খিঁচে স্থানটি চরম অস্বাস্থ্যকর। সোমনাথ টিনের ভাঙ্গা ঘরগুলোর গা ঘেঁসে বেরিয়ে এল। জোছনা উঠেছে; ভয় হয়, হয়ত দূর থেকে পুলিশ তাকে দেখতে পাবে। সোমনাথ সহজভাবে হাঁটবার চেষ্টা করল।

বস্তিতে যেন লোক নাই; রাস্তা ঘাটেও বড় একটা কেউ নাই। গুলি চলার জন্য সকলে যে যার ঘরে ঢুকেছে। জানালাগুলো অবধি বন্ধ। সোমনাথ বড় বিপদে পড়ল; জল পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।

দু একটা দরজায় ধাক্কা দিয়েও কোন ফল হ'ল না। সে ক্রমাগত

এগিয়ে চলেছে; যে রাস্তায় পুলিশ দেখেছিল, সেদিকটা সে পরিহার করেছে। ভগবান, জল কি মিলবে না?

জল নিয়ে ফিরতে বেশ দেরী হ'ল; হয়ত আধঘণ্টা। মাটির ভাঁড়টা সে শক্ত ক'রে ধরেছে—কত অমূল্য এ জল! তার উদয়দা খাবে।

না জানি উদয়কে সে কেমন দেখবে। জল খাইয়ে আবার সে উদয়কে ঘাড়ে তুলে নেবে—আরতির কাছে তাকে পৌছিয়ে দিতেই হবে।

যথাস্থানে ফিরে এসে উদয়কে সে দেখতে পেল না। চড়াক ক'রে তার বুকটা গুর গুর ক'রে উঠল। একবার তার সন্দেহ হ'ল—সে কি ভুল জায়গায় এসেছে! কিন্তু জোৎস্নার অস্পষ্ট আলোকে রক্তের দাগ ধরা যায়—রক্তে ভিজে গেছে জায়গাটা। সোমনাথ বসে পড়ল। সে নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বোধ করতে লাগল।

ঢক ঢক ক'রে ভাড়ের জল সে নিজেই খেয়ে ফেলল; তারপর সে উঠে দাঁড়াল। এখানে ব'সে থাকলে পুলিশের হাত হ'তে নিস্তার নাই। পুলিশ যখন উদয়কে ধরছে তখন জানতে বাকি নাই যে সে কাছাকাছি কোথাও আছে।

অতি সন্তর্পণে দু একটা রাস্তা পার হ'য়ে অন্য রাস্তায় পা দিতেই সে চকিত হ'য়ে উঠল। সম্মুখে আর এগুনো যাবে না, পিছন ফিরে তাড়াতাড়ি সে হাঁটতে লাগল। পুলিশে সন্দেহ করেছে কিনা জানবার জন্য পিছন ফিরে তাকিয়েই সে দৌড়িতে লাগল।

নতুন রাস্তায় পড়েই দেখল সদর রাস্তার একেবারে নিকটে এসে পৌচেছে। সদর রাস্তায় যাওয়া তার ইচ্ছা নয়। মোড় ঘুরবার সময় তাকে লক্ষ্য ক'রে পুলিশ গুলি চালিয়েছে; সুতরাং গুলির পাল্লার ভিতর থাকলে তাকে তারা গুলি করেই মারবে—। একদণ্ড দাঁড়িয়ে চিন্তা করবার অবসর নাই।

সদর রাস্তায় পড়তেই সে একটা ধাবমান ঘোড়ার গাড়ীর প্রায় সন্মুখে পড়েছিল; গাড়োয়ান লাগাম টেনে গাড়ীটাকে সামান্য ঘুরিয়ে আবার গাড়ীর গতি বাড়িয়ে দিল। সোমনাথ লাফ দিয়ে সেই গাড়ির পেছনে চেপে বসল।

পেছনে ব'সে সোমনাথের মনে হ'ল গাড়িটার গতি বেশ দ্রুত। ঘোড়াকে চাবুকের পর চাবুক মেরে এবং চীৎকার ক'রে পথের লোক সরিয়ে গারোয়ান সকলকে চকিত ক'রে তুলেছে। পেছনের পুলিশের দল বেকুবের মত তাকে খোঁজাখুঁজি করছে। তাদেরকে আর দেখা গেল না।

গাড়ির দরজা দুদিকেই আটকানো; ভিতর হ'তে আরোহীদের দু একটা শব্দ মাঝে মাঝে তার কাণে আসে; বোধ হয় কোন মুসলমান পরিবার চলেছে।

একটা ভট্ ভট্ আওয়াজ সোমনাথ মাঝে মাঝে শুনতে পাচ্ছিল; শব্দটা আর একটু স্পষ্ট হওয়ায় সোমনাথ আপন মনেই বলল—মোটার বাইকের শব্দ। মোটর বাইক শব্দটা মনে উদিত হওয়ামাত্র সে চমকে উঠল—তবে কি মোটার বাইকে পুলিশ তার অনুসরণ করছে! মাথা বাড়িয়ে সে সামনে তাকাল—প্রায় দু ফারলঙ দূরে এক ছোট পুলিশ বাহিনী সদর রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে, তাদের মধ্যে কয়েকজন বন্দুকধারীও আছে। অগ্রে ও পশ্চাতে পুলিশ; মুহূর্ত্ত বিলম্ব করা যায় না। সোমনাথ নেমে পড়ল—রাস্তার উপর দুতিন ডিগবাজি খেয়ে সে সোজা হ'য়ে দাঁড়াল। পশ্চাতের মোটর বাইকের উপর লাল সার্জ্জেণ্টকে দেখা যাচ্ছে। এদিকে ঘোড়ার গাড়িটা হঠাৎ ডান দিকে মোড় ঘুরে অদৃশ্য হওয়ায় পুলিশ বাহিনীও তাকে দেখতে পেল। পশ্চাতে ও সম্মুখে পুলিশের বাঁশী বেজে উঠতেই সোমনাথ তীব্র গতিতে রাস্তা অতিক্রম ক'রে বামদিকের গলিটাতে

প্রবেশ করল। সম্মুখেই প্রাচীর বেষ্টিত একটি বাড়ি। সোমনাথ দ্বিধা না ক'রে ছুটে এসে প্রাচীরের গায়ে লাফিয়ে পড়ল এবং দেখতে দেখতে প্রাচীরের মাথায় উঠে এল তারপর গড়িয়ে ভিতরে পড়ল।

যখন সে প্রাচীরের মাথায়, পুলিশ তখন একবার গুলি চালিয়েছিল। প্রথমে তার মনে হয়েছিল গুলির ধাক্কায় বুঝি সে গড়িয়ে পড়েছিল।

জ্যোৎস্না ফট ফট করছে; তার কাছে এখন চাঁদই বড় শত্রু। প্রাচীর হ'তে বাড়িটির দূরত্ব বেশ, প্রায় পঞ্চাশ গজ হবে। একেবারে হাল ফ্যাসানের অট্টালিকা—। এরই গোড়ায় এসে সে প্রাচীরের দিকে তাকাল; গোটা কয়েক পুলিশের মাথা প্রাচীরের উপর দেখা যাচ্ছে। সোমনাথ সঙ্গে সঙ্গে ব'সে পড়ল; ব'সে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাইফেলের শব্দ হ'ল। সোমনাথ এক দৌড়ে অট্টালিকার অন্য দিকে এল।

এদিকটায় চাঁদ ও পুলিশ একসঙ্গে আড়ালে পড়ে গেছে। গোটা বাড়ীটায় ঠিক তার মাথার উপরে একটি মাত্র জানলা খোলা। একটা রেলিং ঘেরা ঝুল বারান্দা এদিক থেকে ঘরের পূব দিক অবধি গোল হ'য়ে ঘুরে গেছে। ঝুল বারান্দার পাশ দিয়েই মোটা রেণ পাইপ মাটি অবধি নেমে এসেছে। সেই পাইপ ধ'রে সে উপরে উঠতে লাগল। যতটা শক্ত হবে ব'লে সে মনে করেছিল; তত শক্ত ব্যাপার নয়।

পাইপ বেয়ে সে রেলিং অবধি উঠল; তারপর হাত বাড়িয়ে রেলিঙের মাথা ধ'রে এক ঝোঁকে ঝুল বারান্দার বাহিরে এসে হাজির হ'ল। তারপর ঝুল বারান্দার ভিতরে এসে রেলিঙের ফাঁক দিয়ে সে চারদিক চেয়ে দেখল—নাঃ পুলিশ দেখা যাচ্ছে না।

তারপর গুঁড়ি দিয়ে সে জানলার নীচে এল; ধীরে ধীরে মাথা তুলে ঘরের ভিতরে দৃষ্টিপাত করল। ভিতরে অন্ধকার, কিছু দেখা যায় না।

বিলিতি কায়দার জানলা; গরাদ নাই। আস্তে আস্তে সে উঁচু

হ'তে লাগল। তারপর এক পা জানলার ভিতরে গলিয়ে দিল; ঠিকমত পা রেখে সে শরীরটাকে ভিতরে চালান দিয়ে অন্য পাও ভিতরে টেনে নিল। এরপর নিঃশব্দে সে জানলার পাল্লা দুটো বন্ধ ক'রে দিল।

একেবারে ঘন জমাট অন্ধকার। অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে সে কোমরের বেল্ট হ'তে দুটো জিনিষ বার করল; একটা দেশলাই বাক্স, অপরটি একটি ছোট অস্ত্র। সেটি একটি তীক্ষ্ণ ধার ছোরা। সেই ছোরাটি বাগিয়ে ধ'রে সোমনাথ শক্ত হয়ে দাঁড়াল।

তিন

সন্ধ্যা হব, হব—আরতি ও সোমনাথ মুসলমান পাড়ার বাড়ীতে চুপ চাপ ব'সে আছে। জেল হাঙ্গামা হওয়ার দিন, সেদিন।

এবার ঢাকায় আসার দিন হ'তেই সোমনাথকে গম্ভীর দেখাচ্ছে। সোমনাথের প্রকৃতি কিন্তু এ নয়। স্ফূর্ত্তি দিয়ে দলের সকলকে উৎসাহিত করা তার স্বভাব; আবেগময়ী ভাষা দিয়ে সকলকে উত্তেজিত করা তার প্রকৃতি। এবার কিন্তু সে কারো সঙ্গে বেশী কথা বলে না। প্রায় দুই বছর পরে জেল হ'তে বেরিয়ে সে লক্ষ্য করেছে—দেশের আবহাওয়া বদলে গেছে। বৈপ্লবিক মন আর কারো নাই—এখন সকলে কংগ্রেসের মুখ চেয়ে আছে। গবর্ণমেণ্টের কঠোর দমননীতিতে বিপ্লবীদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেছে। যারা জেল খেটেছে, তারা সব দিক হতেই পঙ্গু হ'য়ে গেছে। যারা জেল খাটেনি, তারা দেখে শুনে সাবধান হ'য়ে গেছে। সোমনাথ বুঝতে পারল, তার প্রয়োজন ফুরিয়েছে।

আরতি বলল—এবার ত সকলকে ডেকে ব'লে দিতে হয়।

সোমনাথ একবার আকাশের দিকে চেয়ে বলল—বেশ, তাদের ডাক।

সবাই এলে সোমনাথ সমস্ত বুঝিয়ে দিয়ে বলল—অত্যন্ত সাবধানে তোমরা যে যার জায়গায় থাকবে; কোন অবস্থাতেই স্থান পরিত্যাগ করবে না।

কাশী বলল—আজকেই জেল হাঙ্গামা হবে তা আমাদের আগে বলা হয়নি কেন?

সোমনাথ মৃদু হেসে বলল—প্রয়োজন হয়নি ব'লে।

উদয় আসছে?

সম্ভব।

কোথায় সে আসবে?

তা সেই জানে।

তোমরা কোথায় থাকবে?

বাড়ীতেই।

সকলে প্রস্থান করলে পর আরতি বলল—আকাশে আজ সাজ্ঘাতিক জ্যোৎস্না।

সোমনাথ আকাশের দিকে চেয়ে বলল—আর দেরী করবার উপায় ছিল না আরতি

কেন?

কলকাতা হ'তে আই, বি ডিপার্টমেণ্টের লোক আসছে আমাকে গ্রেপ্তার করতে; সঙ্গে আসছে সোমনাথের বাবা আর মামুদ।

মামুদ! তবে সে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে?

কী করবে! সুমথবাবু তাকে মোটা টাকা ঘুষ দিবেন।

এ সব জেনে শুনে তুমি এখনও এখানে ব'সে আছ সোমনাথ?

সোমনাথ মৃদু হেসে নিরুত্তর রইল।

আরতি বলল—তুমি এখনই পালাবার ব্যবস্থা কর।

সোমনাথ উত্তর দিল—তারা আজ পৌছে গেছে আরতি; রাস্তা ঘাটে সর্ব্বত্র পুলিশের কড়া পাহারা।

তবে কি আজ জেল হাঙ্গামা হবে না?

হবে—সব ঠিকমতই হবে—নিশ্চিন্ত থাক।

এবার তবে আমি যাই।

যাও—সাবধানে থেকো। ভয় পেয়োনা, আমি তোমার কাছেই থাকবো।

তুমি যাবে?

যাব—কিন্তু ছদ্মবেশে।

আরতি বেরিয়ে যাবার প্রায় মিনিট দশেক পরে সোমনাথ বেরিয়ে এল। ফচকে মুসলমান যুবক—গাল পাট্টা জুলপি, লম্বা, 'কুচ পরোয়া নাই' গোছের গোঁফ। মাথায় রুমাল বাঁধা, গলায় রুমাল বাঁধা। ভুর ভুর করছে সস্তা গন্ধতেল ও আতরের গন্ধ। লুঙ্গি ও নেটের গেঞ্জি পরিহিত সোমনাথ সিগারেট টানতে টানতে বাহিরের দরজায় এসে দাঁড়াতেই কে একজন চট ক'রে স'রে গেল।

সোমনাথ হেসে বলল—ভয় নেই সুশীল, আমি।

সুশীল তার সম্মুখে এসে ভাল ক'রে সোমনাথকে লক্ষ্য ক'রে বলল—সর্ব্বনাশ হয়েছে—আমাদের সবাই ধরা পড়েছে।

কী বললে?

ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে গিয়ে দাঁড়াতেই পুলিশ এসে গ্রেপ্তার করল।

কী ক'রে এমন হ'ল সুশীল?

কাশীবাবুর কাজ। এখান হ'তে বেরিয়ে সোজা পুলিশের আস্তানায় গিয়ে হাজির।

কাশী মামুদকে বাঁচিয়ে দিল সুশীল।

সুশীল অত্যন্ত ভয় পেয়ে জিজ্ঞাসা করল—আজ্ঞে কি বললেন?

কিছু নয়। সুশীল, পুলিশ এ বাড়ী সার্চ্চ করতে আসবে; তুমি আশে পাশে থেকে তাদের উপর নজর রাখবে। আমরা যখন আসব, তখন আমাদের খবর দেবে। আর একটা কথা—গোলাম কোচ-ম্যানকে চেন?

হ্যাঁ, চিনি।

আমার নাম ক'রে তাকে বলবে—গাড়ী যেন প্রস্তুত থাকে।

সোমনাথ দ্রুত পথ অতিক্রম করতে লাগল। তার গতিভঙ্গি বিকৃত ও বিশৃঙ্খল হ'য়ে উঠল। এই মুহূর্ত্তে যদি সে কাশী বা মামুদ কাউকে সম্মুখে পেত তবে খুন করতেও তার বিলম্ব হ'ত না।

আরতির জন্য তার চিন্তা হ'ল। পুলিশ কি তাকেও গ্রেপ্তার করল! আরতি বুদ্ধিমতী মেয়ে; পুলিশকে ফাঁকি দিতে সে জানে।

যেস্থানে আরতির থাকবার কথা, আরতি সেখানে নাই; কয়েকজন পুলিশ সেখানে জটলা করছে। আশে পাশে কোথাও আরতিকে দেখা গেল না। সোমনাথ একটা টিনের বাড়ীর পাশে দাঁড়িয়ে চিন্তা করতে লাগল; তবে কি আরতি ধরা পড়ল!

পুলিশদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সোমনাথের হৃদয় জ্বলতে থাকে। সব গিয়ে শেষে বংশে বাতি দিতে সেই থাকল; অথচ আর কাউকেই পুলিশ চায় না।

অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ সোমনাথ চকিত হ'য়ে উঠল। রাস্তা ধ'রে পুলিশের ভিতর দিয়ে বোরখার অন্তরালে নিঃসঙ্কোচে যে মেয়েটি চলে আসছে—আরতি ভিন্ন ও অন্য কেউ নয়। সাহস বটে আরতির। ধরা পড়বার ভয় যে রাখেনা সেই বেঁচে যায়; আর যারা ধরা পড়বার ভয়ে সদাই সন্ত্রস্ত, তাদের জন্য ফাঁদ একেবারে প্রস্তুত থাকে।

পুলিশদের অতিক্রম ক'রে অনেকদূর চলে আসার পর সোমনাথ আরতির দিকে অগ্রসর হ'ল। বোরখার মুখটা তার দিকে ঘুরতেই সোমনাথ সঙ্কেত জানাল। আরতি তখন সেই দিকে অগ্রসর হ'ল।

উভয়ে আড়ালে এলে আরতি বলল, আর আশা নেই ; অনেকদূর এগিয়ে দেখে এলেম, তাদের খোঁজ পাওয়া গেল না।

সোমনাথ বলল—ভুল করেছ ; গলি রাস্তা ছেড়ে দিয়ে আনাচে কানাচে খুঁজে দেখতে হবে। তারা সহজে ধরা পড়বে না। ধরা পড়লে পুলিশ এত নির্ব্বিকার থাকত না—তাদের মধ্যে উৎসাহ দেখা দিত। এস, আর একবার খুঁজে দেখি।

আরতি বলল—এত পুলিশ কেন আজ রাস্তায় পাহারা দিচ্ছে—সবই কি তোমার জন্য ?

অগ্রসর হ'তে হ'তে সোমনাথ বলল—সম্ভব।

আরতিকে কাশীর বিশ্বাসঘাতকতার কথা সে জানাতে পারল না। কাশীর এই পরিবর্ত্তনের কারণ আরতি বুঝতে পারবে। লজ্জা আরতি পাবে না, কিন্তু নারীজীবনের নিদারুণ সহায়হীনতা সে পদে পদে অনুভব করে—নারীজাতির প্রতি এ অপমানে আরতি ক্ষুব্ধ হবে।

গরুর গাড়ীর আস্তানার কাছে এসে সোমনাথ চকিত হ'য়ে থেমে গেল। আরতি জিজ্ঞাসা করল—কী ?

চুপ। একটা শব্দ কাণে এল।

কৈ, আমি ত শুনতে পাচ্ছিনে।

তুমি এখানে দাঁড়াও—আমি দেখে আসি।

না, আমিও তোমার সঙ্গে থাকব।

শব্দটা কোন্‌খান হ'তে আসছিল, তা প্রথমে ধরা যায়নি। কিছু অগ্রসর হ'তেই আর একবার শব্দ পাওয়া গেল। অতি ক্ষীণ অস্পষ্ট কাৎরাণি।

আরতি বলল—বোধ হয় কারু অসুখ করেছে।

না। অসুখ হ'লে এত ভয়ে ভয়ে কেউ কাৎরায় না।

ভয়ে ভয়ে ?

হ্যাঁ। আমার ভুল হয়নি আরতি। চাপা কাৎরানি—ওই শোন।

কোথা থেকে আসছে ?

আর একটু না এগুলে বোঝা যাবে না—বোধ হয় সামনের গলিতে।

ওটাত গলি নয়, ড্রেণ।

ড্রেণ! তবে কি কেউ খুন হয়েছে! এস, দেখা যাক।

মুখের কাছে এসে দুজনে একটু দাঁড়াল; তারপর আরতি বলল—আমি পথ দেখাই, আমার পেছনে এস নইলে ড্রেণে পড়ে যাবে।

স্পষ্ট চাপা কাৎরানিটা তারা আর একবার শুনতে পেল; তাদের গতি অজ্ঞান্তেই বেড়ে গেল। তারপর তারা স্পষ্টই দেখতে পেল—কে যেন পড়ে রয়েছে।

পায়ের শব্দ শুনে উদয় বলল—অমল, এলে ভাই—!

সোমনাথ ব'লে উঠল—উদয়!

আরতি আতঙ্কে উচ্চারণ করল—উদয়!

তারপর ছুটে এসে হুমড়ি দিয়ে উদয়ের বুকের কাছে এল, জিজ্ঞাসা করল—কী হয়েছে উদয়!

উদয় চোখ মেলে চাইল; আরতির একটা হাত নিজের মধ্যে নিয়ে সোমনাথের দিকে চেয়ে বলল—বুকটা ছাতু ক'রে দিয়েছে সোমনাথ!

সোমনাথ তাড়াতাড়ি উদয়ের বুকের কাছে বসল; তারপর বলল—ভয় নেই উদয়; ভাল হবে।

ভাল যে হবে না, তা আরতিকে জানানই ভাল। আরতি, তোমার চোখে কি জল এল।

আরতি মুখে বলল—না; কিন্তু তার বুকটাও ফেটে যেতে চায়। কিন্তু সে পাথরের মূর্ত্তির মত একেবারে নিশ্চল হ'য়ে বসে রইল।

উদয় বলতে লাগল—চোখের জল শুকিয়ে যাবে। কত দুঃখই ত জীবনভোর পেলেম, সুখের সঙ্গে কোনদিন দেখা হয়নি। রাজ্যের দুঃখ কি সবই আমার জন্য তোলা ছিল!

সোমনাথ হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বললে—উদয় তোমাকে কোন ভাল জায়গায় নিয়ে যাওয়া দরকার।

কিছু দরকার নেই সোমনাথ। ভগবানের রাজ্যে অবিচার নেই; আমার উপযুক্ত স্থানেই তিনি নিয়ে এসেছেন। বেচারী অমল, সে কি তবে ধরা পড়ল!

সোমনাথ দাঁড়াল না।

আরতি উদয়ের মাথাটা তুলে নিয়ে বলল, আমায় তুমি কিছু বলবে?

উদয় বলল—জেলের বাইরে একবারের জন্য আমায় কাছে চেয়েছিলে—কথা রেখেছি আরতি।

আরতি বলল—একেবারে সব শেষ ক'রে এলে।

উদয় মৃদু হেসে বলল—দেশপ্রেমে ফাঁকি চলে না,—সোমনাথ একদিন এ কথা বলেছিল। ফাঁকি দিতে চেয়েছিলেম; বেটি ধ'রে ফেলেছে। তাই এত রক্ত দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হ'ল।

আরতি চোখ মুছে বলল—আমি কি করব তাই বলে দাও।

বাঙলার মেয়ে তুমি—দুঃখ ভোগ করা তোমাদের অভ্যেস আছে।

দুঃখ আমিও কম ভোগ করিনি।

উদয় তার হাতে চাপ দিয়ে বলল—তবে আর তোমার ভয় কি আরতি! কিছুতে হার স্বীকার ক'র না।

আরতি কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলল—দেশপ্রেমে আর আমার শ্রদ্ধা নেই। বরাবর দেখে আসছি, দেশ যার কাছে পায় তার সর্ব্বনাশ

করে ; যার কাছে কিছুই পায় না তার সম্বন্ধে দেশের কোন নালিশ নেই।

সোমনাথ ফিরে এল সুশীলকে নিয়ে। আরতিকে বলল—গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে ; যাও গাড়ীতে গিয়ে ব'স। সুশীল ধর।

ধরাধরি ক'রে উদয়কে গাড়ীতে উঠান হ'ল। গাড়ীর দুদিকের দরজা বন্ধ ক'রে সোমনাথ বলল—গোলাম, রাস্তায় আজ পুলিশ পাহারা দিচ্ছে। পুলিশ গাড়ী আটক করলে বলবে গাড়ীতে তোমার জেনানা আছে। এই ব'লে সে গাড়ীর ভিতর উঠে বসল।

গোলাম গাড়ী ছুটাল পাগলের মত। উদয়ের কষ্ট হবে খুবই ; তবু সোমনাথ এই উপদেশই গোলামকে দিয়েছিল। ঘড় ঘড় গাড়ীর শব্দে উদয়ের যন্ত্রণাসূচক শব্দ কারো কানে যাবার উপায় রইল না।

গাড়ী কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর সোমনাথের মনে হ'ল গাড়ীর পেছনে কেউ উঠেছে। সাবধানে খড়খড়ি সামান্য ফাঁক ক'রে সে দেখল—মুখ দেখা যাচ্ছে না। গাড়ীর ভিতরে সকলকে সে সতর্ক ক'রে দিল। তার ধারণা হ'ল—পুলিশের লোক।

এ ধারণা তার কাটতে বেশী দেরী হ'ল না। খড় খড়ি ও দরজার ফাঁক দিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা তার নজরে পড়ায় সে হতভম্ব ও দুঃখিত হ'ল—অল্পের জন্য সোমনাথ ওরফে অমল তাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারল না।

উয়াড়ীর বাসায় এসে তারা উঠল ; আরতি জিজ্ঞাসা করেছিল—কেন এ ব্যবস্থা।

সোমনাথ কিছুই গোপন করল না।

আরতি বলল—এখানেও ত সেই ভয় আছে।

সোমনাথ বলল—না। কাশী আমাকে ধরিয়ে দিতে চায়, আর তোমাকে পেতে চায়। পুলিশের কাছে সে তোমার নাম চেপে গেছে। কোন বাড়ীই সে সার্চ্চ করাবে না—তবে পুলিশ জোর

করে সার্চ্চ করতে পারে—এই ভয়ে সে এ বাড়ীর ঠিকানা তাদের জানাবে না।

উদয় বলল—বাইরে কাউকে রাখ; সে খবর দিলেই তোমরা পালাবে। আমার আর বেশী দেরী নেই—দেহটা নিয়ে পুলিশ খুশী হবে না।

সোমনাথ বলল—তুমি আমাদের সব শেষ ক'রে দিচ্ছ উদয়—আর আমাদের পালাবার উৎসাহ নাই।

আরতির মুখের দিকে চেয়ে উদয় একটু হাসল; বলল—আরতি, সোমনাথের মুখে এ ত শোভা পাচ্ছে না?

আরতি হাসলও না, কথাও বলল না; শুধু একবার বলল—এখন আমাদের কি কিছুই করবার নেই!

উদয় আবার একটু হেসে বলল, করবার থাকলে সোমনাথ চুপ ক'রে থাকত না আরতি।

আরতি আরও কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলল—তবে একবার সুমথ বাবুকে খবর দেওয়া যাক।

সোমনাথ বলল—তাড়াতাড়ি একটা চিঠি লিখে দাও—গোলামকে পাঠাব।

আরতি উঠে গেল।

চার

এত কাণ্ডের পরেও সূর্য্যেশ ললিতার উপর কোন আক্রোশ রাখল না। ললিতার সহিত তার ব্যবহার পূর্ব্বের চাইতেও অমায়িক। বরং

রমলা ললিতার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছে। সে অসন্তোষ বাইরে প্রকাশ নেই বটে কিন্তু ললিতা তা বুঝতে পেরেছে। সুরবালার ব্যবহারটা খোলাখুলি—ললিতাকে সহ্য করতে পারছেন না। দুহাতে তিনি দিন ঠেলছেন।

সেদিন নিবারণ রমলার ভুল ভেঙে দিল। ললিতা যে সূর্য্যেশকে বিয়ে করতে চায়—সূর্য্যেশের মুখে একথা শুনে রমলা প্রায় বিশ্বাস করেছিল—এমন সময় নিবারণ একদিন তাকে বলল, একটা সাঙ্ঘাতিক ঘটনা ঘটেছে।

রমলা উৎকণ্ঠিত হ'য়ে প্রশ্ন করল—কি!

ললিতার কাছে আমি বিয়ের প্রস্তাব করেছি।

রমলা হেসে বলল—তারপর! রাজী হয়েছে?

রাজী হবে না! কেন, আমি কি ছেলে খারাপ!

রমলা হাসতে হাসতে বলল, ললিতাও মেয়ে খারাপ নয়; সে তোমাকে সুখে রাখতে পারবে।

আর তুমি! তুমি কি তোমার স্বামীর মাথা চর্ব্বণ করবে?

ঠিক বলেছ, শুধু ওই ক্ষমতাই আমার আছে। আমার স্বামী যদি সূর্য্যেশ হয় সেত এ বিষয়ে দক্ষ লোক।

যদি কেন! কোন সন্দেহ আছে নাকি!

আছে বৈকি; বন্ধনে যেখানে শ্রদ্ধা নেই, আছে শুধু লালসা, সেখানে পাকা ব্যবস্থা অচল।

এতই যদি বোঝ, তবে তেমন ভাবে তোমরা গড়ে উঠ না কেন?

নিবারণদা, এইবার তুমি গোল বাধালে। চারিত্রিক দৃঢ়তা না থাকলে গ'ড়ে তোলা যায় না; ও বালাই আমাদের নাই।

চারিত্রিক দৃঢ়তা! আরে সে ত আমারও নেই। লক্ষ্য কর নি, ললিতাকে দেখলেই আমি কেমন বিগলিত হ'য়ে যাই!

ওদিকে সূর্য্যেশ ললিতাকে কোন সময় একলা পেলে আরম্ভ করে—তাহ'লে ললিতাদেবীর রাগ এখনও পড়েনি!

ললিতা বলে—উপরন্তু বিরাগ জন্মেছে।

সূর্য্যেশ হেসে বলে—একটা কথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে রাগ বিরাগের খেলায় তুমি তোমার দিদির চাইতে অনেক বেশী আকর্ষণীয়।

ললিতা ভ্রূভঙ্গি ক'রে বলে—কুমারী ও পরকীয়ারা চিরকালই বিবাহিত পুরুষের কাছে লোভনীয়।

আমি বিবাহিত নই ললিতা।

সেটা রমুদির পক্ষে এখনও সৌভাগ্যের বিষয়।

তার মানে?

অত মানে ক'রে কথা বলতে আমি পারিনে, অত বিদ্যে আমার নেই; রমুদির কাছে বুঝে আসুন।

সূর্য্যেশের চোখ জ্বলতে থাকে; তাই দেখে ললিতা চোখ ছোট ক'রে বলে—আপনার কি ইচ্ছে হচ্ছে বলতে পারি।

সূর্য্যেশ তাড়াতাড়ি চোখ কোমল ক'রে বলে—কী?

ইচ্ছে হচ্ছে যে আমাকে টপ ক'রে গিলে ফেলেন—ব'লেই সে খিল খিল ক'রে হেসে উঠে।

হয়ত সূর্য্যেশ তখন মরিয়া হ'য়ে উঠত, হয়ত ললিতাকে জব্দ করবার চেষ্টা করত, কিন্তু কিছুই তার করা হয় না; কেননা সুরবালা ঠিক সময়টিতে দুজনের মাঝখানে এসে দাঁড়াতেন, বলতেন—এই যে সূর্য্যেশ বড় খুসী হয়েছি বাবা, তুমি যে রোজ আমাদের দেখতে আস।

সূর্য্যেশকে তখন বলতেই হয়—কর্ত্তব্যে আমার কখন ভুল হয় না—এ আমার কর্ত্তব্য।

তারপরই ললিতার দিকে ফিরে সুরবালা বলেন—ললিতা, এখানে

ব'সে কি করছ? গল্প করা, হাসাহাসি করা, কুমারী মেয়েদের খুব খারাপ অভ্যাস। যাও, তোমার জ্যাঠামশায় তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন।

এর প্রতিবাদে স্থর্য্যেশ হয়ত বলত—ললিতার সঙ্গে আমার একটা ভারি মজার গল্প হচ্ছিল।

স্থরবালা তৎক্ষণাৎ বলেন—তা মজার গল্প ভাল জিনিষ—ওতে শরীর ও মনে স্ফূর্ত্তি থাকে। যাও মা ললিতা, তোমার জ্যাঠামশায় আবার তোমা বই কিছু জানেন না।

স্থরবালার অলক্ষ্যে ফিক ক'রে একটু হেসে ললিতা স্থর্য্যেশের হৃদয়ে কামনার ইন্ধন জ্বালিয়ে দিয়ে যায়। বিরক্তিতে, হতাশায় আকাঙ্ক্ষায় স্থর্য্যেশের ভিতরটা হ'য়ে উঠে আগুনের খোলা; বাহিরটায় সে সযত্নে গোপন রাখে, মনে করে কেউ বুঝি আর জানতে পারল না। কিন্তু যেদিন হ'তে তারা পরস্পর বাক্‌দত্ত হয়েছে, সেদিন হ'তে যে রমলার মাধুর্য্য তার কাছে ম্লান হ'য়ে আসছে—এ খবর মেয়েদের কাছে গোপন থাকে না।

সেদিন গোটা সহরটা দেখতে দেখতে একেবারে থম থমে হ'য়ে উঠল; খবরটা সর্ব্বত্র প্রচারিত হওয়া মাত্র ফুটন্ত জলের মত সহর যেন টগবগ করছে—অথচ রাস্তায় রাস্তায় জনসংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। রাত্রি নয়টার মধ্যেই জনবিরল পথ অতিক্রম ক'রে অঘোর বাবুর মোটর হাসপাতালে প্রবেশ করল।

ঘরে স্থরবালা উত্তেজনায় একেবারে অস্থির হ'য়ে উঠলেন। ভাবী জামাতাকে ফোন ক'রে নানা খবর সংগ্রহ ক'রে 'রমলা, রমলা' ডাক দিতে দিতে কন্যার কক্ষে এসে হাজির হলেন।

কক্ষের ভিতর রীতিমত জলসা বসেচে; অর্থাৎ ললিতা গান গাইছে। নিবারণ নিশ্চয় এতক্ষণ এখানে ছিল, তাঁর গলা পেয়ে

পালিয়েছে। ভাইপোটীর সম্বন্ধে তিনি দিন দিনই হতাশ হচ্ছেন। ললিতাকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—ললিতা, তুমি এখানে কি করছ?

ললিতা বলল—গান গাইছিলেম জ্যেঠিমা।

সুরবালা বলতে লাগলেন—ওই তোমার দোষ; দিনরাত খালি গান আর গান। মেয়ে মানুষের এত গান গাওয়া ভাল নয়—শ্বশুরবাড়িতে নিন্দা হয়।

রমলা তখন বলল—আমার ভাল লাগছিল না, তাই ললিতা গান গেয়ে শোনাচ্ছিল মা।

সুরবালা তখনি বললেন—তা বেশ, গান শুনলে মন প্রফুল্ল থাকে। ললিতা, তুমি এখন শুতে যাও।

ললিতা প্রস্থান করলে সুরবালা কক্ষের দুটো জানালা তাড়াতাড়ি বন্ধ ক'রে দিলেন। রমলা বলল, ও কি করছ মা; এমন সুন্দর জ্যোৎস্না তোমার কী করল?

জ্যোৎস্না পালিয়ে যাবে না; আজ রাস্তায় গুলী চলছে—কয়েদীরা সহরের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে; আজ দরজা জানালা সব বন্ধ ক'রে রাখতে হবে। এই ব'লে তিনি তৃতীয় জানালাটাও বন্ধ করতে লাগলেন।

রমলা তাড়াতাড়ি বলল—করছ কি মা! শোবার আগে আমি বন্ধ ক'রে শোব। শুতে আমি এখনই যাব।

সুরবালা সাবধান করে দিলেন—ভুল না, মনে থাকে যেন। যাই নীচের দরজা জানালাগুলো সব বন্ধ আছে কিনা দেখিগে।

সুরবালা চ'লে গেলেন, কিন্তু রমলা শুতে গেল না। ললিতা ও নিবারণের কথা তার বারবার মনে পড়ছে। ওরা কতবার যে লুকোচুরি ক'রে পরস্পরকে দেখছে তার হিসাব রাখা যায় না; কে কাকে জব্দ করবে দিনরাত কেবল দুজনে তারই সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছে। সে

কেন এমন হ'তে পারে না? ভবিষ্যতের ঘর সংসার কেমন হবে তারও একটা কল্পিত খসড়া তারা দুজনে রচনা করেছে—তার কেন এমন কল্পনা নাই! ওরা জীবনে এমন মাধুর্য্য কী ক'রে পেল?

সূর্য্যেশের মত রূপবান ছেলে—তার মত রূপসী কন্যা; সূর্য্যেশের জমকাল চাকরীর মোটা মাইনে—তার বাবার প্রচুর অর্থ, রঙিন কল্পনার এমন অনুকূল আবহাওয়া—সুখের ও আনন্দের এমন সমাবেশ—তবু কেন সে ম্রিয়মাণ!

ললিতা একদিন তাকে বলেছিল—'যে পুরুষের মধ্যে তুমি charm পাবে, তার সঙ্গে তোমার এখনও দেখা হয় নি।' পুরুষ সে অনেক দেখেছে—তার কাছে পুরুষ বৈচিত্র্যহীন,—পুরুষের charm যে কী জিনিষ—তা রমলা কিছুতেই বুঝতে পারে না।

দূরে বন্দুকের শব্দ হ'ল, রমলা একেবারে চমকে উঠল। বন্দুকের আওয়াজ সে সইতে পারে না। তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ ক'রে, জানালা রুদ্ধ করতে যাবে এমন সময় কাছেই বন্দুকের আওয়াজ হওয়ায় সে একেবারে ছিটকে কক্ষের মাঝখানে এসে পড়ল; তারপর আলো নিভিয়ে প্রায় লাফ দিয়ে শয্যায় আশ্রয় নিল; চোখ কাণ বন্ধ করে সে নিস্পন্দের মত পড়ে রইল।

কিছুক্ষণ ওই অবস্থায় থেকে আস্তে আস্তে তার সাহস ফিরে এল; চোখ খুলে তাকাতে জানালার উপর তার দৃষ্টি পড়ল—সে এক ভীষণ দৃশ্য—কোন নারীই সে দৃশ্য দেখে প্রকৃতিস্থ থাকে না। গল গল ক'রে তার ঘাম ঝরতে লাগল, চোখ মুখ কাণ নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে সে কাঠের মত শক্ত হ'য়ে গেল।

লোকটা ভিতরে এসে জানালা বন্ধ করেছে—তার ঘন ভারী দ্রুত নিঃশ্বাস পতনের শব্দ যেন রমলার বুকের ভিতর হাতুড়ি পিটাচ্ছে। সে কি করবে! সে যে ক্রমেই অচেতন হ'য়ে পড়ছে।

দেশলাই কাঠি জ্বলার সঙ্গে সঙ্গে সে কঁকিয়ে আর্ত্তনাদ ক'রে উঠল আলোটা তৎক্ষণাৎ নিভে গেল এবং একটা কর্কশ কুৎসিৎ কণ্ঠস্বর চাপা; গলায় ব'লে উঠল—শ্‌ শ্‌—চুপ। গোলমাল করেছ কি ছোরা বসিয়ে দেব। ভাল মানুষের মত থাক, কোন ভয় নেই।

রমলা মরিয়ার মত একলাফে দরজার দিকে ছুটল; কিন্তু আগন্তুক তার পথরোধ করে দাঁড়িয়ে বলল—সাবধান, পালাবার চেষ্টা করলে রক্ষে থাকবে না।

রমলা তখন আর্ত্তকণ্ঠে বলল—কে, কে তুমি?

সোমনাথ চাপা গলায় বললে—বাস্‌ চুপ্‌। মনে হচ্ছে, আপনি মেয়েমানুষ—আপনার কোন ভয় নেই; আলো জ্বালুন—দেখি আপনি কে?

আগন্তুকের ভাষাটা খারাপ শোনালো না; রমলা একটু সাহস পেল—। আলো জ্বলবার পর কিছুক্ষণ গেল আলো চোখে সইয়ে নিতে। সোমনাথ বিস্ময়ে রমলার দিকে চেয়ে রইল; রমলা কিন্তু সোমনাথের দিকে চেয়ে ভয়ে একেবারে বিবর্ণ হ'য়ে গেল—তার মুখে চোখে বিভীষিকার এমন ছাপ পড়ে গেল যে সোমনাথ হতভম্ব হ'য়ে গেল; রমলার দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে সে নিজের পোষাকের দিকে চাইল। তখন সে নিজেই চমকে উঠল—ইস্‌ এত রক্ত! রক্তে যেন সে স্নান করেছে। একমুহূর্ত্ত সে উদয়ের কথা ভেবে নিল—এত রক্তপাতে উদয় কি আর বাঁচবে?

একটা শব্দে মুখ তুলে সে দেখল, রমলা কেমন জানি করছে। তাড়াতাড়ি বলল—আমি বলছি আপনার কোন ভয় নেই; আমি কয়েদী নই, খুনীও নই—আমি একজন রাজবন্দী; আমার দ্বারা কোন খারাপ কাজ সম্ভব নয়।

রমলা তখন ধীরে ধীরে বলল—এত রক্ত কেন?

সোমনাথ বলল—এ কৈফিয়ৎ আপনাকে না দিলেও পারতেম;

কিন্তু না দিলে আপনি আমায় বিশ্বাস করবেন না। আমার সঙ্গী পুলিশের গুলীতে আহত হয়েছে—তাকে ব'য়ে আনতে হয়েছিল কিছুদুর—।

রমলা সাহস সঞ্চয় ক'রে বলল—আপনি আমার ঘরে এসে ঢুকেছেন কেন? এখনি আপনাকে চ'লে যেতে হবে।

সোমনাথ বলল—বাইরে গেলে পুলিশের গুলিতে প্রাণ যাবে, নয়ত নিশ্চয় ধরা পড়ব! আপনি আমায় বাঁচান, আমায় লুকিয়ে রাখুন।

রমলা ব্যঙ্গ ক'রে বলল—শুনেছিলেম, রাজবন্দীরা বীরপুরুষ, মরতে ভয় পায় না।

সোমনাথ বলল—ভুল শুনেছেন—। যতক্ষণ পারা যায়, বেঁচে থাকাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। বাইরে পুলিশ এখনও অপেক্ষা করছে—আপনি যদি দয়া না করেন তবে আবার তাদের হাতে পড়তে হবে।

তার জন্য এত ভয় কেন। এ পথে যখন পা দিয়েছেন, তখন এতো জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধের মত সত্য।

সোমনাথ কিছুক্ষণ একদৃষ্টে রমলার দিকে চেয়ে বলল—আপনি শিক্ষিত, ভদ্র; বড়ঘরে আপনার জন্ম তাই আশা করেছিলেম প্রাণটা আপনার বড়ই হবে। আপনার রূপ অসামান্য, সৌন্দর্য্য অসাধারণ কিন্তু আপনি নিজে অতি সাধারণ। সুতরাং এখন থেকে আমি আর আপনার দয়ার প্রত্যাশী হব না, আপনিই হবেন আমার করুণার পাত্র। আমি যাব না।

রমলা ক্রুদ্ধ হ'য়ে ব'লে উঠল—তবে আমি পুলিশ ডেকে ধরিয়ে দেব।

সোমনাথ হেসে বলল—তাতে আমি ডুবব বটে কিন্তু আপনাকে নিয়েই ডুবব। পুলিশের কাছে আমি এজাহার দেব যে আপনি আমাদের দলের লোক এবং আমার সঙ্গে আপনার গোপন সম্বন্ধ অনেক দিনের।

রমলা একেবারে ফেটে পড়ল—ছোট লোক, অভদ্র ইতর।

সোমনাথ সোফার উপর ব'সে বলল—যেমনি বুনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুল। ইতরের কাছে এর বেশী আশা করা উচিত নয়।

রমলা সংশোধন ক'রে বলল—আপনি ভদ্র; কেন আমায় বিপদে ফেলছেন—আমি ত আপনার কোন ক্ষতি করিনি। আমার বাবা সিভিল সার্জ্জেন, আমার ভাবি স্বামী পুলিশের ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট; আপনি যদি এখানে ধরা পড়েন তবে সব দিক দিয়ে আমাদের সর্ব্বনাশ হবে।

সোমনাথ কিছুক্ষণ চিন্তা ক'রে বলল—আচ্ছা আজ রাত্রের মত আমায় লুকিয়ে রাখুন; কালই আমি চ'লে যাব। আমার দ্বারা আপনাদের কোন সর্ব্বনাশ যাতে না হয়, তার ব্যবস্থা আমি করব।

আপনাকে আমি বিশ্বাস করব কী ক'রে!

বিশ্বাস না ক'রেও উপায় নেই। ওই দরজায় শব্দ হচ্ছে, পুলিশ হয়ত এল। মনে রাখবেন, আপনার সম্মান, আপনার লাভ ক্ষতি আমার হাতে।

সোমনাথ অবিলম্বে খাটের তলে প্রবেশ করল; সেখান থেকেই পুলিশের হাঁক ডাক, ভারি বুটের শব্দ শুনতে লাগল। তারপর সুরবালা দরজা ধাক্কা দিয়ে রমলাকে ডাকতে লাগলেন। রমলা দরজা খুলেই অত্যন্ত বিস্ময়ে ব'লে উঠল—ইনি কে মা?

সুরবালা শশব্যস্তে ব'লে উঠলেন—ইনি পুলীনবাবু; সূর্য্যেশের অধীনস্থ পুলিশ ইনস্পেক্টর—তোমার ঘরটা একবার দেখবেন।

সার্চ্চ? কেন, আমি কি করেছি?

পুলীন বলল—আজ্ঞে তা নয়। একজন রাজবন্দী আমাদের তাড়া খেয়ে এই বাড়ীতে ঢুকেছে আমাদের মনে হ'ল সে আপনার ঘরে ঢুকেছে।

রমলা গ্রীবা দুলিয়ে মধুর হেসে বলল—পুলীন বাবু—আপনি বিশেষজ্ঞ লোক। আচ্ছা, আমার চেহারা দেখে কি খুব বোকা ব'লে মনে হয়?

পুলীন সন্ত্রস্ত হ'য়ে বললে—আজ্ঞে, সে কি কথা?

রমলা হাসিটাকে আরও মোলায়েম ক'রে বলল—তবে একজন লোক আমার ঘরে ঢুকলে আমি জানতে পারব না? আমি ত বরাবর জেগেই রয়েছি।

পুলীন তৎক্ষণাৎ বলল—আপনাকে বিরক্ত করলেম ব'লে ক্ষমা করবেন। গুড্ নাইট্।

পুলীন চ'লে যেতেই সুরবালা কথা বলতে উদ্যত হলেন; রমলা থামিয়ে দিয়ে বলল—রাত হয়েছে, এবার আমাকে ঘুমুতে দাও।

সুরবালার পেট যেন ফুলতে লাগল; তবু তাঁকে যেতে হ'ল। দরজা বন্ধ ক'রে রমলা মুখ ঢেকে সোফায় ব'সে রইল। সোমনাথ বার হ'য়ে এসে বলল—ধন্যবাদ।

শুধুই ধন্যবাদ! রমলা একদণ্ডে বিরক্ত হ'য়ে বলল, কেন আমার এই হীনতা, বলতে পারেন?

দুর্ব্বৃত্তের হাতে পড়েছেন ব'লে। কিন্তু আশ্রিতকে ধরিয়ে দিলে কি এর চাইতে বেশী হীনতা হ'ত না?

আপনি আশ্রিতের অনুপযুক্ত।

আপনার বাড়ীতে অনেক আশ্রিত গোলাম আছে—তাদের চাইতেও কি আমি হীন!

তবে গোলামের মতই থাকবেন।

সে ত আমার সৌভাগ্য; বাঙালীর চাকরি পাওয়ার চাইতেও দুর্লভ ভাগ্য।

রমলা পূর্ণদৃষ্টিতে সোমনাথের দিকে তাকাল তারপর অত্যন্ত গম্ভীর হ'য়ে বলল—আর কিছু আমাকে করতে হবে!

সোমনাথ সোফার উপর বেশ আরাম ক'রে বসল; তারপর বলতে লাগল, প্রথমে আমাকে এক সেট পোষাক দিতে হবে—

রমলা বাধা দিয়ে বলল—আমার এখনও বিয়ে হয়নি যে পুরুষের পোষাক আমার কাছে থাকবে; মেয়েদের পোষাক দিতে পারি।

সোমনাথ বিরক্ত হ'য়ে বলল—মেয়েদের পোষাক! আপনি এতদিন বিয়ে করেন নি কেন? বয়সে আপনি ছেলেমানুষ নন্।

রমলার মুখে বাঁকা হাসি ফুটে উঠল, বলল—আমাকে বুঝি বুড়ি দেখায়!

সোমনাথের বিরক্তি তবু গেল না; বলল—বুড়ি না হাতি। তা'হলে বাংলা দেশে কেউ ছুঁড়ি বিয়ে করবে না।

রমলা বুঝতে পারল না, সোমনাথ তার সঙ্গে ঠাট্টা করছে কি না। হঠাৎ সে খিট খিট ক'রে বলে উঠল—অত মেজাজ দেখাবেন না; বলুন তারপর কি করতে হবে। করা না করা পরে আমি বুঝব।

সোমনাথ বলল—বোঝা বুঝির কিছু নেই; যা বলব, তা করতে হবে।

করতে হবে? আপনার হুকুমে নাকি?

সোমনাথ হেসে বললে—বুঝতে পারছেন না যে পুলীনবাবু চ'লে যাওয়ার পর হ'তে আপনার অবস্থা কত শোচনীয় হয়েছে! আপনার সঙ্গে আমার সম্বন্ধটা যে খুব পবিত্র নয়—এ বোঝাবার জন্য আমায় আর কোন চেষ্টাই করতে হবে না।

রমলা ক্রোধে 'রি' 'রি' করে জ্বলে উঠল—ব্রুট, স্কাউণ্ড্রেল!

সোমনাথ হাসতে হাসতে বলল—আবার এমন অবস্থাও তৈরী করতে পারি যে এই স্কাউণ্ড্রেলকেই আপনাকে বিয়ে করতে হবে।

রমলার চোখ জলতে লাগল; কট মট ক'রে সোমনাথের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে তার চোখ দিয়ে দুফোটা জল গড়িয়ে পড়ল। সোমনাথ তাড়াতাড়ি বলল—আহা, সত্যি কি আমি তাই করতে যাচ্ছি না কি! আপনি আচ্ছা ছেলেমানুষ বটে। কোন ভয় নাই আপনার। আমি ত আগেই বলেছি, কালকের দিন কাটিয়ে সন্ধ্যার পরই চলে যাব—আপনি শুধু সেই ব্যবস্থা করুন।

রমলা মুখ নত ক'রে বলল—অসম্ভব।

অসম্ভব নয়। বাড়ীর লোকদের জানাবেন আমি আপনার বন্ধু—আপনি যে সমাজের মেয়ে তাতে পুরুষবন্ধু থাকা বিসদৃশ নয়। একটা দিন কোন রকমে চালিয়ে নেবার মত বুদ্ধি আপনার যথেষ্ট আছে।

আমি ছোট লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিনে।

এই দেখুন, আবার আপনি তেড়া তেড়া কথা বলছেন; জানেন, লোক হিসাবে রাজবন্দীরা শ্রেষ্ঠ!

ওঃ; শ্রেষ্ঠলোকের কী নমুনাই দেখালেন! প্রাণের ভয়ে পালিয়ে এসে স্ত্রীলোকের আঁচলের তলে আশ্রয় নেওয়া—তাও স্ত্রীলোকের সম্মানহানির ভয় দেখিয়ে। লজ্জাও করে না!

লজ্জার চাইতে প্রাণ ঢের বেশী প্রিয় রমলা দেবী।

রমলা দেবী! আমার নাম ধ'রে ডাকছেন—এত আস্পর্দ্ধা!

বাপ মা নাম রাখেন ডাকবার সুবিধার জন্য।

না—আপনার সে অধিকার নেই; সে স্তরের লোক আপনি নন।

তবে ডাকব না। এবার পোষাকটা দিন—বাথরুম থেকে ঘুরে আসি। এই ব'লে সে হাত বাড়িয়ে ধরল।

না, এইবার আপনাকে যেতে হবে, প্রথম বিপদ থেকে আপনাকে বাঁচিয়েছি—আমার কর্ত্তব্য আমি করেছি; আপনি যদি ভদ্র হন তবে আর দ্বিরুক্তি না ক'রে আমাকে নিষ্কৃতি দিন!

ভদ্র যে আমি নই, তা ত' আপনি ধারণা করেই নিয়েছেন।

তখন রমলা করুণকণ্ঠে বলতে লাগল—কেন আপনি আমার সর্ব্বনাশ করতে চান—আমি আপনার কী করেছি। আমার বাবা গবর্ণমেণ্টের কাছে নাজেহাল হবেন, বড় ঘরে আমার বিয়ে হবার কথা হচ্ছে সে আশা নির্ম্মূল হবে; চরিত্রের কলঙ্কে সমাজে আমি কোথাও মুখ দেখাতে পারব না। আমাকে এমন ভাবে মেরে নিজের প্রাণ বাঁচিয়ে আপনি কি সুখ পাবেন। আপনাকে মিনতি করছি, আমায় বাঁচান।

রমলা, সত্য সত্যই কেঁদে ফেলল; দুই হাতের মধ্যে মাথা গুঁজে সে ফোঁপাতে লাগল।

সোমনাথ তখন উঠে দাঁড়াল, ধীরে ধীরে বলতে লাগল—সত্যই আমি ভুলে গিয়েছিলেম যে অভিশপ্ত জীবন আমাদের—আমাদের সংস্পর্শে যারা আসে, তাদের ভাগ্যও অভিশপ্ত হ'য়ে উঠে। আপনি এক কাজ করুন; আলোটা নিভিয়ে দিয়ে জানালাটা খুলে দিন।

সোমনাথের কথামত কাজ ক'রে রমলা চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। সোমনাথ বলতে লাগল—নিজের প্রাণটার কথাই খালি ভেবেছি, আপনার সম্মানের দিকে তাকাইনি—তার জন্য মার্জ্জনা করবেন। আপনার জীবনে আমার আবির্ভাব যেমন আকস্মিক তেমনি খাপছাড়া; কিন্তু আমার জীবনে আপনি একেবারে গাঁথা থাকলেন। আচ্ছা নমস্কার।

সোমনাথ অগ্রসর হ'লেই রমলা জিজ্ঞাসা করল—বাইরে জ্যোৎস্না; পুলিশ দেখতে পেয়ে যদি আপনাকে গুলী করে?

তার জন্য ভাবনা কি! আমাব চাইতেও মূল্যবান প্রাণ অনেক নষ্ট হয়েছে।

পুলিশ কি এখনও অপেক্ষা করছে?

পুলিনবাবু যদি বোকা হন তবে আপনার কথায় বিশ্বাস ক'রে চ'লে যাবেন আর যদি ঘু ঘু ইনস্পেক্টর হন তবে ঠিকই অপেক্ষা করছেন। নমস্কার।

সোমনাথ জানলার কাছে এসে দাঁড়াতেই রমলা বলল—শুনুন।

আঃ আবার পিছু ডাকেন!

আর কিছুক্ষণ ব'সে যান—ততক্ষণ পুলিশ বিরক্ত হ'য়ে চলে যাবে; জানলার কাছ হ'তে স'রে আসুন।

আশ্চর্য্য! আপনি শিক্ষিত, অভিজাত, বাহিরের জগতের সঙ্গে মিশছেন। মনে করেছিলেম, আপনি বুঝি অন্য মেয়েদের তুলনায় অনেক শক্ত। এখন দেখছি সব মেয়েই সমান।

ক'টা মেয়ের আপনি খবর রাখেন?

কেন আমার মা—

আর আপনার স্ত্রী—এই ত?

স্ত্রী! স্ত্রী কোথায় পাব!

কেন আপনি বিয়ে করেন নি?

সময় পেলেম কোথায়? প্রথমে মা মারা গেলেন। তারপর এম, এ পরীক্ষা দিবার জন্য তৈরী হচ্ছি—পুলিশ এসে হোষ্টেল থেকে ধ'রে নিয়ে এল।

এম, এ পরীক্ষা! রমলা একদণ্ড স্থির হ'য়ে রইল; তারপর ধীরে ধীরে সোফায় ব'সে নতমস্তকে জিজ্ঞাসা করল—আপনার অপবাধ?

সোমনাথ আসন নিয়ে বলল—তা অপরাধ একটু ছিল বৈকি। ঢাকা জেল থেকে সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ব'লে কে একজন পালিয়ে যায়। আমার নামও সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাছাড়া তার এবং আমার চেহারার নাকি আশ্চর্য্য রকম মিল আছে। পুলিশ প্রথমে আমাকে ভুলক্রমেই ধরেছিল কিন্তু ভুল যখন ধরা পড়ল তখন আমাকে ছেড়ে দিতে ভুলে গেল।

সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়! মনে পড়েছে বটে। পুলিশের এ ভারি অন্যায়! এর প্রতিকার হওয়া উচিত।

ভগবানের অন্যায়ের যেমন প্রতিকার নাই, পুলিশেরও তাই। পুলিশ হচ্ছে ভারতবর্ষের ভগবান। সবার বাবা আছে, বাবারও বাবা থাকে কিন্তু পুলিশের বাবা নেই।

ভগবান কখন অন্যায় করেন না।

না করেন না! এই ধরুণ না আমার জীবন। আমি ছিলেম কী রকম জানেন? যাকে বলে নাড়ুগোপাল, নন্দদুলাল।

কিন্তু এখন ত আপনি সে রকম নন।

সে আমার উদয়দার চেষ্টায়। কে জানে উদয়দা এখনও বেঁচে আছে কিনা। হায়, যদি আরতির কাছেও তাকে পৌছে দিতে পারতেম!

সোমনাথ হঠাৎ অত্যন্ত বিমর্ষ হ'য়ে উঠল। রমলা ডাকল—সোমনাথবাবু!

সোমনাথ চমকে উঠল, বলল—আমাকে সোমনাথ ব'লে ডাকবেন না—সাবধান হওয়াই ভাল! আপনি বরং আমায় 'অমলবাবু' ব'লে ডাকবেন।

রমলা বলল—অমলবাবু, উদয়বাবু আরতির কথা বলুন—বেশ গুছিয়ে বলুন; অত ছাড়াছাড়ি ভাবে বললে শুনে আরাম পাচ্ছিনে।

সোমনাথ তাদের কথা রমলাকে শুনাল; তারপর বলল—আশ্চর্য্য এই যে উদয় ও আরতির মধ্যে সাক্ষাৎ ঘটেছিল মাত্র কয়েক মিনিট—তাতে ভালবাসাবাসির একটা কথাও ছিল না; অথচ উভয়ে উভয়কে দূর থেকে কী ভালই না বেসেছে। কি ধরণের জানেন? এই ধরুণ আপনার ও আমার মধ্যে আলাপ,—ভালবাসার একটা কথাও হয়নি। আমি ত এখনই চলে যাব—তারপর ধরুণ আপনি আমায় ভালবেসে ফেল্লেন, আমিও ফেল্লুম! অনেকটা এই ধরণের নয়কি!

রমলা ভাল ক'রে সোমনাথকে লক্ষ্য ক'রে বুঝবার চেষ্টা করল—এ কথা বলার উদ্দেশ্য কি! কিন্তু কিছু বুঝতে না পেরে সে অত্যন্ত স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইল। ঘড়িতে একটা বেজে গেল।

সোমনাথ উঠে দাঁড়াল, বলল—এইবার যেতে হবে। ধরা না পড়লে, রাতারাতি আমি অনেকদূর চ'লে যেতে পারব। আলো নিবিয়ে দিন; জানলাটা খোলাই আছে দেখছি।

রমলা চুপ ক'রে বসেই রইল।

সোমনাথ নিজেই আলো নিবিয়ে দিল; তারপর বলল—আচ্ছা তবে আসি, নমস্কার।

অমলবাবু আপনার ত যাওয়া হবে না?

সোমনাথ ফিরে দাঁড়িয়ে বলল—সে কি!

না। এত ঝুঁকি মাথায় নিয়ে যাওয়া চলবে না। একদিন থাকলে যদি বিপদ কেটে যায় তবে একদিনের জন্য পুলিশের গুলির মুখে আপনাকে ছেড়ে দেব—এমন নির্ব্বোধ আমি নই।

নিজের বিপদের কথা ভুলে যাচ্ছেন কেন রমলাদেবী!

তা হোক—আমার যা হয়, হবে, আপনার যাওয়া হবে না।

আপনি বুঝতে পারছেন না—আর একবার বল্লে সত্যই আমি থেকে যাব কেননা মোটেই আমার যাওয়ার ইচ্ছা নেই।

রমলা হেসে বলল—আমি ভদ্রতা করছিনে, আন্তরিক ইচ্ছাই জানিয়েছি। তা ছাড়া একদিনের জন্য আপনাকে চালিয়ে নিতে আমার অসুবিধে হবে না। আমার বাপ মা, ভাই বোন—তারা সবাই আমার সহযোগিতা করবে। শুধু একজন—রমলা হঠাৎ চুপ করল।

সোমনাথ বলল—আপনার ভাবি স্বামীর কথা ভাবছেন বুঝি! তিনি পুলিশের লোক ব'লে বুঝি ভয় পাচ্ছেন? কোন চিন্তা নেই—শত হ'লেও তিনি আপনার স্বামী ত! তিনি কখনই আপনার

বিরুদ্ধাচরণ করবেন না। স্বামীস্ত্রীর ভালবাসার যে কী টান তা আপনি বুঝবেন না।

রমলার ভারি কৌতুক বোধ হ'ল, বলল—আপনিই বা বুঝলেন কি ক'রে?

বাঃ, আমি বুঝব না! আমি যে স্বচক্ষে দেখেছি। আরতি উদয়দাকে লিখল—জেলের বাইরে তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই—বাস্‌, উদয়দা অমনি বল্লে—আরতি যখন অনুরোধ করেছে, তখন যেতেই হবে—প্রাণ থাকুক আর যাক্‌। দেখুন কী রকম ভালবাসা!

চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে রমলা বলল—আসুন, আপনার পোষাক দিই। পুরুষের পোষাক সত্যি আমার কাছে নেই—সাড়ি দিচ্ছি—রাতটা চালিয়ে দিন।

রমলা আলমারি খুলে সাড়ি বাছতে লাগল; সোমনাথ বললে—না, না, সাড়ি পরতে পারব না।

তবে আপনার জন্য এখন ধুতি চুরি করতে যাব কোথায়! আচ্ছা জ্বালা হয়েছে আপনাকে নিয়ে।

তবে দিন, তবে দিন।

রমলা তাকে সাড়ি দিলে সোমনাথ বলল—জামা?

জামা আমি পাব কোথায়?

না, না, খালি গায়ে আমি আপনার সামনে থাকতে পারব না—আমার ভারি লজ্জা করবে।

ও লজ্জা করবে—আর আমাকে ছোরা মারবার ভয় দেখানো, আমার কলঙ্ক রটানো, আমার আঁচলতলে এসে প্রাণ বাঁচানো—এতে লজ্জা পায় না!

তা হোক; খালি গায়ে থাকা আমার অভ্যেস নেই।

ওঃ ভারি বড়লোক দেখছি যে! এদিকে ত রাজবন্দী, ওদিকে বড়-

লোকী ষোল আনায় আছে! আচ্ছা দাঁড়ান; মনে পড়েছে—আমার স্লিপিং গাউনটা আছে।

রমলা স্লিপিং গাউন বার ক'রে দিল।

সোমনাথ একগাল হেসে বলল—সত্যি, ভারি চমৎকার মেয়ে আপনি। আমার এত ভাল লাগছে যে মনে হচ্ছে চিরকাল থেকে যাই।

ফের বকাচ্ছেন। যান, ঢুকে পড়ুন।

সোমনাথ বাথরুমের মধ্যে প্রবেশ ক'রে দ্বার রুদ্ধ করল। তখন রমলা মনে মনে বলতে লাগল—চিরকালের মত থেকে যাই! আস্পর্দ্ধা! তারপর সে ফিক ক'রে হেসে উঠল।

তার ভাবটা অত্যন্ত খুসী খুসী হ'য়ে উঠেছে কি একটা চিন্তা করতে করতে মাঝে মাঝে সে বুক বুক ক'রে হেসে উঠছে। তারপর হঠাৎ সে ঘর হ'তে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

পাঁচ

স্নানের ঘরে ঢুকে সোমনাথ মনে মনে বলল—খালি গায়ে থাকতে পারিনে বলে ঠাট্টা হ'ল। বড়লোকী ব'লে রসিকতা! মনে করেছিলেম যে বলি একবার, যে তোমাদের মত পাঁচটা বড়লোককে বাবা কিনতে পারেন! হুঁ।

উদয়ের কথা মনে এল। ইস, এত রক্ত! কিছুক্ষণ অবধি সে চুপ ক'রে বসেই রইল—হাত পা তার ওঠে না? এত রক্ত ক্ষরণে উদয় আর বেঁচে নেই হয়ত! হয়ত বা পুলিশের হাতে ধরা পড়ে গেছে—আরতির সঙ্গে দেখা হ'ল না!

স্নান যখন অর্দ্ধেক অগ্রসর হয়েছে তখন রমলার ঘর হ'তে কথোপকথন শুনা গেল। সোমনাথ সচেতন হ'য়ে উঠল। রমলা তাকে ধরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছে নাকি! কিছুক্ষণ সে নিশ্চল হ'য়ে ব'সে শোনবার চেষ্টা করল কিন্তু কোন কথা ধরা যায় না। পা টিপে দরজার কাছে এল—দু একটা কথা ধরা যায়; রমলা তার মায়ের সঙ্গে কথা বলছে। কথাবার্ত্তার টুকরো-টাকরা যা কাণে এল, তার থেকে সোমনাথ বুঝতে পারল যে মা ও মেয়ের মধ্যে বচসা চলেছে। মার ইচ্ছা, সূর্য্যেশকে ফোন ক'রে দিতে—তাকে ধরিয়ে দিতে পারলে সূর্য্যেশের পদোন্নতি হবে। সোমনাথ ফিরে এসে সাবান ঘসতে ঘসতে ভাবতে লাগল। সূর্য্যেশ কে? রমলার বাবা নয় নিশ্চয়ই; বুঝেছি, রমলার ভাবি স্বামী। ঠিক, সে পুলিশের ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। হুঁ, মা'টা ত ভারি বজ্জাত দেখছি।

সাবান ঘসতে ঘসতে বুকটা সে ফেনায় সাদা ক'রে ফেলল।

স্নানের ঘর হ'তে বার হ'তেই রমলা বলে উঠল—বাঃ আপনাকে কি সুন্দর দেখাচ্ছে—ঠিক যেন রাজপুত্র।

সুরবালা কটমট ক'রে মেয়ের দিকে তাকালেন।

সোমনাথ বলল—কিন্তু রাজপুত্রকে যে আপনার মা ধরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছিলেন। আপনার মা যাই বলুন, সূর্য্যেশবাবু কিন্তু আপনার কথাই শুনবেন—মার কথা কাণেই তুলবেন না।

রমলা মায়ের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে মৃদু হাসল, তারপর বলল—আচ্ছা, আচ্ছা, আপনি থামুন। আড়ি পেতে শুনছিলেন—আপনি ত আচ্ছা ছোটলোক!

এই দেখুন, রাজপুত্র থেকে একেবারে ছোটলোকে নামিয়ে দিলেন। আপনাদের কোন দয়ামায়া নেই।

রমলার মুখে হাসি লেগেই রইল; সুরবালা নীরবে ব'সে কন্যার ভাবগতিক লক্ষ্য করছেন—যত লক্ষ্য করছেন, ততই গম্ভীর হচ্ছেন।

রমলা বলল—আসুন, এবার খেতে বসুন—আপনার ক্ষিদে পেয়েছে।

সোমনাথ হেসে বলল—আগে বলিনি, যে সব মেয়েই সমান। আচ্ছা বলুন দেখি, আপনি কি ক'রে জানলেন আমার ক্ষিদে পেয়েছে! শুধু কি ক্ষিধে, ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে। ইস্ কত আয়োজন করেছেন—একেবারে জামাই আদর! আমি কিন্তু সব খেয়ে ফেলব।

রমলা হেসে ফেললে, বললে—তা খাবেন বৈকি!

সোমনাথ খেতে খেতে বলল—আচ্ছা, আপনাদের সমাজে নাকি এ নিয়ম নয়! পেটে ক্ষিধে থাকলেও এখান থেকে এক টুকরো, ওখান থেকে এক টুকরো—এ রকম ভাবে খেতে হয়?

হ্যাঁ, আমাদের সব সময় দেখাতে হয় যে আমরা বড়লোক, আমরা ভদ্র।

ভারি আশ্চর্য্য ত! তাহ'লে আপনাদের মতে আমি অভদ্র?

আপনি আবার ভদ্রলোক কবে! ভদ্রলোকে কখন মাঝরাতে চোরের মত ভদ্রমহিলার ঘরে ঢোকে?

বাঃ, আমি কি জেনেশুনে ঢুকেছি নাকি! পুলিশের তাড়া খেয়ে ছুটে এসেই প্রাচীরের সামনে পড়লেম। ভাবলেম প্রাচীর টপকাতে পারলে বেঁচে যেতে পারি। এক লাফে প্রাচীর টপকে ভিতরে পড়লেম। আর সত্যি কথা বলতে হ'লে ওই প্রাচীরের জন্যই বেঁচে গেলেম।

সুরবালা যেন লাফিয়ে উঠলেন, আমাদের এই উঁচু প্রাচীর তুমি এক লাফে পার হয়েছ? তুমি নিশ্চয়ই গুণ্ডা—নাম ভাঁড়িয়েছ। ভদ্রলোকে এত উঁচু প্রাচীর পার হ'তে পারেনা।

সোমনাথ বলল—আপনারা বারবার আমাকে যে রকম অভদ্র, ইতর গুণ্ডা বলছেন, আমার সন্দেহ হচ্ছে সত্যই বুঝি আমি ভদ্র নই।

রমলা ছদ্মগাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বলল—বুঝলে মা, আবার হাতে ছোরা ছিল—সেই ছোরা দিয়ে আমাকে খুন করতে চেয়েছিল।

সুরবালা চমকে উঠে বললেন—কী সর্ব্বনাশ! তারপর তিনি বলতে যাচ্ছিলেন—তুমি এখনই চলে যাও, নইলে আমরা পুলিশকে খবর দেব। কিন্তু বলবার আগে মেয়ের দিকে দৃষ্টি পড়তেই তিনি থেমে গেলেন। মেয়ে মুখে শাড়ি চেপে হাসছে আর সোমনাথের দিকে দুষ্টুমি চোখে চেয়ে রয়েছে। সোমনাথ খাওয়া বন্ধ রেখে বেকুবের মত রমলার দিকে চেয়ে আছে। মেয়ের উপর তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন। আজকালকার আলোক প্রাপ্তা মেয়েরা বাপ মায়ের সামনেই প্রেম করে আর বেচারি বাপ মা বাধ্য হয়ে অজ্ঞ সাজেন।

রমলা বলল—তাড়াতাড়ি খাওয়া সারুন; আমরা কি আপনাকে নিয়ে সারারাত বসে থাকব নাকি।

সোমনাথের শোবার ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে রমলা তার মায়ের ঘরে শুতে গেল। সেখানে ঘণ্টাখানেক ধ'রে মা ও মেয়েতে মোটামুটি পরামর্শ স্থির হ'য়ে গেল। এরপর সুরবালা ঘুমিয়ে পড়লেন কিন্তু রমলার ঘুম এল না। সোমনাথের আসার পর হ'তে সমস্ত ঘটনা, কথাবার্ত্তা সে মনে মনে আলোচনা করতে লাগল। কী অভিনব অনুভূতি! জীবনে এ অভিজ্ঞতা কী মধুর। এক অপরূপ আবেশে তার দেহমন জুড়িয়ে গেল।

* * *

পরদিন ভোর হতেই সুরবালা বেহায়াকে আক্রমণ করলেন;—কাল রাত্রে গাড়ী ক'রে দিদিমণির এক বন্ধু এলেন—কেউ সাড়া পর্য্যন্ত দিলে না! এত ঘুম নিয়ে চাকরি চলবে না।

বেয়ারা অত্যন্ত বিস্ময়ে বলল, গাড়ী ক'রে বন্ধু এলেন! আমি জানতে পারলেন না! আমি ত জেগেই ছিলাম মেমসাহেব।

সুরবালা ধমক দিয়ে বললেন—ফের মুখে মুখে কথা বলে! বল্লেই হয় ঘুমিয়ে পড়েছিলেম। ঘুমিয়ে পড়া অপরাধ নয়—রাত্রে

গাঢ় ঘুম হ'লে স্বাস্থ্য ভালই থাকে। দেখ, ঘুমোও তাতে কিছু দোষ নেই কিন্তু মিছেকথা আমি কিছুতে সহ্য করতে পারিনে। যাও, দিদিমণির ঘরে জলদি চা নিয়ে যাও।

এরপর তিনি চাকর মহলে প্রচার ক'রে দিলেন যে দিদিমণির বন্ধুটি অদ্ভুত বড়লোক। তিনি ভাল করেই জানেন যে বড়লোকের বন্ধু যদি বড়লোক না হয় তবে চাকরমহলে খাতির মেলেনা, মেলে করুণা।

ললিতা ও নিবারণের ঘরে গিয়ে তিনি অনেকক্ষণ গল্প ক'রে এলেন অর্থাৎ সে গল্প সোমনাথকে অবলম্বন করে। সুরবালা প্রস্থান করলে নিবারণ ছুটল ললিতার ঘরে; বলল, ব্যাপার কি?

ললিতা বলল—তাহ'লে জ্যেঠিমা তোমার কাছেও গিয়েছিলেন?

তুমি কিছু অনুমান করতে পারলে?

পরের ব্যাপার নিয়ে তোমার অত কৌতূহল কেন বলত? তুমি লোকটা ভাল নয় দেখছি।

বলতে বলতেই ললিতা ঘর হ'তে বেরিয়ে পড়ল; কিছুদূর গিয়ে পেছন ফিরে হতভম্ভ নিবারণের দিকে চেয়ে সে মুচকি হেসে চলে গেল।

ললিতা এসে দেখল সোমনাথ চা খাচ্ছে; তাকে দেখে রমলা উভয়ের পরিচয় করিয়ে দিল। ললিতা বলল—আপনার কাণ্ড শুনে আপনার চেহারাটা যে এতটা ভদ্র হবে তা মনে করিনি।

সোমনাথ রমলাকে বলল—এতক্ষণে একজন আপনার লোক পেয়েছি—যিনি আমাকে ভদ্রলোক বলে স্বীকার করেছেন! ললিতা দেবী, আপনার একটু ভুল হয়েছে; অভদ্র বা কুৎসিত লোকের সঙ্গে রমলা দেবী কখন বন্ধুত্ব করেন না।

ললিতা বললে—আপনি রমুদির এত ঘনিষ্ঠ বন্ধু! অথচ রমুদি একদিনও আপনার গল্প করেন নি।

সোমনাথ রমলার মুখের দিকে চেয়ে বলল—বোধ হয় লজ্জায় নয় ঘৃণায়।

ললিতা প্রশ্ন করল—ছুটোর সময় এসেছেন শুনলেম; কিন্তু তখন কোন ট্রেণ বা ষ্টীমার নেই। কোন হোটেলে উঠেছিলেন বুঝি!

সোমনাথ বিব্রত হ'য়ে বলল—হোটেল! হোটেল ত নয়।

বাঃ জ্যেঠিমা যে বললেন—

রমলা তাড়াতাড়ি বলল—মা বললেন?

মার ভারি অন্যায়—ভাল ক'রে না শুনেই বকতে থাকেন। আপনি উঠলেন মামাবাড়ী আর মা বললেন হোটেল।

সোমনাথ তখন বলল—তা মাও ঠিক কথা বলেছেন। আমার মামাবাড়ী হোটেলের মতই। কত লোক আসছে যাচ্ছে, খাচ্ছে দাচ্ছে, কেউ কারু খবর রাখে না।

আপনার মামা ঢাকায় থাকেন নাকি! তবে ত মাঝে মাঝে এলেই পারেন; আমরাও বেড়াতে যেতে পারি। আপনার মামার নাম কি? কোথায় থাকেন?

সোমনাথ ও রমলার বুক ঢিপ ঢিপ ক'রে উঠল। রমলা কোন কথা বলতে পারল না; সোমনাথ তখন বলল, দাঁড়ান খেয়ে নিই; আপনার জেরায় গলা শুকিয়ে উঠেছে।

এক ঢোক চা খেয়ে সোমনাথ বলল, মামার ঠিকানা জানতে চান কেন বলুন ত? কলকাতায় যাব ব'লে পালিয়ে এসে এখানে উঠেছি—তাই জানাতে চান? আসল কথা, মামার ঠিকানাও আপনাদের জানাব না, আপনাদের ঠিকানাও মামাকে বলি নি।

এই সময় নিবারণ এসে যোগ দিল।

পরিচয় করিয়ে দেবার পর রমলা বলল—আমি জানি নিবারণদা এখনই আসবেন—ললিতাকে চোখের আড়াল ক'রে থাকতে পারেন না।

সোমনাথ বলল—বুদ্ধিমানের মত কাজ করেন; কিন্তু ব্যাপার কি?

ওরা দুজনে এনগেজ্‌ড্‌ যে। বাপ মা এখনও জানেন না আমার উপর ভার পড়েছে জানাবার।

বটে! আপনাদের বাড়িটা দেখছি বেশ মজার। আবহাওয়ায়ে বেশ একটা মাদকতা আছে। আপনাদের বাড়িতে আর কোন অবিবাহিতা মেয়ে নেই?

ললিতা বলল—আপনি এসেছিলেন কি ওই লোভে! তাহলে ত বড় দেরী ক'রে ফেলেছেন।

হ্যাঁ বেকুব হ'য়ে গেছি। এখন সূর্য্যেশবাবু ভালয় ভালয় ছেড়ে দিলে বাঁচি—তিনি আবার পুলিশের লোক। নিবারণ বাবু আপনাকে কিন্তু হিংসে করতে ইচ্ছে হয়।

নিবারণ বলল—দোহাই, আর হিংসে করবেন না—কোন রকমে সকলের দৃষ্টি থেকে সামলে রেখেছি—। গরীবের ক্ষুদ কুঁড়োর দিকে আপনি আবার নজর দেবেন না।

ললিতা ফোঁস ক'রে উঠল—ক্ষুদ কুঁড়ো! বলতে পার না, বাঁদরের গলায় মুক্তোহার।

নিবারণ সঙ্গে সঙ্গে বলল—একশোবার।

রমলা ও সোমনাথ হেসে উঠল। রমলা বলল—ললিতা, অমলবাবুকে গান শোনাও।

সোমনাথ বললে—গানও জানেন নাকি!

তবে আর এক কাপ চায়ের হুকুম দিন রমলা দেবী; বেশ আরাম ক'রে গান না শুনলে আমার তৃপ্তি হয় না।

এমন সময় অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে সূর্য্যেশ প্রবেশ করল; ইংরাজীতে সকলকে শুভ প্রভাত জানিয়ে সে রমলার সঙ্গে কথা বলতে

লাগল—কাল নাকি তোমাদের বাড়ীতে একজন কয়েদী ঢুকেছিল ; খবর পেয়ে ব্যস্ত হ'য়ে ছুটে এলেম। তাকে ধরতে পারলে না ?

রমলা বলল—আমরা ত কিছুই জানিনে ; তোমার লোকই তাই ব'লে বেড়াচ্ছে। আর আস্পর্দ্ধা দেখ, আমার ঘর সার্চ করতে চায়।

ওকে সার্চ বলে না। বাইরের লোক ভিতরে প্রবেশ করলে অনেক সময় বাড়ীর লোক জানতে পারে না।

সব কয়েদী ধরা পড়েছে ?

প্রায়। দু একজন রাজবন্দী ধরা পড়ে নি।

বাবা সারারাত হাসপাতালে আছেন, এখনও ফেরেন নি। অনেক লোক জখম হয়েছে নাকি ?

তা হবে বৈকি ! ব্যাটাদের জানা উচিৎ ছিল যে আগুনে হাত দিলে হাত পোড়ে।

এতক্ষণ সূর্য্যেশ আড় চোখে সোমনাথকে লক্ষ্য করছিল ; এইবার তার দিকে সম্পূর্ণ মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করল—এ ভদ্রলোককে ত চিনতে পারছিনে ?

এস তোমাদের পরিচয় করিয়ে দি। আমার বন্ধু অমল ব্যানার্জ্জি এবার এম, এ দিয়েছেন, আর ইনি হচ্ছেন—

সোমনাথ বাধা দিয়ে বলল—বুঝেছি, আর বলতে হবে না। আপনার সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে ভারি আনন্দিত হলেম সূর্য্যেশবাবু। এখানে এসেই শুভ সংবাদটা জানতে পেরেছি ; তার জন্য আপনাদের দুজনকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সূর্য্যেশ বললে—আমিও ভারি আনন্দিত হলেম। কিন্তু আপনাকে যেন কোথায় দেখেছি !

রমলা তাড়াতাড়ি বলল—সেবার কলকাতায় আমরা যখন ইডেন

গার্ডেনে বেড়াচ্ছিলেম, তখন অমলের সঙ্গে দেখা। আশ্চর্য্য, একবার দেখেই তুমি ওকে মনে রেখেছ?

সূর্য্যেশ হেসে বলল—পুলিশে কাজ ক'রে ক'রে আমাদের চোখ একেবারে ট্রেন্‌ড। আমি একবার যাকে দেখি তাকে আর ভুলিনে। আপনি কবে এলেন?

সোমনাথ বলল—কাল।

কয়েকদিন আছেন ত?

অনেক আশা নিয়ে এসেছিলেম—তাই কয়েকদিন থাকব ইচ্ছে ছিল; কিন্তু এখন আর বেশীদিন থাকা শোভন হয় না। দুতিনদিনের মধ্যেই চলে যাব।

ওঃ আপনি বুঝি রমলার অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ছিলেন?

আজ্ঞে না; অন্তরঙ্গ ছিলেম না, তবে হবার চেষ্টা করছিলেম। যে রকম উচ্চস্তরে তাঁর বিয়ে হচ্ছে তাতে আর আমার ক্ষোভ নেই।

সূর্য্যেশ মৃদু হাসল; তারপর ললিতাকে বলল—কি ললিতা, একটা গান হোক না! তোমার গান যখন শুনি তখন আমি আর আমাতে থাকি না।

নিবারণ অলক্ষ্যে বিকৃত মুখভঙ্গি করল।

সোমনাথ হেসে বলল—আপনারা গল্প করুন; আমি ততক্ষণ একটু ঘুরে আসি।

সূর্য্যেশকে নমস্কার ক'রে সোমনাথ বেরিয়ে গেল; সূর্য্যেশ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকে লক্ষ্য করলো।

ছয়

সোমনাথ নীচে নেমে এল ; বাগানে বেড়াতে বেড়াতে সে বাড়ীটার চারদিক লক্ষ্য ক'রে মোটামুটি ধারণা ক'রে নিল। কোনদিক দিয়ে সে কাল এসেছিল তাও বুঝতে পারল ; সদর রাস্তা কোন দিকে বুঝতে দেরী হ'ল না। দিক্‌নির্ণয় সম্বন্ধেও প্রায় সে নিশ্চিত হ'ল। অবসর সময়ে ম্যাপটা মিলিয়ে সে অন্য বিষয়গুলি জেনে নেবে। বেল্টটা সে সর্ব্বদা কোমরে বেঁধে রেখেছে। ওতে যে টাকা আছে তা অত্যন্ত প্রয়োজনে আসবে।

এবার চাকর-বাকরদের হাত করতে পারলেই সে নিশ্চিন্ত হ'তে পারে। উদয়ের কোন উপদেশ সে অবহেলা করে না। উদয় একদিন বলেছিল, আমাদের বন্ধু হচ্ছে সমাজের নিম্নস্তরের স্ত্রী ও পুরুষ। মধ্যবিত্ত বা ধনীর কাছে কোন সাহায্য আশা ক'র না ; প্রথম সুযোগেই ছোটলোকদের সাথে ভাব ক'রে নেবে, দেখবে আশাতীত ফল পাবে।

বাগান হ'তে ফিরে বারান্দায় উঠতে কে একজন তাকে নমস্কার করল। সোমনাথ জিজ্ঞাসা করল—তুমি কে ?

সে বিনীতভাবে উত্তর দিল—আমি বেয়ারা।

তোমার নাম কি ?

অপূর্ব্ব। কিন্তু নাম ধ'রে কেউ ডাকে না।

আশ্চর্য্য ! তোমার এত ভাল নাম, অথচ তোমায় বেয়ারা ব'লে ডাকে ! আমি কিন্তু তোমায় নাম ধ'রে ডাকব। আচ্ছা অপূর্ব্ব, এ বাড়ীতে তোমরা ক'জন আছ ?—

আমরা দুজন বেয়ারা, চারজন চাকর, তিনজন মালী আর একজন বাবুর্চ্চি।

তারা সব কোথায়?

সবাই এখানে থাকে না। একটা ঘরে চাকররা আর আমি থাকি।

চল তোমাদের ঘর দেখে আসি। তার আগে নীচের তলাটা আমাকে ভাল ক'রে দেখাবে?

আজ্ঞে আসুন। কিন্তু আমাদের ঘরে বাবুরা কেউ যান না—সেখানে যাওয়া কি ঠিক হবে!

সোমনাথ তার পিঠে এক চাপড় মেরে বললে—সে আমি বুঝব, তুমি পথ দেখাও।

সকল ঘর দেখা হ'লে তারা লাইব্রেরী ঘরে এল। গোটা ছয়েক আলমারীতে ঘরটার চারদিক ঠাসাঠাসি হ'য়ে গেছে। সব কয়টা আলমারীতে যে গাদাগাদি বই আছে এমন নয়। একটা আলমারীর পেছনে একটা দরজা তালা দিয়ে বন্ধ। সেই দরজা দেখিয়ে সোমনাথ বলল—এ দরজা বুঝি কোনকালে খোলা হয় না!

আজ্ঞে না; দরকার হয় না। ডাক্তার সাহেব বলছিলেন, দরজা তুলে দিয়ে দেওয়াল আলমারী করবেন।

এ দরজা দিয়ে কোথায় যাওয়া যায়?

চাকরদের ঘরে।

তালার চাবি কার কাছে থাকে?

তালার চাবি আর লাইব্রেরী ঘরের চাবি আমার কাছে থাকে। ডাক্তার সাহেব অনেক রাত্রি অবধি পড়াশুনা করেন—আমাকেই ততক্ষণ থাকতে হয়।

আচ্ছা, লাইব্রেরী ঘর থেকে তোমাদের ঘরে যেতে হ'লে কোনদিক দিক দিয়ে যেতে হয়?

অপূর্ব্ব রাস্তা দেখিয়ে দিল।

ওঃ তাহলে প্রায় গোটা বাড়ীটা ঘুরতে হয় বল।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

বেশ, চল এবার তোমাদের ঘর দেখা যাক।

চাকরদের ঘরে এসে সোমনাথ দেখল সেখানে আরও দুজন চাকর রয়েছে। ঘরটা বিড়ির গন্ধ ও ধোঁয়ায় বোঝাই। অপূর্ব্ব তাড়াতাড়ি একটা চেয়ার নিয়ে এল। অন্যান্য চাকরগুলো সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠল। সোমনাথ চেয়ারে বসে বেল্টের ব্যাগ হ'তে গোটা পাঁচেক নোট বার ক'রে বলল, তোমরা কেউ আমার জন্য এক প্যাকেট কাঁচি সিগারেট আর একটা দেশলাই নিয়ে এস।

অপূর্ব্ব বললে—দিন, আমাকে দিন।

পাঁচ টাকার নোট—ভাঙানি পাবে ত?

তা পাওয়া যাবে।

অপূর্ব্ব চলে গেল।

চাকরদের নাম জেনে নিয়ে সোমনাথ জিজ্ঞাসা করল—তোমরা সব সময় এ বাড়ীতেই থাক?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

কাল যখন আমি এলেম, তোমরা কেউ জানতে পারনি?

মেমসাহেব দরজা জানলা বন্ধ রাখতে বলেছিলেন তাই জানতে পারিনি। কাল রাতে কয়েদীরা জেল ভেঙে বার হয়েছিল কিনা?

তারা কেউ তোমাদের বাড়ীতে আশ্রয় নিলে তোমরা তাকে পুলিশে ধরিয়ে দিতে?

এই সময় বাবুর্চ্চি এসে সেই ঘরে ঢুকল।

একজন চাকর বলল—কয়েদীরা সব চোর, খুনে; ওদের ধরিয়ে দেওয়াই ভাল।

আর একজন বলল—আমাদের ত নিজের বাড়ী নয়।

সোমনাথ হেসে বলল—নিজের বাড়ী নয় ত কি হয়েছে! অনায়াসে দুদণ্ড তাকে লুকিয়ে রাখা যায়।

বাবুর্চ্চি বলল—কয়েদীরা খুনে ডাকাত তাই কেবল দেখছ। আর তাদের উপর যে জেলখানায় ভয়ানক অত্যাচার হ'ল তার কি? তাই জন্যই ত স্বদেশী কয়েদীরা তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে পালিয়েছে।

সোমনাথ হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করল—তুমি এত জানলে কি ক'রে?

গোটা সহরে রটে গেছে, বাজার থেকে শুনে এলেম।

এমন সময় অপূর্ব্ব সিগারেট নিয়ে ফিরে এল। খুচরো পয়সা ফেরৎ দিতে গেলে সোমনাথ বলল—ও আর দরকার নেই অপূর্ব্ব, তুমিই রাখ।

চাকর মহলে চাপা বিস্ময় দেখা দিল।

সোমনাথ জিজ্ঞাসা করল—সিগারেটের দোকান বুঝি কাছেই?

অপূর্ব্ব উত্তর দিল—আজ্ঞে না; সদর রাস্তায়। আমি দৌড়ে গিয়েছি আর এসেছি।

সিগারেট ধরিয়ে সোমনাথ হেসে বলল, তোমার দৌড় আর স্বদেশী কয়েদীর কথায় একটা গল্প মনে পড়ে গেল—গল্প নয়, সত্য ঘটনা। এক চাকর আশ্চর্য্যভাবে এক স্বদেশী কয়েদীকে রক্ষা করে। স্বদেশী কয়েদীরা দেশকে স্বাধীন করবার জন্য প্রাণ দেয়—এজন্য চাকরটা তাদের খুব শ্রদ্ধা করত। সে যে বাড়ীতে কাজ করত সে বাড়ীতে স্বদেশী কয়েদীটি এক রাত্রের জন্য আশ্রয় নিয়েছিল। শেষরাত্রের দিকে চাকরটা জানতে পারে যে পুলিশ বাড়ী ঘেরাও করেছে। সে তখন আস্তে আস্তে বাবুটিকে জাগায়; তারপর দুজনের মধ্যে পরামর্শ ঠিক হবার পর চাকরটা একটা নীচু ঘরের ছাদ থেকে রাস্তায় লাফিয়ে

প'ড়ে ছুটতে থাকে। পুলিশরা মনে করল, স্বদেশী কয়েদীটা পালাচ্ছে, তারা সঙ্গে সঙ্গে তার পিছু ছুটল। তখন স্বদেশীবাবুটি রাস্তায় নেমে অন্যদিক দিয়ে চলে গেলেন; পুলিশ আর তার কোন খোঁজ পেলে না।

বলা বাহুল্য সোমনাথের এ গল্প মোটেই সত্য নয়, তার নিজের সৃষ্টি। কিন্তু গল্পটায় চাকরদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। একজন জিজ্ঞাসা করল—চাকরটার কী হ'ল?

কী আর হবে! পুলিশ কিছু মারধর ক'রে ছেড়ে দিল।

কলিং বেলের শব্দ হওয়ায় অপূর্ব্ব তাড়াতাড়ি চ'লে গেল।

সোমনাথ জিজ্ঞাসা করল—আচ্ছা তোমাদের বাড়ীতে যদি এমন হয়, তবে তোমরা কী কর?

বাবুর্চ্চি উত্তর দিল—স্বদেশীবাবুরা এলে আমরাও এমন করতে পারি বাবু।

সোমনাথ আরও কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা ব'লে প্রস্থান করল। উপরে গেল না, পিছন দিয়ে লাইব্রেরী ঘরে এসে হাজির হ'ল। তালাবন্ধ দরজার দিকে চেয়ে সে ভাবতে লাগল;—অপূর্ব্ব যদি সাহায্য করে, তবে অনায়াসে এই দরজার কল্যাণে সে পুলিসকে ফাঁকি দিতে পারে। পুলিশ গোটা বাড়িটা সার্চ্চ ক'রেও তাকে ধরতে পারবে না। আজ দুপুরে সে লাইব্রেরী ঘরে এসে অপূর্ব্ব এবং অন্যান্য চাকরদের মতামত জানবার চেষ্টা করবে।

সে যখন উপরে যাচ্ছিল, দেখল, সূর্য্যেশ ও পুলিন গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল। পুলিন কিনা নিশ্চয় ক'রে বুঝতে পারল না, কিন্তু তার অনুমান ভুল হয়নি। সোমনাথ বুঝল সূর্য্যেশ তাকে সন্দেহ করেছে, হয়ত' পুলিন এসেছিল তাকে চিনিয়ে দিতে; পুলিনকে সে না চিনলেও পুলিন যে তাকে চেনে তাতে কোন সন্দেহ নাই।

রমলার কক্ষে বসে সে ভাবতে লাগল—কোন পথটা বেছে নেবে? লাইব্রেরী ঘরের তালাবন্ধ দরজার সাহায্য, না প্রাচীর টপকে পলায়ন? উভয় ক্ষেত্রেই একজনের সাহায্য দরকার। পলায়নে ধরা পড়বার ভয়ও যেমন আছে, তেমনি রক্ষা পাবার পথও খোলা; লুকিয়ে নিস্তার পেলেও রাত্রেই পালিয়ে যেতে হবে, কেননা তার পরদিন ভোরেই সূর্য্যেশ রমলার সঙ্গে দেখা করতে আসবে।

রমলা যে কখন প্রবেশ করেছে তা সে জানে না, কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকার পর রমলা গম্ভীর হ'য়ে বলল—এতক্ষণ থাকা হয়েছিল কোথায়!

সোমনাথ হেসে বলল—এই যে আপনি; আপনার জন্যই অপেক্ষা করছি।

রমলা বলল—আমার সৌভাগ্য।

বাহির থেকে কে একজন বলল—দিদিমণি।

কে? ভিতরে আয়।

রমলার চাকর এসে ঢুকল; সে সোমনাথের খুব কাছে গিয়ে বলল—আমাদের ঘরে ফেলে এসেছিলেন। এই ব'লে সে কয়েকটা নোট, সিগারেটের প্যাকেট ও দেশলাই পাশে নামিয়ে রাখল।

ফেলে এসেছিলেম! তাইত দেখছি।

নোটগুলো গুণে দেখে বলল—তোমরা যে কত ভাল তা বুঝতে পারলেম—এই নোটটা তোমরা নাও, মিষ্টি কিনে খেয়ো। আমি খুসী হ'য়ে দিচ্ছি—না নিলে বড় দুঃখ পাব।

একবার রমলার দিকে চেয়ে চাকর নোটটি নিয়ে চ'লে গেল। সোমনাথের ভিতর হ'তে যেন আরামের নিঃশ্বাস বার হ'য়ে এল।

কিন্তু রমলা গম্ভীর হ'য়ে দাঁড়িয়ে থেকে চাকরটা চ'লে যাওয়া

পর্য্যন্ত অপেক্ষা করল; তারপর বলল—ডাক্তার সাহেবের মেয়ের ঘর হ'তে একেবারে চাকরের ঘরে! চমৎকার।

রমলার কথা বলার ধরণে সোমনাথ মনে মনে বিরক্ত হ'ল, বলল—বিশেষ কিছু অন্যায় হয়েছে ব'লে ত মনে হয় না।

রমলা ক্রুদ্ধ হ'য়ে বলল—সে জ্ঞান আপনার নেই। হয় চাকরদের সঙ্গে মিশুন, নয় আমাদের সঙ্গে। এভাবে চলাফেরা এবাড়ীতে চলবে না।

সোমনাথ নিরুত্তর রইল।

রমলা বলতে লাগল—আমার বন্ধু হিসাবে যদি চলতে না পারেন, তবে অন্যত্র যাওয়া উচিত ছিল। আমাদের এমন ভাবে হেয় করায় আপনার অধিকার নেই।

সোমনাথ মৃদু হেসে বলল—চাকর-বাকররা হেয় নয়; তারা খেটে খায়।

তবে তাদের ঘরেই থাকবেন, এঘরে আসবেন না।

সোমনাথ দাঁড়িয়ে বলল—এখনই কি যেতে হবে?

হ্যাঁ এখনই। এই ব'লে রমলা ঘর ছেড়ে চ'লে গেল।

সোমনাথ লাইব্রেরী ঘরে এসে বসল; একখান বই নিয়ে সে পড়তে লাগল। পড়বার জন্য নয়, লোককে দেখবার জন্য। সেখান থেকেই সে শুনতে পেল, মোটার এসে গাড়ীবারান্দায় দাঁড়াল; বোধহয় ডাক্তার সাহেব এলেন। রমলা অসন্তুষ্ট হয়েছে—সেজন্য সে চিন্তিত নয়; কিন্তু তার কথা বলার ধরণ ভদ্র নয়। হয়ত সে একটু নরম হ'লে মিটে যেত; কিন্তু মেয়েদের ঔদ্ধত্য দেখা তার অভ্যেস নেই। তাদের বাড়ীতে মেয়েদের ঔদ্ধত্য নেই, কিন্তু স্বাভাবিক অধিকার আছে; সে অধিকার কারও দেবার দরকার হয়নি, তারাই প্রতিষ্ঠা ক'রে নিয়েছে—কেউ কোনদিন তাতে আপত্তি করেনি। রমলাকে তাই তার মাঝে মাঝে ভাল লাগে না।

অপূর্ব্ব চোরের মত ঘরে এসে ঢুকল; সোমনাথ হেসে বলল—কী অপূর্ব্ব, এত লুকোচুরি!

অপূর্ব্ব একবারে তার ঘাড়ের কাছে এসে বলল,—ভারি একটা গোপন কথা আছে।

গোপন কথা! কী?

অপূর্ব্ব তাড়াতাড়ি একটা ফটো বার ক'রে তার হাতে গুজে দিয়ে বলল—এটা আপনার?

সোমনাথ একেবারে চমকে উঠল—বলল, কোথায় পেলে?

পুলিনবাবু জামাইবাবুকে দিয়ে কি যেন বলছিলেন; যাবার সময় জামাইবাবুর পকেট থেকে পড়ে গেছে, সিগারেট কেসের সঙ্গে এটা বেরিয়ে পড়ে যায়।

সোমনাথ কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে রইল; বুঝতে পারল না কী বলা উচিত। তারপর অপূর্ব্বের চোখের দিকে চেয়ে বলল—তোমার কি মনে হয়?

পুলিশের কাছে আপনার ফটো! ওরা কি আপনাকে ধরতে চায় নাকি?

বাহিরে পায়ের শব্দ হ'তেই সোমনাথ বলল—দুপুরে কথা হবে; প্রস্তুত থেকো।

অপূর্ব্ব তার কাছ হ'তে স'রে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে রমলা এসে দরজার গোড়ায় দাঁড়াল। উদ্গত ক্রোধ সে সামলে নিয়ে বলল—আসুন, বাবা এসেছেন। তারপর ঘৃণায় মুখ কুঞ্চিত ক'রে সে যেমন এসেছিল, তেমনি ফিরে গেল; সোমনাথ তার পশ্চাতে আসছে কি না আসছে—জানবার কোন আগ্রহ দেখাল না।

সাত

সোমনাথের সঙ্গে আলাপ ক'রে অঘোরবাবু ভারি খুসী হয়েছেন। রমলাকে বার বার শোনাচ্ছেন—বুঝলে মা, অমল সত্যিকারের পণ্ডিত ছেলে। তুমি ঠিকই বলেছ অমল য়ুনিভারসিটির একজন কৃতবিদ্য ছেলে। বুঝলে অমল, রমলার কল্যাণে আজকালকার ছেলেদের সঙ্গে জানাশুনা হয়েছে ; কিন্তু তুমি একটা অন্যজগতের ছেলে। না, বাঙলা-দেশের অধঃপতন হয়েছে ব'লে আমি মনে করিনে।

রমলা বিরক্ত হ'য়ে বলল—ওই তোমার দোষ। যাকে তুমি প্রশংসা কর, তাকে একেবারে স্বর্গে তোল, এক সময়ে সূর্য্যেশকেও তুমি স্বর্গে তুলেছিলে।

অঘোর হেসে বল্লেন—আরে কিসে আর কিসে! তবে কি জান, সূর্য্যেশ মোটা মাইনের চাকুরে। মেয়ের বিয়ে দেবার পক্ষে সূর্য্যেশের আদর অমলের চাইতে বেশী হবে বৈকি! কি বল অমল? এই ব'লে তিনি নিজের রসিকতায় নিজেই হাসলেন।

সোমনাথ উত্তর দিল—আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন।

রমলা মুখটা বিশ মণ ভারি ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। সোমনাথের কাছে উৎসাহ পেয়ে অঘোরবাবু উৎসাহিত হ'য়ে বলতে লাগলেন—আরে বাপু, বড়ঘরের মেয়েরা সব পটের ছবি। তারা চায় টাকা আর বিলাসিতা, এ না পেলে তারা স্বামীকেও গ্রাহ্য করে না, বাবাকেও খাতির করে না।

অঘোরবাবু যে ক্রমেই বেড়ে যাবেন তা রমলা জানে। তাই বলল—বাবা, তোমার মেয়ের সম্বন্ধে তোমার এই ধারণায় আমি বড় ব্যথা পাই।

আমি ত এ রকম নই বাবা। তবে তোমার টাকা আছে, সমাজে মিশতে হ'লে কিছু বিলাসিতা না করলে তোমারই সম্মান থাকে না। তাই ব'লে বিলাসিতা না হ'লে আমার চলবে না, এমন কথা তুমি কি ক'রে বললে।

অঘোরবাবু বিপদে পড়ে বললেন—এই দেখ বোকা মেয়ে, আমি ঠাট্টা করছিলেম। আচ্ছা, তোমরা গল্প সল্প কর।

অঘোরবাবু তাড়াতাড়ি বিদায় নিলে সোমনাথ মৃদু হাসল; কিন্তু রমলা গম্ভীর হ'য়ে জিজ্ঞাসা করল—আপনি কখন যাচ্ছেন ?

সোমনাথ উত্তর দিল—মনে করছি, থেকেই যাব।

রমলা ব'লে উঠল—তার মানে ?

সোমনাথ নিরুদ্বেগে বলল—আপনাদের যত্ন পেয়ে আমার আর কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না।

রমলা ততোধিক গম্ভীর হ'য়ে বলল—আপনাকে আর লুকিয়ে রাখতে পারব না; ধরা পড়লে আপনার ভয়ানক বিপদ হবে।

সোমনাথ শুধু বলল—শুধু আমার নয়, আপনাদেরও।

রমলা একেবারে ফেটে পড়ল, বলল—আমাদের যা হয় হবে। আমাদের যেন হাতের মুঠোয় পেয়েছেন নয়! ছোট লোক, ইমপষ্টার।

সোমনাথ মৃদু মৃদু হাসতে লাগল; রমলা ক্রোধে দিক্‌বিদিক্‌জ্ঞান হারিয়ে ব'লে উঠল—বেরিয়ে যান আমার ঘর হ'তে, আর আমায় মুখ দেখাবেন না।

সোমনাথ কোন কথা বলল না, হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল। রমলা অসহ ক্রোধে ফুলতে লাগল, বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করতে করতে সে ক্রমাগত সোমনাথকে কঠোর শাস্তি দিবার জল্পনা কল্পনা করতে লাগল। কিন্তু কোন শাস্তিই তার মনঃপূত হ'লনা। এভাবে ছটফট করতে করতে বেলা শেষ হ'য়ে এল। ললিতা ঘরে প্রবেশ ক'রে

বলল—তোমার বন্ধুটি কেমন জানি রমুদি। দিনরাত চাকর বাকরদের সঙ্গে ফিস ফাস করছেন। চাকরদের সঙ্গে এত মেশামেশি—কি জানি ভাই—তুমি বারণ ক'রে দিতে পারো না?

আমি কেন বারণ করতে যাব? আমার সঙ্গে তার সম্বন্ধ কতটুকু।

কিন্তু চাকরদের চোখে আমরা যে খেলো হ'য়ে যাচ্ছি!

আমরা যে তার চাইতে অনেক উঁচু—এ বুদ্ধি চাকরদের আছে। তোমাকে এত ভাবতে হবে না।

রমলা আর দাঁড়াল না, স্নানের ঘরে প্রবেশ করল।

ললিতা কিছুক্ষণ হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে থেকে বলল—বুঝেছি, অভিমান। তারপর হেসে চ'লে গেল।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নেমে এল। ঘরের মধ্যে অন্ধকার আসর জমিয়ে তুললেও বাগানে আঁধার তখনও তরল আছে। স্নান ও প্রসাধন শেষ ক'রে ললিতা হালকা মনে বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গেটের কাছে পুলিনকে বিদায় দিয়ে সূর্য্যেশ ভিতরে প্রবেশ করল—ললিতা তা দেখতে পেয়ে নিজেকে জাহির করবার জন্য কিছু অগ্রসর হ'ল। সূর্য্যেশও ললিতাকে দেখতে পেয়ে সেইদিকে অগ্রসর হ'তে হ'তে বলল—কি ললিতা, এখানে যে?

ললিতা ভ্রূ দুলিয়ে বলল—মনে করছি, আপনাকে একটা গান শোনাব; খুব করুণ গান—বিরহ বিচ্ছেদের গান।

সূর্য্যেশ বলল—তা হোক। তোমার গান আমায় সম্মোহন করবে।

যদি সত্যি বিচ্ছেদ ঘটে?

কার সঙ্গে! তোমার সঙ্গে?

আমার সঙ্গে মিলনই হ'ল না—ত বিচ্ছেদ!

কিন্তু মিলন কি হ'তে পারে না?

ললিতা তরল হাসি হেসে বলল—ও মাগো! আপনার ক্ষমতা আছে দেখছি! একসঙ্গে আর কতজনের সঙ্গে প্রেম চালাবেন? রমুদির অসাক্ষাতে আপনি আমার সঙ্গে প্রেম করতে চান, আর রমুদি যে আপনার অসাক্ষাতে আর একজনের সঙ্গে প্রেম করেন।

সূর্য্যেশ সরোষে ললিতার হাত চেপে ধ'রে বলল—রমলা কার সঙ্গে প্রেম করে?

ললিতা অদ্ভুত ভঙ্গী ক'রে বলল—হায়, হায় প্রেমিক পুরুষ, তাও ব'লে দিতে হবে?

সূর্য্যেশ ললিতার হাত ঈষৎ আকর্ষণ ক'রে বলল—ললিতা, তুমি আমার কথা বিশ্বাস করবে?

ললিতা হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে করতে বলল—করা কঠিন।

সূর্য্যেশ ললিতাকে জোরে আকর্ষণ ক'রে বলল—আমি তোমায় সত্যি ভালবাসি ললিতা।

এক হ্যাঁচকা টানে হাত মুক্ত ক'রে ললিতা বলল—শুনে কিন্তু রোমাঞ্চ হ'ল—আহ্লাদে নয়, ঘৃণায়। আমার পায়ে অল্প দামের চটি—আপনার অপমান হবে সূর্য্যেশবাবু।

সূর্য্যেশ এক লাফে ললিতার নিকট এসে তার হাত বজ্রমুষ্ঠিতে ধ'রে ফেলল; দাঁতে দাঁত ঘসে বললে, তোমার সতীপণা ঘুচিয়ে দিয়ে তোমাকে ধুলোয় লুটাবো। সূর্য্যেশ যা বলে তাই করে।

ললিতা দৃঢ়স্বরে বলল—আমার মত মেয়ের পাল্লায় কোনদিন পড়েননি তাই বেঁচে গেছেন। হাত ছাড়ুন, নইলে এর ফল পাবেন।

সূর্য্যেশ হাত ছেড়ে দিয়ে কটমট ক'রে চেয়ে রইল, ললিতাও মাথা উঁচু করে বিদ্যুৎগর্ভ চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপরই সূর্য্যেশ হন হন ক'রে বাড়ীর দিকে চলল।

সোজা রমলার ঘরে এসে সূর্য্যেশ ভূমিকা না করে বলল—রমলা, আমাদের বিয়ের দিন ঠিক ক'রে ফেলতে চাই—তোমার মত কি তাই বল।

আজ সারাদিন সোমনাথের উপর রাগ ক'রে থেকে রমলা ক্লান্ত হ'য়ে উঠেছিল ; তৎক্ষণাৎ বলল—আমার কোন আপত্তি নেই।

তবে সামনের মাসের প্রথম সপ্তাহে ?

রমলা নির্লিপ্তের মত বলল—বেশ বাবা-মাকে জানাও।

এই কথা শুনে সূর্য্যেশ ক্ষ্যাপার মত তার দিকে অগ্রসর হতেই রমলা সরে গেল ; এবং অত্যন্ত নির্জীবের মত বলল—বিয়ের পরে।

সূর্য্যেশ মাঝপথে থেমে গেল ; অসন্তুষ্টও হ'ল কিন্তু সাহস পেল না। রমলার দীপ্তিহীন চোখের প্রাণহীন চাউনি যেন তাকে একেবারে ঠাণ্ডা ক'রে দিল। সে বলল, আমি এখনই চল্লেম, কথাবার্ত্তা বলতে।

সূর্য্যেশ তার কথায়, তার পাদক্ষেপে জোর ক'রে স্ফূর্ত্তি ফুটিয়ে তুলে ঘর হ'তে বার হ'য়ে গেল। রমলা মরার মত সোফায় বসে পড়ল।

আজ সারাদিন তার কিছু ভাল লাগে না। অথচ কাল রাত্রিটা কি ভালই লেগেছিল। আশ্রিতকে আশ্রয় দিয়ে কাল হয়েছিল অহঙ্কার ও তৃপ্তি—আজ দেখছি তার নির্বুদ্ধিতাই ফুটে উঠেছে বেশী।

ললিতার ঘর থেকে এইমাত্র গান ভেসে আসছে। অমল ও নিবারণের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে। ওরা তিনজন বেশ আড্ডা জমিয়েছে। বাড়ীর সকলের সঙ্গে অমলের ভারি সদ্ভাব—শুধু তার সঙ্গেই বনে না। সকলেই তার প্রশংসা করে। সে কিন্তু প্রশংসা করবার মত কোন গুণ তার মধ্যে দেখতে পায়নি।

রমলা চমকে উঠল! দরজায় কে যেন অতি সন্তর্পণে টোকা মারছে। হয়ত অমল এল! এত সাহস তার? এবার সে তাকে আরও কড়া অপমান করবে।

দরজা খুলতে রমলা প্রথমে বিস্মিত পরে বিরক্ত হ'য়ে বলল—কী চাই বেয়ারা ?

অপূর্ব্ব বলল—যদি সাহস দেন, তবেই বলতে পারি—ভারি গোপনীয়।

রমলার স্মরণ হ'ল—অপূর্ব্বের সহিত সোমনাথের কিছু ঘনিষ্ঠতা আছে। বলল—ভিতরে এস।

ভিতরে এসে অপূর্ব্ব একটা ফটো বার ক'রে রমলার হাতে দিয়ে বলল—পুলিনবাবু আজ সকালে জামাইবাবুকে এটা দিয়ে ফিসফিস ক'রে কি পরামর্শ করছিলেন।

রমলা ভিতরে ভিতরে উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠল,বলল—তুমি পেলে কোথায় ?

সূর্য্যেশবাবু এটা পকেটে রেখেছিলেন কিন্তু সিগারেট কেশ বার করবার সময় পড়ে যায়।

এতক্ষণ জানাও নি কেন ?

জানাবার মত কিছু নয়, মনে করেছিলেম; কিন্তু কিছুক্ষণ আগে জামাইবাবুর সঙ্গে ইনস্পেক্টরবাবু আর কয়েকজন পুলিশ এসেছে।

রমলা আতঙ্কিত হ'য়ে বেয়ারার দিকে চেয়ে রইল তারপর জিজ্ঞাসা করল,—তারা কি ভিতরে এসেছে ?

আজ্ঞে না, তারা বাইরে আছে, বোধ হয় প্রাচীরের বাইরে এখানে ওখানে আছে।

রমলা বলল—ললিতার ঘরে অমলবাবু আছেন; তাঁকে এখনই ডেকে দাও।

রমলা ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে লাগল; তার রমনীয় সৌন্দর্য্যের ভিতর উদ্বেগের রেখাগুলো ফুটে উঠায় তাকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। নিরুদ্বেগ কান্তির একটা দৌর্ব্বল্য আছে—মানুষকে মুগ্ধ করে বটে

কিন্তু মোহগ্রস্ত করে না।—একরাত্রি ও একদিনের অভিজ্ঞতা রমলার শ্রীতে সে অভাব ঘুচিয়েছে।

রমলার মনে হল অমল আসতে দেরী করছে। ললিতার সঙ্গে এত কি কথা হচ্ছে! এ লোকটাকে বাঁচানো কি শুধু তারই দায়! কেন তার এ আগ্রহ! নিজের উপর, সোমনাথের উপর, ললিতার উপর, সকলের উপর রমলা বিরক্ত হ'য়ে উঠল।

দরজার কাছে এসে দেখল সোমনাথ হাসিমুখে আসছে। এ হাসি ললিতার প্রসঙ্গতঃ। মনে মনে সে জ্বলে উঠল। বলল—কতক্ষণ হ'ল ডেকে পাঠিয়েছি—এতক্ষণ কী করছিলেন? ভিতরে আসুন।

সোমনাথ উত্তর দিল—মুখ দেখতে চান না—তাই যেখানে মুখ দেখালে লোকে সন্তুষ্ট হয়, সেইখানেই ছিলেম।

রমলা বলল—অমলবাবু, আপনি এবার পালান। পুলিশ জানতে পেরেছে—এই দেখুন আপনার ফটো তাদের কাছে পাওয়া গেছে। আর মুহূর্ত্ত দেরী করলে তারা আপনাকে ধ'রে ফেলবে।

সোমনাথ স্মিতমুখে বলল—হ্যাঁ, ফটোটা আপনাকে দেখাতে আমিই বলেছিলেম।

রমলা হতভম্ব হ'য়ে গেল। বলল—তবে জেনে শুনে কেন নিজের সর্ব্বনাশ করছেন!

সোমনাথ মৃদু হেসে বলল—আপনি যদি সূর্য্যেশবাবুকে আমার জন্য একটু অনুরোধ করেন, তবে তিনি তা না রেখে পারেন না। শত হ'লেও আপনি তাঁর স্ত্রী।

রমলা উত্তর দিবে কি, তার মুখ শুকিয়ে গেল। সূর্য্যেশ দ্বারে দাঁড়িয়ে সোমনাথের কথা শুনতে পেল—। সোমনাথকে ইসারায় সূর্য্যেশের আগমন বার্ত্তা জানাতে না পেরে রমলা ঘেমে উঠল। সোমনাথ

যদি স্পষ্ট ক'রে আরও কিছু প্রকাশ ক'রে ফেলে—এই ভয়ে রমলা কাঁপতে লাগল।

রমলার অবস্থা লক্ষ্য ক'রে সোমনাথ হঠাৎ পিছন ফিরে তাকাল; হেসে বলল—আমি কি ঠিক বলিনি সূর্য্যেশবাবু!

সূর্য্যেশ গম্ভীর হয়ে বলল—কী?

সোমনাথ রমলাকে বলল—বলুন না? তারপর হেসে বলল—আমি যে কিছুদিন এখানে থাকি, তাতে রমলাদেবীর আপত্তি—আপনি নাকি অসন্তুষ্ট হচ্ছেন। আমার জন্য রমলাদেবী যদি আপনার কাছে অনুরোধ করেন আপনি কি রাজী হবেন না?

সূর্য্যেশ বলল—রমলাকে অদেয় আমার কিছু নেই। শোন রমলা, সামনের মাসের আটই বিয়ের দিন আছে—ওইদিন ঠিক করতে পারি?

সোমনাথ হেসে বলল—তবে আর এ কয়দিন আমি নড়ছিনে। সূর্য্যেশবাবু আপনার নিশ্চয়ই তাতে অমত হবে না!

সূর্য্যেশ বলে উঠল—আপনি যাচ্ছেন কোথায়? বসুন; এখনি সকলে এসে দিনক্ষণ ঠিক ক'রে ফেলবেন।

সোমনাথ বলল—না যাই—সকলকে শুভ খবরটা দিয়ে আসি।

ক্ষেপেছেন! আপনাকে আমি এখন ছাড়তেই পারিনে; বসুন। এই ব'লে সূর্য্যেশ তাকে জোর ক'রে বসিয়ে দিল। সোমনাথ রমলার অসহায় মুখের দিকে চেয়ে হাসল, বলল—সূর্য্যেশবাবু, একেবারে পাকাপাকি করে ফেলুন, আমি ততক্ষণ ললিতাকে সামলাই। সে খুব চটে আছে।

এ কথার অর্থ রমলা যা বুঝল, সূর্য্যেশ বুঝল একেবারে বিপরীত। সে আর কথা বলতে পারল না।

আট

বিয়ের কথাবার্ত্তায় যে কতক্ষণ কাটল তা কারো খেয়াল ছিল না। একমাত্র রমলা বড় চুপ চাপ বসেছিল। কথা যেমন সে কম বলেছে, চিন্তা করে করেছে অনেক বেশী। সোমনাথকে যে আর রক্ষা করা যাবে না—তা বুঝতে পেরে রমলা অত্যন্ত বিমর্ষ হ'য়ে উঠল।

হঠাৎ এলোমেলো তিন চারটে পুলিশের বাঁশী শুনে সূর্য্যেশ লাফিয়ে উঠল, চীৎকার ক'রে বলল—অমলবাবু, অমলবাবু কোথায়? ইস্ আমি কি ভুলই করেছি।

চীৎকার শুনে ললিতা ছুটে এল; সূর্য্যেশ জিজ্ঞাসা করল—ললিতা, অমলবাবু কোথায়?

ললিতা অবাক হ'য়ে বলল—আমি তা জানব কি ক'রে?

তোমার কাছে ছিলেন না?

না! তিনি ত ঘণ্টাখানেক আগেই চ'লে এসেছেন?

এই সময় পুলিন ছুটতে ছুটতে এসে অঘোরবাবুকে বলল—আমায় মাপ করবেন; বাধ্য হ'য়ে আমায় বাড়ীতে ঢুকতে হ'ল। স্যার, সর্ব্বনাশ হয়েছে, সোমনাথ প্রাচীর টপকে পালিয়েছে। আমি পুলিশদের সেদিকে পাঠিয়েছি।

সূর্য্যেশ অগ্নিকল্প হ'য়ে বলে উঠল, তোমরা কি ঘুমুচ্ছিলে?

পুলিন নতমস্তকে বলল—পালাতে পারবে না স্যার—প্রাচীর টপ্কাবামাত্র আমরা জানতে পেরেছি; ধরা সে পড়বেই। আপনার উপদেশ মত আমরা একটু দূরে ছিলেম, নইলে সঙ্গে সঙ্গেই ধরা পড়ত। আপনি বাড়ীর মধ্যে ছিলেন ব'লে আমরা নিশ্চিন্ত ছিলেম।

অঘোরবাবু অত্যন্ত বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন—সূর্য্যেশ, এ সব কি?

সূর্য্যেশ বলতে লাগল—সোমনাথ ওরফে অমল ব্যানার্জ্জি যিনি এতক্ষণ আপনার বাড়ীতে ছিলেন—তিনি জেল ভেঙে কাল রাত্রি দশটায় আপনার বাড়ীতে ঢোকেন। আপনার স্ত্রী ও কন্যা তাকে লুকিয়ে রাখেন।

অঘোরবাবু ততোধিক বিস্ময়ে রমলাকে জিজ্ঞাসা করলেন—রমলা, অমল কি তোমার বন্ধু নন!

রমলা ধীরে ধীরে বলল—তিনি রাজবন্দী।

অঘোরবাবু বললেন—আগে কেন বলনি মা—আমি তবে সূর্য্যেশকে বাড়ী ঢুকতে দিতেম না।

সূর্য্যেশ গর্জ্জন ক'রে উঠল—বাড়ী ঢুকতে দিতেন না? আমাকে? আপনার স্ত্রী ও কন্যা রাজবন্দীকে আশ্রয় দিয়ে গবর্ণমেণ্টের যথেষ্ট অসুবিধে করেছেন। এ কথা উপরয়ালাকে জানালে কি ফল হবে জানেন?

অঘোরবাবু ধীরচিত্তে বললেন—দেখ সূর্য্যেশ, জীবনে কখন কখন এমন মুহূর্ত্ত আসে যখন নিশ্চিত সর্ব্বনাশকেই পরম আত্মীয় ব'লে মনে হয়।

এই সময় নীচে গোল শোনা গেল; বোঝা গেল, আসামী ধরা পড়েছে। পুলিন বেরিয়ে এসে চীৎকার ক'রে বলল—আসামীকে এইখানে নিয়ে এস।

রমলা চঞ্চল হ'য়ে উঠল; অঘোরবাবু দুঃখিত হলেন। সোমনাথ ধরা পড়েছে শুনে কেউ খুসী হ'ল না।

পুলিশরা হেঁচড়ে টানতে টানতে যাকে নিয়ে এল তাকে দেখে সকলে বিস্মিত হ'ল! রমলা বলেই ফেলল—অপূর্ব্ব বেয়ারা!

অপূর্ব্ব হাউ মাউ ক'রে উঠল—দোহাই হুজুর—আমার কোন দোষ নেই, আমি কিছু চুরি করিনি।

পুলিন জিজ্ঞাসা করল—প্রাচীর টপ্‌কেছিলি তুই ?

হ্যাঁ, ইনস্পেক্টরবাবু। অমলবাবু বল্লেন, প্রাচীর টপকে পাঁচ মিনিটে ফিরে আসতে পারলে পাঁচ টাকা দেবেন। পাঁচ মিনিটে পাঁচ টাকা—ভারি লোভ হ'ল জামাইবাবু। পুলিশ বাড়ী ঘেরাও ক'রে আছে জানলে লাফাতেম না !

সূর্য্যেশ বললে—ওকে এখন বেঁধে রাখবার ব্যবস্থা কর।

পুলিশরা অপূর্ব্বকে নিয়ে চলে গেল।

সূর্য্যেশ তখন বলল—পুলিন, বাড়ী সার্চ্চ কর—'থরো' সার্চ্চ হওয়া চাই।

অঘোরবাবু তৎক্ষণাৎ বললেন—সার্চ করবে আমার বাড়ী ? সূর্য্যেশ তুমি কি খুব বাড়াবাড়ি করছ না ?

সূর্য্যেশ কোন কথা না ব'লে সার্চ ওরারেণ্ট দাখিল করল। পুলিন নিবারণকে সঙ্গে ক'রে সার্চ করতে চলে গেল।

অঘোরবাবু বললেন—তুমি কি আমাদের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছেদ করতে চাও ?

সূর্য্যেশ হেসে বললেন—এ কর্ত্তব্য ! এখানে সম্পর্ক বিচার চলে না। কর্ত্তব্য শেষ হলেই সম্পর্ক হাজির হবে।

অঘোরবাবু বললেন—কিন্তু তোমার মত আমি নিষ্কাম মানবধর্ম্ম মানিনে। আমি মানি প্রেম প্রীতি কর্ত্তব্যের চাইতে বড়।

রমলা এই সময় কক্ষ ত্যাগ করতে উদ্যত হ'তে সূর্য্যেশ বাধা দিয়ে বলল—মিস্ মুখার্জ্জিকে এখন এখানেই থাকতে হবে !

রমলা দীপ্তকণ্ঠে বলল—আমি তা এ হুকুম মানতে রাজী নই।

সূর্য্যেশ হেসে বলল—অঘোরবাবু আপনার কন্যাকে বুঝিয়ে দিন।

অঘোরবাবু শুধু বললেন—মা, বোস'।

রমলা ক্ষুব্ধ হ'য়ে বলে উঠল—কেন বাবা ?

সূর্য্যেশ হেসে বলল—নইলে আমি তোমাকে য়্যারেষ্ট করতে পারি। তারপর রমলার কাছে এসে বলল—রমলা, রাগ কর না। পুলিশের কাজ বড় ছ্যাঁচড়—ক্রুটি হ'লেই চাকরি নিয়ে টানাটানি। মনে কর না আমি বেশ আনন্দ পাচ্ছি। উপায় নেই, আমাকে কত্তেই হবে।

অঘোরবাবু হেসে বললেন—চাকরি আমাদের কেমন মনুষ্যত্বহীন ক'রে দিচ্ছে তা বুঝতে পারছ সূর্য্যেশ ?

সূর্য্যেশ হেসে বলল—আমি কিন্তু তা মনে করিনে। এই যে আজ আমার ভাবী স্ত্রীর বিরুদ্ধেই আমাকে দাঁড়াতে হ'ল,—এতে কি আমার সৎসাহস ও কর্ত্তব্য প্রীতির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে না ?

অঘোরবাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চুপ করলেন। এরপর কক্ষের ভিতর সকলে অত্যন্ত গম্ভীর হ'য়ে উঠল। অত্যন্ত অস্বস্তিকর সময় অতি ধীরে অগ্রসর হ'তে লাগল।

কতক্ষণ পরে পুলিন প্রবেশ করলে আবার কিছু চাঞ্চল্য সকলের মধ্যে দেখা গেল। সূর্য্যেশ জিজ্ঞাসা করল—কী খবর পুলিন ?

পুলিন বলল—তন্ন তন্ন ক'রে খোঁজ করেছি স্যার; কিন্তু সোমনাথকে পাওয়া যায়নি। আমার মনে হয় স্যার, পুলিশ যখন বেয়ারাকে ধরবার জন্য ব্যস্ত, তখন সকলের অলক্ষ্যে সে পালিয়েছে। আমাদের একদম বোকা বনিয়ে দিয়েছে।

সূর্য্যেশ হাতের মুঠো শক্ত ক'রে বলল—এ আফসোস যে আমাদের মলেও যাবে না। তোমরা কতকগুলো ওয়ার্থলেশ—।

রমলার মুখে হাসিটুকু মধুর দেখাচ্ছে। সূর্য্যেশ সহ্য করতে পারল না—কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল—রমলা, সোমনাথ কোথায় !

রমলা হাসি বজায় রেখে বলল—তোমরা এতগুলো পুলিশ হিমসিম

খেয়ে গেল, আর আমি ঘরে বসে তা জেনে দেব! সূর্য্যেশ, তুমি বুদ্ধিমানের মত কথা বলছ না।

সূর্য্যেশ দৃপ্তকণ্ঠে ব'লে উঠল—তুমি হচ্ছ তার একমপ্লিস্; নিশ্চয় তুমি জান। না বললে তোমায় আমরা য়্যারেষ্ট করতে বাধ্য হব!

রমলা ধীরে সংযত হ'য়ে উত্তর দিল—আমি তার জন্য বিন্দুমাত্র দুঃখিত হব না।

সূর্য্যেশ অঘোরবাবুকে বলল—মিষ্টার মুখার্জ্জি, আপনার মেয়ে কোন-দিন আমায় ভালবাসেনি, শুধু প্রেমের অভিনয় ক'রে এসেছে। ভাল-বাসত সে ক্রিমিনাল সোমনাথকে।

রমলা দৃঢ়কণ্ঠে বলল—হ্যাঁ, আমি সোমনাথকে ভালবাসি, তাতে আমার লজ্জা নেই।

একজন পুলিশ সেলাম ক'রে খবর দিল যে ডিটেক্‌টিভ প্রিয়নাথবাবু এসেছেন, তিনি ডাক্তার সাহেব ও সূর্য্যেশের সঙ্গে দেখা করতে চান।

সূর্য্যেশ বলল—ডাক্তার সাহেবের আপত্তি না হলে এইখানেই ডেকে আনা যায়। কি বলেন, ডাক্তার সাহেব!

অঘোরবাবু মত দিলেন।

প্রিয়নাথবাবুর সঙ্গে আর একজন ভদ্রলোক ছিলেন; তিনি সুমথ-বাবু। তাঁকে কেউ চেনে না, তিনি প্রায় সকলের অলক্ষ্যে আসন গ্রহণ করলেন।

প্রিয়নাথবাবু বললেন—আমি সব শুনেছি। অল্পের জন্য সোমনাথ ধরা পড়ল না! বড়ই দুঃখের কথা সূর্য্যেশবাবু। ভাল, তাহলে আর দেরী করছেন কেন? পুলিশ নিয়ে এবার ত স'রে পড়া উচিত।

সূর্য্যেশ বলল—আমার এখনও সার্চ শেষ হয়নি।

প্রিয়নাথ হেসে বলল—তবে আমি একটা খবর দিই—সোমনাথ ধরা পড়েছে।

একটা অদ্ভুত আতঙ্কমিশ্রিত শব্দ উত্থিত হল। অঘোরবাবু ব'লে উঠলেন—আহা। রমলা স্তিমিত কণ্ঠে বলতে লাগল—আপনি কি সত্যি বলছেন ?

তার কণ্ঠস্বরে সকলেই আকৃষ্ট হ'ল ; সুমথবাবু ভাল ক'রে রমলাকে লক্ষ্য করলেন। প্রিয়নাথ উত্তর দিলেন—হ্যাঁ মা।

রমলা অনুনয় ক'রে বলল—একবার কি তার সঙ্গে দেখা হয় না ?

প্রিয়নাথ সুমথর দিকে একবার তাকালেন, তারপর মৃদু হেসে বললেন—হবে মা, সময় হ'লে নিশ্চয়ই তার সঙ্গে দেখা হবে।

সূর্য্যেশ গম্ভীর হ'য়ে বলল—কে তাকে ধরল ? আপনি ?

প্রিয়নাথ হেসে উঠে বললেন—তাই ব'লে মনে করবেন না আমি খুব বাহাদুর ; ওটা নেহাতই ভাগ্য। সূর্য্যেশবাবু, চলুন, সোমনাথ এখনও থানায় আছে—দেখবেন চলুন। সুমথ যাবে নাকি হে ?

সুমথবাবুকে এতক্ষণ কেউ লক্ষ্য করেনি ; এইবার সকলে তাঁর দিকে তাকাল। কিন্তু তাঁর উত্তর শুনে অঘোরবাবু কিছু বিস্মিত হলেন। সুমথ বললেন—না, আমার দেরী হবে, তুমি যাও।

প্রিয়নাথ, সূর্য্যেশ ও পুলিশের দলকে নিয়ে বিদায় নিলেন। সূর্য্যেশের এত সহজে এত দ্রুত চলে আসতে ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু প্রিয়নাথ তাকে কোন সুযোগই দিলেন না।

অন্যান্য দিন বিদায়ের সময় এ বাড়ীতে সূর্য্যেশ যে খাতির পায়, আজ কিছুই মিলল না। মনটা তার বড় ভারি হ'য়ে উঠল। কাল সকালেই সে এ বাড়ীতে আসবে, না দুদিন পরে আসবে—গাড়ীতে ব'সে ব'সে সে তাই ভাবতে লাগল।

নয়

গোলামের গাড়ী দ্বারে এসে দাঁড়াতেই সোমনাথ নমস্কার ক'রে বলল—আসুন।

সুমথবাবু গাড়ী হ'তে নেমে বিস্ময়ে তার দিকে চেয়ে থেকে বললেন—বাপু, তোমাকে ত মুসলমান ব'লে মনে হচ্ছে।

সোমনাথ কোন উত্তর না দিয়ে বলল—শীঘ্র আসুন, আরতি আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।

যথাস্থানে এসে দাঁড়াতে সুমথবাবু অবাক্ হ'য়ে গেলেন। উদয় তখন রক্ত বমি করছিল; আরতি গামলাটা তার মুখের কাছে ধ'রে অপেক্ষা করছে। সুশীল জোরে জোরে হাত পাখা চালাচ্ছে। সুমথবাবু চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন। আরতি উদয়ের মুখ ও মাথা ধুইয়ে সুশীলের হাত হ'তে পাখা নিয়ে বাতাস করতে লাগল; সুমথবাবুর সঙ্গে একটা কথাও বল্লে না—। এমন একটা বিষাদের আবরণ সে সৃষ্টি করেছে যে তার দিকে ভাল ক'রে তাকাতে সাহস হয় না।

উদয় হেসে বলল—চিনতে পারবেন কিনা জানিনা—আমি উদয়।

সুমথবাবু বললেন—ভাল করেই চিনেছি; কিন্তু ব্যাপার কি?

সোমনাথ সংক্ষেপে সমস্ত ব'লে বলল—আপনার ছেলের কোন খবর আমরা আর নিতে পারিনি।

সুমথবাবু বললেন—ছেলের কথা থাক; কিন্তু উদয়কে কি বাঁচানো যায় না?

সকলে চুপ ক'রে আছে দেখে উদয় বলল—কাটাকাটি ক'রে মৃত্যুটা আরও এগিয়ে নিতে পারা যায়—আমার তাতে আপত্তি আছে।

সুমথবাবু মাথা নেড়ে বললেন—আমরা একবার চেষ্টা করে দেখব না—! অন্ততঃ তোমার কষ্টের লাঘব করবার ব্যবস্থা করা কঠিন নয়।

উদয় হাসি হাসি মুখে বলল—তাতে আমি রাজী হব কেন? দুঃখ কষ্টের কাছে হার মানতে যাব কেন? জীবনে কত দুঃখ কষ্টই ত ভোগ করেছি সুমথবাবু—কোন ক্ষোভ করিনি; আজ মৃত্যুর দ্বারে এসে নতি স্বীকার ক'রে তাকে বড় ক'রে যাব না।

সুমথবাবু একদৃষ্টে উদয়ের দিকে চেয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করলেন—এই শিক্ষাই কি তুমি আমার ছেলেকে শিখিয়েছ?

আপনার ছেলে রত্ন বিশেষ—তাকে কিছু শেখাবার দরকার হয় না।

সুমথবাবু প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে দিবার জন্য বললেন—আমাকে কেন ডাকা হয়েছে তা এখনও জানতে পারিনি।

উদয় স্নিগ্ধ হাসি হেসে বলল—মরবার আগে একবার আপনাকে দেখবার বাসনা হ'ল—আপনার পায়ের ধূলো চাই।

পায়ের ধূলো দিবার মত গৌরব আমার নেই উদয়।

আপনি আরতিকে আশ্রয় দেবেন—আমাদের পক্ষে ত তাই যথেষ্ট।

আরতিকে সেইদিনই মেয়ের মত ভালবেসেছি—তাকে আশ্রয় দেব, এ আর বেশী কি।

তারপর আরতির মাথায় হাত দিয়ে সুমথবাবু বললেন—আমাকে ডেকে পাঠালে মা, অথচ কিছুই ত করতে বলছ না! টাকার জোরে করতে না পারা যায় কি! যে নীতির উপর গবর্ণমেণ্ট দেশ শাসন করছে তাতে সাধুতার স্থান নাই—তাই পুলিশের মুখ বন্ধ করতে হয় কি ক'রে, তা আমি জানি।

আরতি ধীরে ধীরে বলল—আর ত সময় নেই বাবা।

সুমথবাবু হঠাৎ উত্তেজিত হ'য়ে বলতে লাগলেন—তোমাদের সেই পালের গোদা গেল কোথায়? শুনেছি তার অসাধ্য কিছু নেই। তোমাদের এই বিপদে সে বুঝি স'রে পড়েছে।

উদয় ও সোমনাথ পরস্পরের দিকে চেয়ে মৃদু হাসল। সোমনাথ বলল—শুনতে পাচ্ছি আপনি নাকি মামুদকে দশহাজার টাকা দিয়েছেন!

দিইনি, তবে সে একরকম দেওয়াই। তোমরা এ খবরও পেয়েছ?

সোমনাথ ঈষৎ হেসে বলল—সোমনাথকে ধরিয়ে দিতে না পারলেও সে টাকা পাবে?

ধরিয়ে দিতেই বা পারবে না কেন?

সোমনাথকে ধরিয়ে দিতে সে কোনকালেই পারবে না,—যদি না সোমনাথ ইচ্ছে ক'রে ধরা দেয়।

তোমার বক্তব্যটা কি শুনি।

আপনি সে টাকা আরতিকে দিলে সোমনাথ ধরা দিতে পারে।

বাপু, সোমনাথকে ধরার জন্য আমার একটা জেদ হয়েছিল বটে নিজের ছেলেকে বাঁচাবার জন্য। এখন আর নেই। আইনের পরামর্শ নিয়ে বুঝেছি আমার ছেলেকে ধ'রে রাখবার ক্ষমতা পুলিশের নেই। পুলিশ ভদ্রভাবে আমার কাছে একমাস সময় চেয়েছে, নইলে এতদিন কেস আরম্ভ হ'য়ে যেত। আরতিকে কন্যারূপে যখন গ্রহণ করেছি তখন জীবনে সে টাকার দুঃখ পাবে না—এ কথা আমি উদয়কে দিচ্ছি। আমি ভাল কাজ কখন করিনি বটে, কিন্তু কথার খেলাপ আমার হয় না।

উদয়ের চোখ ছলছল ক'রে উঠল, বলল—মরবার আগে বড় আরামে মরতে পাচ্ছি—

সুমথবাবু হঠাৎ সোমনাথের হাত চেপে ধ'রে মৃদু হেসে বলল—তুমিই বুঝি সেই বদমাইশটা?

সোমনাথ তাড়াতাড়ি তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল।

উদয় খিল খিল ক'রে হেসে উঠল। কিন্তু হাসির ধমকে আবার রক্তবমি হ'ল। এবার রক্ত পড়ল অনেক বেশী। উদয় একেবারে নিস্তেজ হ'য়ে পড়ল, তার গলার স্বর হঠাৎ একেবারে বসে গেল। ফিস ফিস ক'রে সে কথা বলতে লাগল।

সুমথবাবু বললেন—আর তুমি কথা ব'লনা উদয়—তোমার বড় কষ্ট হচ্ছে।

পাণ্ডুর মুখে ম্লান হাসি তার লেগেই রয়েছে; বললে—এইত শেষ; বারণ করবেন না—প্রাণ খুলে কথা বলে নিই। আজ আমার বড় ভাল লাগছে।

সকলে বিছানার চারপাশে গোল হ'য়ে ব'সে উবুর হ'য়ে উদয়ের কথা শুনবার চেষ্টা করছে। দরজার কাছে বিশ্বস্ত গোলাম চুপ ক'রে বসে আছে। এত নিঃশব্দ ও নিস্তব্ধ সে ঘর যে বাড়ীতে কেউ আছে এমন ধারণা করা যায় না। মৃত্যুর রূপ যে এত গম্ভীর এত ধ্যানমগ্ন হ'তে পারে তা কেউ জানতে পারছে না। মৃত্যুর ধীর পদক্ষেপ এরা শুনতে পাচ্ছে।

রাত্রি বারটা বেজে গেল; উদয়ের কথা আর শোনা যায় না কিন্তু তার ঠোঁটের কম্পন এখনও হচ্ছে। অপলকনেত্রে সেইদিকে চেয়ে সকলে অপেক্ষা করছে। কঠোর সংযমের নির্মোক ভেদ ক'রে আরতির চোখ দিয়ে ফোটা ফোটা অশ্রু ঝ'রে পড়ছে—একটা পেসীও তার কাঁপছে না। তার সেই নিথর মূর্ত্তির দিকে চেয়ে মরণ দেবতা স্তব্ধ বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

শ্মশানের কার্য্য শেষ হ'তে বেলা প্রায় এগারটা বাজল। সুমথবাবু আরতিকে নিয়ে বিদায় নিলে সোমনাথ বলল—সুশীল, তুমি গেলে না?

সুশীল বলল—না, আপনি যেখানে যাবেন, আমিও সেখানে যাবো।

আমি যদি জেলে যাই?

জেলে যেতে আমারই বা আপত্তি কিসে!

সোমনাথ তখন বলল—তবে এস।

আবার উয়ারীর বাসায় ফিরে এসে সোমনাথ বলল—দোকান থেকে কিছু খাবার কিনে আন। তারপর মনের সুখে একবার ঘুম দিয়ে নেওয়া যাবে।

সুশীল বলল—কিন্তু এরমধ্যে পুলিশ এসে হাজির হ'তে পারে।

সোমনাথ বলল—ভয় কি হে; জেলেই ত যেতে চাই। সব যদি ভেঙেই গেল তবে আর মিছিমিছি পুলিশকে কষ্ট দিয়ে লাভ কি।

খাওয়া দাওয়া শেষ হ'লে উভয়ে শয়ন করল; সুশীল অল্পক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল; সোমনাথের চোখে ঘুম এল না। ধীরে ধীরে সে বাড়ী হ'তে বার হ'য়ে পড়ল। উদয়কে দাহ করতে যাবার সময় সে ছদ্মবেশ ত্যাগ করেছে; এখনও ছদ্মবেশ গ্রহণ করল না। চারিদিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে সে ঢাকা সহরের প্রধান রাস্তা ধ'রে চলল। জেলে যাবার পূর্ব্বে একবার সে মামুদ ও কাশীর সহিত সাক্ষাৎ করতে চায়।

বহুস্থান ঘোরাঘুরি ক'রেও তাদের সন্ধান মিলল না। সে বুঝল তার অনুমানই ঠিক—দুই শয়তান পুলিশের আশ্রয় নিয়েছে।

ওদিকে দিন শেষ হ'য়ে আসছে। সোমনাথ বাসার দিকে ফিরল; সুশীল হয়ত অত্যন্ত ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছে কত আশা নিয়ে সে এ পথে নেমেছিল, আজ তা মরীচিকার মত মিলিয়ে গেছে। বাঙলা দেশের কোন কাজেই সে এল না। প্রত্যেকের জন্মের কিছু না কিছু সার্থকতা আছে; তার জন্ম শুধু ব্যর্থতায় ভরা। এই যে এত লোক বাঙলা দেশে জন্মেছে কোন না কোন উপায়ে বাঙলা দেশকে প্রতিদানে কিছু দান ক'রে জীবনের পূর্ণতা এনেছে। আর সে! সোমনাথের বুক হ'তে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বার হ'য়ে এল।

গলির ভিতর হ'তে একটা পুলিশ তার ভারি মন্থর পদক্ষেপে

খৈনি টিপতে টিপতে বার হ'য়ে এল। আড়চোখে তার দিকে নজর রেখে সোমনাথ এগিয়ে চলল। আর অগ্রসর হওয়া উচিত হবে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। সম্মুখে গলির মোড়ে কতকগুলো পুলিশ লাঠির উপর ভর দিয়ে গল্প করছে। সোমনাথের ঈষৎ হাসি পেল। কাশী কি মামুদ তাকে ধরিয়ে দিতে এল নাকি! গলির মোড়ের উপর রেস্তরাঁতে চা খেতেই হবে—ওখান থেকে সব খবর যত সহজে মিলবে, এমন আর অন্য কোথাও মিলবে না।

রেস্তরাঁর ভিতর দিকে একটা টেবিলে ব'সে সে চায়ের ফরমাস দিল। তারপর রেস্তরাঁর ভিতরটা চোখ বুলিয়ে নিতে লাগল। প্রথম নজরেই তার মনে হ'ল একটা চাপা চাঞ্চল্য যেন থম থম করছে; রেস্তরাঁর স্বাভাবিক তরল উচ্ছ্বাস নাই। যারা খাচ্ছে তারা মাঝে মাঝে একটা টেবিলের দিকে তাকিয়ে দেখছে। সোমনাথ খুসী হ'য়ে উঠল; ওই টেবিলে খাচ্ছে দুজন দারোগা আর শ্রীমান কাশী। কাশী কাঁটা চামচের সাহায্যে চপ কাটলেট বেশ তৃপ্তির সঙ্গে খাচ্ছে আর পা নাচিয়ে গল্প করছে। তিনজনের কাঁটা চামচের টুং টাং শব্দে এবং সুগন্ধে ঘরটা ভরে গেছে; সোমনাথের ইচ্ছা হ'ল সেও খায়।

বেড়াল ইঁদুর শীকার ক'রে সামনে ছেড়ে দিয়ে ইঁদুরের খেলা দেখে তার তখন একটা উদাসীন প্রেম জেগে উঠে। সোমনাথের মুখেও তেমনি একটা ভাব। চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে সে ভাবছে—আহা, আমাকে দেখলেই বেচারা কীরকম শুকিয়ে উঠবে—খাক, খেয়ে নিক, পেট ভ'রে তৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে নিক।

ইত্যবসরে সোমনাথ উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছে। সিগারেট টানতে টানতে সামনের টেবিলের উপর কখন চেপে বসেছে তা তার খেয়াল নাই। এমনভাবে বসেছে যে মুখ ফেরালেই কাশী তাকে দেখতে পায়।

হ'লও তাই। বাম দিকের দারোগার সহিত কথা শেষ ক'রে ডান দিকে মুখ ফেরাতেই কাশী স্তম্ভিত হ'য়ে গেল। হাতের কাঁটা চামচ স্থির হ'য়ে গেল ; চর্ব্বন কার্য্য আর এগুলো না। ভয়ে বিবর্ণ ফ্যাকাশে মুখ-মণ্ডল কদর্য্য ও বিশ্রী হ'য়ে উঠল।

সোমনাথ একটু হাসল, সে হাসিতে কোথাও সৌন্দর্য্য নাই, সিগারেট ফেলে দিয়ে সে সোজা হ'য়ে দাঁড়াল। কাশীর মুখ থেকে অস্পষ্ট আর্ত্তনাদ বেরুল। দারোগাদ্বয় বিস্ময়ে সোমনাথের দিকে তাকিয়ে বেল্টে হাত দিল। সোমনাথ সেই মুহূর্ত্তে লাফিয়ে উঠে প্রচণ্ড দুই ঘুষিতে দারোগা দুটিকে ধরাশায়ী করল। তারা টলতে টলতে দুতিনটে টেবিলে ঠক্কর খেয়ে মেজের উপর ব'সে পড়ল। তাদের দিকে সোমনাথ ফিরে তাকাল না। কাশীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দুই হাতে তার গলা টিপে তাকে মাটিতে ফেলে দিল তারপর তার বুকে উঠে তাকে ঝাকতে লাগল—টিকটিকি আশু'লা ধ'রে যেভাবে ঝাঁকে—এও তেমনি। কাশীর গলা হ'তে একটা একটানা ভয়ার্ত্ত আর্ত্তনাদ বার হ'য়ে আসতে লাগল। সে আর্ত্তনাদে ভাষা নেই—সে শুধু শব্দের আর্ত্তনাদ—সে আর্ত্তনাদে ধরিত্রীর বুক চিরে যায়। কাশীর সর্ব্বশরীর থর থর ক'রে কাঁপছে ; চোখ দুটো কোটর হ'তে বার হ'য়ে পড়েছে—বিস্ফারিত চোখের দৃষ্টি স্থির হ'য়ে আছে—, বিস্তৃত মুখগহ্বর হ'তে যে বিকৃত আর্ত্তনাদ বার হ'য়ে আসছিল, তাতে গোটা পল্লী ব্যাথাতুর হয়ে উঠল।

সন্ত্রাসে সকলে ভয়চকিত হ'য়ে উঠেছে। কাশীর সাহায্যে কেউ অগ্রসর হ'ল না। সোমনাথের হিংস্র মূর্ত্তি দেখে দারোগাদ্বয় চটপট জনতায় মিশে গেল।

প্রিয়নাথবাবু সুশীলকে গ্রেপ্তার ক'রে বাড়ী সার্চ্চ করছিলেন। আর্ত্তনাদ শুনে তিনি ছুটে বার হ'য়ে এলেন। মানুষের চরম ভয় হচ্ছে প্রাণের ভয় ; তাঁর মনে হ'ল কেউ কাউকে খুন করতে উদ্যত হয়েছে।

যথাস্থানে এসে তিনি দেখলেন, কাশীর বিভৎস মূর্ত্তি—তার নাক মুখ দিয়ে রক্ত ঝরছে। সোমনাথ সেই সময় কাশীর চুলের গোছা মুঠো ক'রে ধ'রে টেনে কাশীকে দাঁড় করিয়ে দিল তারপর ডান মুষ্টি প্রচণ্ড বেগে তার খুতনির উপর এসে পড়ল। কাশী প্রাণহীনের মত ঢিপ ক'রে প'ড়ে গেল। তার আর্ত্তনাদ বন্ধ হয়ে গেল কিন্তু মুখমণ্ডলে আতঙ্কের রেখাগুলো ফুটে থাকল। প্রিয়নাথবাবু সোমনাথকে তৎক্ষণাৎ চিনতে পারলেন। পুলিশ দিয়ে তাকে তাড়াতাড়ি রেস্তঁরার চারধার ঘিরে ফেলবার ব্যবস্থা করলেন।

এই সময় কাশীর জ্ঞান ফিরে এল। জ্ঞান আসবার সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই করুণ ভয়ার্ত্ত আর্ত্তনাদ সুরু হল। সোমনাথ পুনরায় তাকে দাঁড় করিয়ে তার নাকের উপর বিরাট এক ঘুষি ঝাড়ল। কাশী ছিটকে পড়ল, বেচারীর নাক ব'য়ে গল গল ক'রে রক্ত ঝরতে লাগল।

প্রিয়নাথ বাবু বুঝলেন, এইদণ্ডে সোমনাথকে প্রতিরোধ করতে না পারলে কাশীর নিস্তার নেই। তাঁর হুকুমে সেইদণ্ডে চারধার হ'তে সোমনাথের উপর নির্দ্দয়ভাবে পুলিশের লাঠি চলতে লাগল।

দশ

সুমথবাবু প্রিয়নাথবাবুর কাছে এলেন রাত নয়টায়। প্রিয়নাথবাবু বললেন—এস, তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি—অনেক খবর আছে, সোমনাথ ধরা পড়েছে।

সুমথবাবু চমকে উঠে বললেন—ধরা পড়েছে ?

অত চমকাচ্ছ কেন ! তোমার ছেলে নয়, এ আসল সোমনাথ। তবে একে ধরা পড়া বলে না, প্রকৃতপক্ষে সোমনাথ নিজেই। উঃ

কী সাংঙ্ঘাতিক ছেলে। সব আমি তোমায় গাড়ীতে বলব—এখন চল তোমার ছেলের খোঁজে।

সুমথবাবু পুলকিত হ'য়ে ব'লে উঠলেন—আমার ছেলে?

হ্যাঁ হে; এতক্ষণ হয়ত বেচারী ধরাই পড়ে গেল। তোমার ছেলেও বেশ তৈরী হয়েছে হে। কাল রাত থেকে তিনি সিভিল সার্জ্জেনের বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছেন।

মোটরে উঠে সুমথবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—সোমনাথ কী ক'রে ধরা পড়ল? মামুদের চেষ্টায় নাকি!

প্রিয়নাথ বললেন—না; সে ছোকরা ঢাকাতেই নেই। সে স্পষ্ট জানিয়েছে—সোমনাথ ঢাকায় এসেছে, এখবর আপনাদের দিয়েছি—ওর বেশী আমার কাছে আশা করবেন না।

তারপর প্রিয়নাথ বাবু সমস্ত ঘটনা উল্লেখ ক'রে বললেন—এখন মেয়েটিকে ধরতে পারলে সমস্ত দলটা ধরা পড়ে। মেয়েটার সম্বন্ধে কাশী বিশেষ কিছু বলে নি।

সুমথবাবু বললেন—তোমাদের পাল্লায় যখন পড়েছে তখন না ব'লে সে যাবে কোথায়।

প্রিয়নাথবাবু হতাশার স্বরে বললেন—উঁহু। কাশীর যা অবস্থা, তাতে ডাক্তার সন্দেহ প্রকাশ করেছে যে তার সাময়িক উন্মত্ততার লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে। যখনই তার জ্ঞান হয় তখনই সেই ভয়ার্ত্ত আর্ত্তনাদ সুরু করে। তার সে অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়।

বেশত! যখন ভাল হবে তখন জানতে পারবে।

ততদিনে সে কোন অন্তঃপুরে স্থান নেবে আর কি খুঁজে পাওয়া যাবে!

সুমথবাবু একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন—দলের অন্যান্য যারা ধরা পড়েছে তারাও বলতে পারে।

সে চেষ্টাও করেছি। তারা বলে, তারা সাধারণ কর্ম্মী—হুকুম

তামিল করাই তাদের কাজ ছিল; দলের গোপনীয় খবর তারা কিছু জানে না।

*   *   *

অঘোর বাবুর বাড়ী হ'তে প্রিয়নাথবাবু সদলবলে প্রস্থান করলে স্থমথবাবুকে লক্ষ্য ক'রে অঘোরবাবু বললেন, আপনাকে চিনতে পারলেম না—আমাদের সঙ্গে আপনার কী প্রয়োজন।

স্থমথবাবু হেসে উত্তর দিলেন।—আমার কলকাতার বাসায় আপনার পরিবারের সকলকে নিমন্ত্রণ করবার জন্য এসেছি।

অঘোরবাবু বিমূঢ় হ'য়ে বললেন—আমি কিছু বুঝতে পারছিনে—একটু পরিষ্কার ক'রে বলা দরকার।

স্থমথবাবু হেসে বললেন—সোমনাথ, যাকে আপনারা অমল ব'লে জানতেন, সে আমার পুত্র। তাকে আপনারা আশ্রয় দিয়ে বাঁচিয়েছেন। ধন্যবাদ জানিয়ে আপনাদের ছোট করতে পারব না কিন্তু অন্তরের কৃতজ্ঞতা কি ভাবে জানাব বুঝতে পারছিনে।

অঘোরবাবু অত্যন্ত আনন্দিত হ'য়ে বললেন—অমল আপনার ছেলে!—বড় ভাল ছেলে সে। বড় খুসী হলেম। কিন্তু বেচারী ধরা পড়েছে জেনে মনটা খচ খচ করছে। আহা!

স্থমথবাবু চুপ ক'রে রইলেন কিছু বললেন না।

রমলা এতক্ষণে বলল—অমলবাবুর কাছে শুনেছিলেম তিনি নিরপরাধ—অপরের অপরাধ তাঁর ঘাড়ে চাপান হয়েছে। আপনি কি এর কোন প্রতিকার করতে পারেন না?

স্থমথবাবু ঈষৎ হেসে উত্তর দিলেন—মা, তোমার সদন্তঃকরণ ও সৎসাহস তাকে একবার বাঁচিয়েছে—হয়ত তোমারই পুণ্যের জোরে সে আবার বেঁচে যাবে।

এরপর সুমথবাবু অঘোরবাবুকে বললেন, আপনার মেয়ের বিয়ের সব ঠিক হ'য়ে গেছে শুনলেম। বিয়ের আগে আমার বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করতে আপনাদের অসুবিধে হবে। কিন্তু কথা দিন, বিয়ে চুকে গেলে মেয়ে জামাই সহ আমার বাড়ীতে কয়েক দিন থাকবেন, নইলে আমি আজ উঠব না।

অঘোরবাবু দারুণ ঘৃণায় বলে উঠলেন—মেয়ের বিয়ে মশাই ভেঙে দিয়েছি। অমন ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে মেয়ের সর্ব্বনাশ বাপ হ'য়ে আর করব না। ভগবান আমায় স্নেহ করেন, তাই শেষ মুহূর্ত্তে আমার চোখ খুলে দিয়েছেন। উচ্চপদ আর রাশীকৃত অর্থ থাকলেই ভদ্র হওয়া যায় না। ভদ্রতা মশাই রক্তের মধ্যে থাকে প্রকৃত শিক্ষার ভিতর দিয়ে শোধন ক'রে নিতে হয়। সূর্য্যেশ তা পাবে কোথায়! না মশাই, ও বিয়ে হবে না।

সুমথবাবু বললেন—তাহলে আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে আপনার কোন অসুবিধে নেই কবে যাবে বলুন।

অঘোরবাবু বললেন—অমল জেলে কষ্ট পাবে, আর আমরা স্ফূর্ত্তি করব—এ কি হয়! অমল ফিরে আসুক।

বেশ, আমি এখন তবে উঠি। আমি অমলকেই পাঠাব আপনাদের নিয়ে যাবার জন্য।

দিন তিনচার পরে সুমথবাবু কলকাতায় ফিরলেন। বাড়ীতে পদার্পণ করতেই সোমনাথ ছুটে এসে প্রণাম করল। সুমথবাবু তোকে বুকে টেনে নিলেন। সোমনাথ আশা করেছিল বাবা তাকে দেখে খুব বিস্মিত ও আনন্দিত হবেন। কিন্তু সুমথবাবুর দিক থেকে কোন উৎসাহ খতে না দেপেয়ে সে নিজেই অবাক হ'ল।

এই সময় সুমথবাবু পিছন হ'তে আরতিকে সম্মুখে টেনে আনলেন

তারপর সোমনাথকে জিজ্ঞাসা করলেন—চিনতে পার? তোমার বৌদি।

সোমনাথ তথাপি নির্ব্বোধের ন্যায় দাঁড়িয়ে রইল দেখে তিনি বললেন—উদয়দা ব'লে তোমার এক দাদা ছিল—এর মধ্যে ভুলে গেলে চলবে কেন?

সোমনাথ বিস্ময়ে বলে উঠল—কে? আরতি? আরতি বৌদি?

সুমথবাবু বললেন—হ্যাঁ। তোমার আরতি বৌদি, কিন্তু ওর নাম আমি বদলে দিয়েছি। উদয়ের সঙ্গে আরতিও মরেছে। ওর নতুন নাম হয়েছে গায়ত্রী। ও আমার মেয়ে—ওকে তুমি দিদি ব'লে ডেকো।